ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণির বাংলা দৈনিক

আনন্দবাজার পত্রিকা

বিশ্বজয়ের আজ ৩৭তম বার্ষিকী

প্রত্যক্ষদর্শীর লেখা খেলা

জিডিপি সঙ্কুচিত হতে পারে ৪.৫%

হুঁশিয়ারি আইএমএফের ৮

৩ দিনে ৪ থেকে সাড়ে ৪ লাখ

বাড়ছে করোনা রোগী ৭

সোশ্যাল মিডিয়া থেকে দূরে করিনা

আনন্দ প্লাস

www.anandabazar.com | কলকাতা ১১ আষাঢ় ১৪২৭ বৃহস্পতিবার ২৫ জুন ২০২০ শহর সংস্করণ ৫ টাকা | ১৪ পাতা XXCL

এক নজরে

করোনায় তৃণমূল বিধায়কের মৃত্যু

করোনার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে হার মানতে হল তৃণমূল বিধায়ক তমোনাশ ঘোষকে (৬৪)। কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে বুধবার সকালে মৃত্যু হল তাঁর। দীর্ঘ দিনের রাজনৈতিক সঙ্গী তমোনাশবাবুর মৃত্যুকে 'অপূরণীয় ক্ষতি' বলে বর্ণনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শোকপ্রকাশ করেছেন বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নান, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র, বাম পরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তী-সহ বিরোধী নেতৃত্ব। পৃঃ ৫

লকডাউন বাড়ল

এত দিন ঠিক ছিল ৩০ জুন পর্যন্ত চলবে লকডাউন। বুধবার সর্বদলীয় বৈঠকের পরে রাজ্য সরকার জানাল, লকডাউনের সময়সীমা আরও এক মাস বাড়িয়ে ৩১ জুলাই পর্যন্ত করা হচ্ছে। তবে এখন যে রকম ছাড় রয়েছে, সেই ছাড়গুলি বহাল থাকবে। বৈঠকের পরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা এই ব্যাপারে নিজেদের মতামত জানিয়েছেন সরকারকে। তাঁদের সঙ্গে আলোচনার পরেই লকডাউন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য।

সমবায় ব্যাঙ্কে

সমবায় ব্যাঙ্কগুলিতে আর্থিক নয়ছয় রুখতে পদক্ষেপ করল কেন্দ্র। সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (আরবিআই)-এর অধীনে আনার সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র। এ জন্য অধ্যাদেশ জারি করা হবে। বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে।এখন থেকে সরকারি, বেসরকারি ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে সব নিয়ম মেনে চলে, সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকেও সেই নিয়ম মেনে চলতে হবে। আরবিআই সরাসরি এই ব্যাঙ্কগুলির উপরে নজরদারি চালাবে। পৃঃ ৬

আজ আবহাওয়া

আংশিক মেঘলা আকাশ। বৃষ্টি অথবা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা।

সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৬° সেলসিয়াস

গত কাল

সর্বোচ্চ ৩৫.৫° (+৩)

সর্বনিম্ন ২৮.১° (+১)

আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯৪% এবং ৬৩%

বৃষ্টিপাত: ০.৫ মিলিমিটার

মুখরোচক®
জনপ্রিয় চানাচুর
একা থাকুন ভরসা রাখুন
ভালো খান সুস্থ থাকুন
+91 97487 35857 | +91 98304 58230
+91 98319 47429

ধর্ষণের চেষ্টা মেয়েকে, ধাক্কায় মায়ের মৃত্যু

নুরুল আবসার
সুব্রত জানা

বাগনান: সুপুরি গাছ বেয়ে বাড়ির ছাদে উঠে এক তরুণীকে ধর্ষণের চেষ্টা করেছিল দুই যুবক। মেয়ের চিৎকারে মা সিঁড়ি দিয়ে উঠছিলেন। ধাক্কা মেরে তাঁকে ফেলে দিয়ে ফের গাছ বেয়ে চম্পট দেয় অভিযুক্তরা। হাসপাতালে মারা যান জখম মহিলা। ওঠে খুনের অভিযোগ। অভিযুক্তদের এক জন বাগনান-২ পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য রমা বেরার স্বামী কুশ বেরা। তিনি তৃণমূল কর্মীও। অন্য অভিযুক্ত বাচ্চু মণ্ডল তরুণীর পড়শি।

মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটে হাওড়ার বাগনানের গোপালপুর গ্রামে। বুধবার উলুবেড়িয়া হাসপাতালে মারা যান ওই মহিলা। এর পরে অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে আমতা মোড়ে মুম্বই রোড অবরোধ করে বিজেপি। বেলা আড়াইটে থেকে প্রায় এক ঘণ্টা অবরোধ চলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাগনানের বাইনান গ্রামের একটি বাড়ি থেকে মোবাইলের সূত্র ধরে পুলিশ দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খান এবং লকেট চট্টোপাধ্যায় এ দিন তরুণীর পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন।

তরুণী এ দিন কথা বলার অবস্থায় ছিলেন না। দোষীদের কড়া শাস্তি দাবি করেছেন তরুণীর বাবা। জেলা (গ্রামীণ) তৃণমূল সভাপতি পুলক রায় বলেন, "দুষ্কৃতীদের কোনও রাজনৈতিক রং হয় না। পুলিশকে বলা হয়েছে, যথাযথ তদন্ত করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে।" মন্ত্রী অরূপ রায় বলেন, "তরুণীর সঙ্গে অভিযুক্ত যুবকের সম্পর্ক ছিল। তরুণীর মা ছাদে উঠে দেখে ফেলায় তাঁকে ঠেলে ফেলে খুন করা হয়।" অভিযুক্তদের কড়া শাস্তি চেয়েছেন অরূপবাবু।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিএ দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ওই তরুণী। তাঁর মা সামনে আসতেই ধাক্কা দেওয়া হয়। টাল সামলাতে না পেরে মহিলা সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ে যান। তাঁকে প্রথমে গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে উলুবেড়িয়া মহকুমা হাসপাতালে।

পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগে ওই তরুণী অবশ্য শুধু কুশের নামই জানিয়েছেন। কুশ একটি রান্নার গ্যাস সংস্থায় 'ডেলিভারি ম্যান'-এর কাজ করে। তাঁর সন্দেহ, সেই দ্বিতীয় জনকে সঙ্গে আনে। কুশের বিরুদ্ধে এলাকায় মাতব্বরির অভিযোগ এনেছেন অনেকে। কুশের স্ত্রী রমার দাবি, "আমি এ বিষয়ে কিছুই জানি না।"

কুশ বেরা

লাদাখে পরিদর্শনে সেনাপ্রধান মনোজ মুকুন্দ নরবণে (বাঁ দিকে)। গালওয়ানে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে সড়ক নির্মাণের তোড়জোড়। ২২ জুন ম্যাক্সার ওয়ার্ল্ড ভিউ-৩-এর তোলা উপগ্রহ চিত্র (নীচে)। *পিটিআই ও রয়টার্স*

গালওয়ানে পাকা ঘাঁটি গড়েছে চিন

নিজস্ব সংবাদদাতা

শ্রীনগর ও নয়াদিল্লি, ২৪ জুন: পূর্ব লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় ১৫ জুন হওয়া সংঘর্ষস্থলের কাছে বড় মাপের নির্মাণ কাজ চালানোর ছবি ধরা পড়ল উপগ্রহচিত্রে। বিষয়টি সামনে এল এমন সময়ে, যখন দু'দিন আগেই দু'দেশ প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা থেকে সেনা সরাতে রাজি হয়েছে।

প্রাক্তন সেনা কর্তাদের আশঙ্কা, প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা থেকে চিনা সেনারা ক'দিন পরেই সরে হয়তো যাবে, কিন্তু এরা ভারতের যে অংশ দখল করে নির্মাণকাজ চালাচ্ছে, তা থেকে সরে আসবে কি না, সেটা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

গত ২০ জুন গালওয়ান নদী উপত্যকায় পেট্রোল পয়েন্ট ১৪-এ (গত সপ্তাহের সংঘর্ষস্থল) কেবল একটি তাঁবু ছিল। উপগ্রহ চিত্রে দেখা গিয়েছে, সেই এলাকায় রীতিমতো কাঠামো তৈরি করে সেনাঘাঁটি বানিয়ে ফেলেছে চিন। বুলডোজার, আর্থ মুভার ব্যবহার করে পাহাড়ের দেওয়াল কেটে রাস্তা বানানো হয়েছে। তৈরি হয়েছে সেনাদের থাকার জায়গা। বসেছে ভারী অস্ত্রশস্ত্র। পেট্রোল পয়েন্ট ১৪ পর্যন্ত যাতে দ্রুত পৌঁছে যাওয়া যায়, তার জন্য নদীর উপরে বানানো হয়েছে কালভার্টও। উপগ্রহচিত্র স্পষ্ট করেছে— এই ছবি কেবল পয়েন্ট ১৪-র নয়, গালওয়ান উপত্যকার বড় অংশ জুড়েই দীর্ঘমেয়াদি নজরদারি পোস্ট বানানোর কাজ চালিয়ে যাচ্ছে চিন। দু'পক্ষের বৈঠকের পরেও তাতে কোনও ছেদ পড়েনি।

নির্মাণকাজের বড় অংশই ভারতীয় অংশে হচ্ছে বলে অভিযোগ। যদিও এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করেনি সেনা। ফলে প্রশ্ন উঠেছে, প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা থেকে সেনা সরাতে রাজি হলেও, চিন যে এলাকাগুলিতে অনুপ্রবেশ করে ঘাঁটি গেড়েছে, সেখান থেকে তাদের সরাতে সফল হবে কি দিল্লি?

প্রাক্তন সেনা কর্তাদের বড় অংশের মতে, পাকা কাঠামো তৈরি করে ফেলার পরে সেখান থেকে চিনা সেনা ফিরে যাবে, এমন ভাবা ভুল। রণকৌশলগত ভাবে সুবিধা নিতেই পরিকল্পিত আগ্রাসন চালানো হয়েছে। তাই কূটনৈতিক ও সামরিক স্তরে দর কষাকষি করে কতটা জমি ভারত ফিরে পায়, সেটাই এখন দেখার।

দু'দিনের লাদাখ সফরে আজ নোবরা-সহ সীমান্তের কিছু ফরোয়ার্ড পোস্ট ঘুরে দেখেন সেনাপ্রধান এম এম নরবণে। গত ১৫ জুন রাতে গালওয়ান সীমান্তে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়া সেনাদের প্রশস্তিপত্র দিয়ে সম্মান জানান। সেনা প্রস্তুতি ও পরিকাঠামো নিয়ে সেনা কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকও করেন। সেনা সূত্রের খবর, চিনা সেনা প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর অন্য কোনও এলাকা দিয়ে যাতে অনুপ্রবেশ করতে না-পারে, তার জন্য সতর্ক থাকা ও পাহারা বাড়ানোর উপরে জোর দিয়েছেন সেনাপ্রধান।

চিনের সঙ্গে সীমান্ত ঘিরে উত্তেজনা কমাতে কূটনৈতিক স্তরেও আজ বৈঠকে বসে দিল্লি। যুগ্মসচিব পর্যায়ের বৈঠকে পূর্ব লাদাখের সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়।

ভিতরে

দিল্লিকে আটকাতেই ছক পৃঃ ৬

বঞ্চনা বন্ধে নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর, সবাইকে নিয়ে কমিটি

ত্রাণে দলবাজি, সরব বিরোধীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা

রাজ্যে 'আমপান'-পরবর্তী সময়ে ত্রাণ ঘিরে বিস্তর অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা তৈরির জন্য মুখ্যসচিব, জেলাশাসক ও বিডিও-দের দায়িত্ব দিল রাজ্য সরকার। নবান্নে বুধবার সর্বদল বৈঠকে বিরোধীদের বক্তব্য শোনার পরে প্রথম পর্যায়ে ওই তালিকা তৈরির জন্য ৭ দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা টাঙিয়ে দিতে বলা হয়েছে বিডিও দফতরে। পাশাপাশিই আমজনতার প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন, কেউ যেন বিডিও দফতর বা অন্যত্র ভাঙচুর না-করেন। তৃণমূল, সিপিএম, বিজেপি এবং কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের নিয়ে সর্বদল কমিটিও গড়া হয়েছে। সেই কমিটি ক্ষতিপূরণ ও পুনর্গঠন সংক্রান্ত প্রস্তাব তৈরি করার পরে রাজ্য তা পাঠাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে।

নবান্নের সর্বদল বৈঠকে এ দিন প্রত্যাশিত ভাবেই বাম, বিজেপি ও কংগ্রেসের নেতারা ঘূর্ণিঝড়ের পরে ত্রাণ বিলি ঘিরে দলবাজি ও দুর্নীতির অভিযোগে সরব হয়েছিলেন। যার প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, বিপন্ন মানুষের বঞ্চনা বা ত্রাণে দলবাজি সহ্য করা হবে না। সরকারি ক্ষতিপূরণ থেকে যে সব প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত বাদ গিয়েছেন, নতুন করে তাঁদের তালিকাভুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক শিবিরের মতে, আমপান-ক্ষতিপূরণের অপব্যবহার এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে, যাতে মুখ্যমন্ত্রীকে সরাসরি তা স্বীকার করে পদক্ষেপ করতে হচ্ছে।

করোনা ও অন্যান্য রোগের চিকিৎসায় সমস্যার কথাও উঠেছিল বৈঠকে। মুখ্যমন্ত্রী ফের আবেদন করেন, সব রোগের চিকিৎসায় সরকারি ও বেসরকারি সব হাসপাতালকেই একই রকম নজর দিতে হবে। চিকিৎসার অভাবে কেউ যেন বিপন্ন না হন।

এক মাস আগে আপমান-তাণ্ডবের কয়েক দিন পরেই ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছিল রাজ্য। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা তৈরি নিয়ে জেলায় জেলায় অভিযোগ উঠতে শুরু করে। কোথাও প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের বাদ দিয়ে শাসক দলের পদাধিকারীদের ক্ষতিপূরণ নিয়ে নেওয়া, কোথাও অর্থের বিনিময়ে তালিকায় নাম তোলার অভিযোগ এসেছে। নানা জায়গায় বিক্ষোভ চলেছে এ দিনও। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তেরা বঞ্চিত হলে থানায় গিয়ে অভিযোগ জানালে ব্যবস্থা নেবে সরকার। সর্বদলে আলোচনার পরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমপানের কিছু কিছু সমস্যা বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছে, কেউ কেউ বঞ্চিত হয়েছেন। কারও বঞ্চনা আমাদের সরকার সহ্য করবে না। বিডিও কার্যালয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা টাঙিয়ে দেওয়া হবে। কারও নাম তাতে নেই— তেমন অভিযোগ পেলে বিডিও ব্যাপারটা সরকারের নজরে আনবেন।" তাঁর আরও বক্তব্য, "দলবাজি প্রশ্রয় দেওয়ার জায়গা নেই। যাঁরা বঞ্চিত হয়েছেন, তাঁরা দরখাস্ত করতেই পারেন। ২১০০ কেস এসেছে আমার কাছে। সেগুলি দেখতে বলেছি।"

পার্থ চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ ঘোষ, সুজন চক্রবর্তী, প্রদীপ ভট্টাচার্যদের নিয়ে একটি কমিটি গড়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তারা খসড়া প্রস্তাব তৈরি করবে। সেই প্রস্তাব রাজ্য সরকার গ্রহণ করে কেন্দ্রকে পাঠাবে। আমপানের ক্ষতিপূরণ, সুন্দরবনের জন্য স্থায়ী মাস্টার প্ল্যান তৈরির জন্য নীতি আয়োগে আবেদন করা, অসংগঠিত, পরিযায়ী শ্রমিক ও হকারদের জন্য নীতি নির্ধারণ এবং কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে সর্বদল প্রস্তাব তৈরি করা হবে।

এর পর পৃঃ ৫ ►

সর্বদলে সিদ্ধান্ত

- আমপানে ক্ষতিপূরণের দাবিতে কেন্দ্রের কাছে সর্বদলীয় প্রস্তাব
- খসড়া করবে সর্বদল কমিটি
- আমপান-ক্ষতিপূরণে বঞ্চিতদের তালিকা সাত দিনের মধ্যে
- উপভোক্তাদের নাম টাঙানো হবে বিডিও অফিসে
- প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা করবেন বিডিও, জেলাশাসকেরা
- ক্ষতিপূরণের আবেদন সাদা কাগজেও করা যাবে
- অসংগঠিত, পরিযায়ী এবং হকারদের নিয়ে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা
- কোভিড এবং অন্য রোগের চিকিৎসায় সমান গুরুত্ব
- কোভিড-যুদ্ধ একত্রে লড়তে হবে রাজ্য ও জাতীয় স্তরে

নবান্নে সর্বদল বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। *পিটিআই*

অভিযোগ শুনে বার্তা মমতার

নিজস্ব সংবাদদাতা

করোনা পরিস্থিতি ও আমপান বিপর্যয়ের পরে ত্রাণের ব্যবস্থা নিয়ে ধারাবাহিক ভাবে অভিযোগ করে আসছিল বিরোধীরা। সর্বদল বৈঠক ডেকে সেই অভিযোগের বাষ্প বার করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রীই। কার্যক্ষেত্রে বুধবারের বৈঠকে আক্রমণাত্মক মেজাজেই অভিযোগ জানালেন বিরোধী নেতারা। তাঁদের অভিযোগের নির্যাস থেকে বেশ কিছু ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাসও দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজনৈতিক শিবিরের একাংশের মতে, এই কৌশলের ফলে এক দিকে মুখ্যমন্ত্রী যেমন প্রতিদিনের ক্ষোভ কিছুটা প্রশমিত করার সুযোগ পেলেন, তেমনই নিজের দল ও প্রশাসনকেও একটা বার্তা দিলেন। আপাত ভাবে এটা তাঁর 'রাজধর্ম' পালনও বটে।

রাজনৈতিক শিবিরের ব্যাখ্যা, জমতে থাকা নানা অভিযোগ এ দিন মুখ্যমন্ত্রীর সামনে তুলতে পেরেছেন বাম, বিজেপি ও কংগ্রেস নেতারা। মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনকে সতর্ক হয়ে কিছু ব্যবস্থা নিতে বলেছেন। এর ফলে আপাতত কিছু দিন রাজ্য প্রশাসন সময় পাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার। প্রশাসন আশ্বাস মোতাবেক কাজ করছে কি না, তা না দেখে বিরোধীরা নতুন করে ঝাঁপাতে পারবে না। আবার প্রশাসনও চাপে থাকবে। এই কৌশলের প্রতিফলনই এ দিনের বৈঠকে ধরা পড়েছে বলে মত রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের।

জেলায় জেলায় ত্রাণ ঘিরে কেমন অরাজকতা চলছে, সেই অভিযোগ এ দিনের বৈঠকে তুলেছিলেন বাম নেতারা। বিজেপি নেতারা তার সঙ্গেই যোগ করেন ত্রাণের কাজে তাঁদের জনপ্রতিনিধি ও কর্মীদের বাধা দেওয়ার অভিযোগ। কংগ্রেস নেতারা দাবি করেন করোনা ও অন্যান্য রোগের চিকিৎসায় আরও পরিকাঠামো বাড়ানোর।

এর পর পৃঃ ৫ ►

'হার্ড ইমিউনিটি' পেতে কত খেসারত?

দেবাশিস ঘড়াই

ভারতের মতো জনবহুল দেশে 'গোষ্ঠী প্রতিরোধ ক্ষমতা'-র (হার্ড ইমিউনিটি) প্রাসঙ্গিকতা কতটা? এই প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হতে-হতে বড় বেশি ক্ষতি হয়ে যাবে না তো? সার্স-কোভ-২ ভাইরাসের সংক্রমণের ক্ষেত্রে বর্তমানে দেশ যে পর্যায়ে দাঁড়িয়ে, সেখানে আপাতত এই প্রশ্নটাই ঘুরপাক খাচ্ছে বিজ্ঞানী-চিকিৎসকদের একটা বড় অংশের মধ্যে।

তাঁদের বক্তব্য, ভারতের মতো দেশে গোষ্ঠী প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হতে গেলে জনসংখ্যার কমপক্ষে ৩০-৪০ শতাংশকে আগে সংক্রমিত হতে হবে। সেক্ষেত্রে পাল্লা দিয়ে বাড়বে মৃত্যুহারও। সাধারণত ধরে নেওয়া হয় যে, সংক্রমণের সংখ্যা বাড়তে থাকলে এমন একটা সময় আসে, যখন জনসংখ্যার বাকি অংশের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্যাথোজেনের বিরুদ্ধে লড়ার প্রতিরোধশক্তি গড়ে ওঠে।

কিন্তু বিজ্ঞানী-গবেষকদের মতে, আমেরিকা, ইংল্যান্ডের মতো উন্নত দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে যেখানে ছারখার করে দিয়েছে সার্স-কোভ-২ ভাইরাস, সেখানে ভারতের মতো ১৩৫ কোটির দেশে যদি সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকে, তা রীতিমতো বিপজ্জনক!

পাবলিক হেলথ ফাউন্ডেশন অব ইন্ডিয়ার 'সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল হেল্থ'-এর ডেপুটি ডিরেক্টর পূর্ণিমা প্রভাকরণের কথায়, "কোভিডের মতো সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে হার্ড ইমিউনিটি কখনওই আমাদের দেশের জন্য সঠিক পদ্ধতি নয়। কারণ, বেশি সংখ্যক সংক্রমিত রোগীর চাপ সামলানোর মতো প্রস্তুতি বা পর্যাপ্ত পরিকাঠামো দেশের সিংহভাগ রাজ্যেই নেই!" একই কথা বলছেন কার্ডিয়োথোরাসিক চিকিৎসক কুণাল সরকারও। তাঁর কথায়, "হার্ড ইমিউনিটি তৈরির আগে যদি দেশের জনসংখ্যার ৩০-৪০ শতাংশ সংক্রমিত হয়, তা হলে একটা ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরির আশঙ্কা রয়েছে।"

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর)-এর এমেরিটাস বিজ্ঞানী ও এমস-এর প্রাক্তন ডিন নরেন্দ্র কে মেহরা আবার জানাচ্ছেন, যত ক্ষণ না কোভিডের প্রতিষেধক বা ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে বা হার্ড ইমিউনিটি তৈরি হচ্ছে তত ক্ষণ সংক্রমণ রুখতে মাস্ক পরা, হাত ধোওয়া, দূরত্ব-বিধি মানা-সহ যাবতীয় নিয়মকানুন নিয়মিত মেনে চলতে হবে। তাঁর কথায়, "উপসর্গহীন ও অল্প উপসর্গ রোগীর সংখ্যা বেশি হলেও সংক্রমণ বাড়তে থাকলে অনেকেরই হাসপাতালে ভর্তির পরিস্থিতি হতে পারে। সেক্ষেত্রে মৃত্যুহার বাড়ারও আশঙ্কা রয়েছে।"

যদিও গোষ্ঠী প্রতিরোধ ক্ষমতার পক্ষে 'মাইক্রোবায়োলজিস্টস সোসাইটি অব ইন্ডিয়া'-র প্রেসিডেন্ট এ এম দেশমুখ বলছেন, "শুধু সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা নিয়ে হইচই করলে হবে না। সুস্থ হয়ে ওঠা মানুষের সংখ্যা ও অত্যন্ত কম মৃত্যুহারের বিষয়টিও দেখতে হবে। এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে হার্ড ইমিউনিটি এই পরিস্থিতি থেকে বাঁচার অন্যতম পথ।" মাইক্রোবায়োলজিস্ট তথা বাবাসাহেব ভীমরাও অম্বেডকর বিশ্ববিদ্যালয়ের

এর পর পৃঃ ৫ ►►

আনন্দবাজার পত্রিকা

শব্দছক ৭৬৬৪

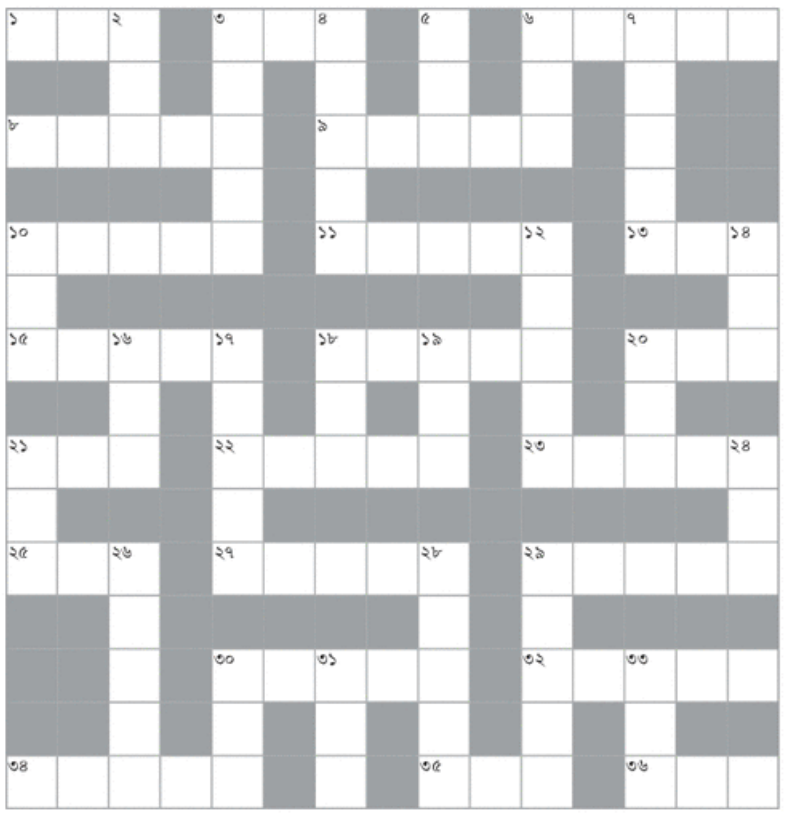

পাশাপাশি

১ ইনি অধমের সঙ্গে নিশ্চিন্তে চলেন।
৩ গল্পের ধূর্ত প্রাণী।
৬ বিরাট জুয়াচুরি।
৮ সকলের মঙ্গলকারিণী, দেবী দুর্গা।
৯ যা কষ্ট বা যন্ত্রণা দেয়।
১০ নীতিশাস্ত্রের বিরোধী।
১১ ঢেউয়ের ওঠানামা।
১৩ নিকষে পরীক্ষিত।
১৫ নানাপ্রকার ভুল।
১৮ মুখমণ্ডল।
২০ হিমালয় কন্যা ও শিবপত্নী।
২১ বিবাদের বিষয়ীভূত।
২২ পেটের পীড়াবিশেষ।
২৩ চোখের জল।
২৫ সম্মানপূর্ণ ব্যবহার।
২৭ বর্ষাঋতুর আগমন।
২৯ সুস্বাদু।
৩০ নিজের মান সম্পর্কে সচেতনতা।
৩২ সকলের অনুমোদিত।
৩৪ উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকা।
৩৫ যাতে কেবল নিজের অধিকার আছে।
৩৬ অতি ক্ষুদ্র পোকা।

উপর-নীচে

২ জ্যেষ্ঠের নিকট অনুজ।
৩ শিকল দিয়ে বাঁধা।
৪ লজ্জায় সংকুচিত।
৫ কৌশল।
৬ পুত্রকামনায় পালনীয় ব্রত।
৭ সারথি।
১০ নীল আকাশ।
১২ বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের শান্তিপূর্ণ ভাবে থাকা।
১৪ সূর্যপত্নী ছায়া।
১৬ দেবতাকে নিবেদিত।
১৭ রীতিমতো, যথেষ্ট।
১৮ মূর্তির কোমল রূপ।
১৯ বক্তৃতাপটু।
২০ ভারবাহী পশুর পিঠের গদি।
২১ উজ্জ্বল প্রকাশ।
২৪ রঙ্গকৌতুক ও তামাশায় পটু।
২৬ দ্রুত বেগে।
২৮ সম্মানহানি বা অসম্মান।
২৯ কেবল কথা বলতেই পটু।
৩০ নতুন, অভিনব।
৩১ শহরের অংশ, পাড়া।
৩৩ মেখলা, নারীর কটিভূষণ।

সমাধান ৭৬৬৩

	অ		জ		জা				স		বি		অ	
আ	ন	ন্দ	ন		না	গ	কে	শ	র		লা	ভে	মূ	লে
	গ্র		র		শো		শ		কা	র্প	স		ল	
	স	ন্ধ্যা	ব	ন্দ	না		ক	ন্দ	র		ব্য	র্থ	ক	রা
	র						লা				স			
বা	তা	হ	ত		আ	লা	প	চা	রী		ন	বো	দ	য়
			ম		ঝ				তি				শ	
	স	ং	সা	রা	স	ক্ত		ব	স	ন্ত	প	ঞ্চ	মী	
	ফ				ন্ত্র				ম্ম		র			
প	রি	হা	স		ম	ণি	ম	ণ্ডি	ত		শ্রী	নি	বা	স
			র্বা				হা						দ	
ধ্যা	ন	ভ	ঙ্গ		আ	লু	নি		খা	ম	খে	য়া	ল	
	র		সু	জ	ন		র্বা		ন		জু		ম	
অ	প	ছ	ন্দ		ম	র	ণ	পা	খা		রি	ক্ত	হ	স্ত
	তি		র		না				ন		য়া		ল	

দিনপঞ্জিকা

দৃকসিদ্ধ: ১১ আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ২৫ জুন। চতুর্থী তিথি দিবা ৮-৪৮ পর্যন্ত। অশ্লেষা নক্ষত্র দিবা ১২-২৭ পর্যন্ত। বারবেলা ২-৫৯ গতে অন্তাবধি। অমৃতযোগ দিবা ৩-৩৯ গতে অন্তাবধি। রাত্রি ৭-০৩ গতে ৯-১০ মধ্যে পুনঃ ১২-০ গতে ২-০৮ মধ্যে পুনঃ ৩-৩৩ গতে উদয়াবধি। মাহেন্দ্রযোগ দিবা ৫-৫১ মধ্যে পুনঃ ৯-২৫ গতে ১১-১১ মধ্যে।
অন্য পঞ্জিকা: ১০ আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ২৫ জুন। চতুর্থী তিথি দিবা ৮-৪৩ পর্যন্ত। অশ্লেষা নক্ষত্র দিবা ১২-৫৩ পর্যন্ত। বারবেলা ৪-৪১ গতে ৬-২২ মধ্যে। অমৃতযোগ দিবা ৩-৪০ গতে ৬-২২ মধ্যে। রাত্রি ৭-০৪ গতে ৯-১০ মধ্যে পুনঃ ১১-৫৯ গতে ২-০৬ মধ্যে পুনঃ ৩-৩০ গতে ৪-৫৫ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ দিবা ৫-৪৮ মধ্যে পুনঃ ৯-২৪ গতে ১১-১১ মধ্যে।
বিশ্ব ক্রীড়া দিবস। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং বিজ্ঞানী-লেখক জগদানন্দ রায়ের প্রয়াণ দিবস। অম্বুবাচী নিবৃত্তি। ৩ জেল্কদ।

আজকের দিনটি

মেষ: উপস্থিত বুদ্ধিতে কর্মস্থলে বা সামাজিক ক্ষেত্রে শত্রুকে মোক্ষম জবাব দিয়ে কার্যোদ্ধার। গবেষণামূলক কাজে বিশেষ স্বীকৃতির সম্ভাবনা। মনের চিন্তা প্রকাশ করতে আর কিছু দিন অপেক্ষা করাই ভাল। **বৃষ:** মৌলিক চিন্তাভাবনা আর কুশলতার জোরে কর্মে অগ্রগতি। স্বজনমণ্ডলে অকারণ বিবাদ-বিতর্কে জড়িয়ে ঘোরতর বিড়ম্বনার আশঙ্কা। **মিথুন:** গুরুজনের বিরূপ আচরণে অসন্তোষ সংসারে অশান্তি বাড়াবে। তুচ্ছ কারণে বেশি ব্যয় করে আর্থিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। **কর্কট:** গুণগ্রাহী কর্তাব্যক্তির হস্তক্ষেপে শ্রম ও দক্ষতার স্বীকৃতি মিলতে পারে। অতি দম্ভের জন্য সকলের কাছে অপ্রিয় হয়ে ওঠার আশঙ্কা। হৃদযন্ত্রের সমস্যায় ভোগান্তি, চিকিৎসায় বহু ব্যয় ও কাজকর্ম ব্যাহত হতে পারে। **সিংহ:** আইনি দাওয়াইয়ে শত্রুর হাত থেকে মুক্তির উপায় মিলতে পারে। অনেক চেষ্টার পরে ন্যায্য পাওনা আদায় হওয়ার আশা। **কন্যা:** ব্যবসা বা স্বনিযুক্তি প্রকল্পে বেহিসাবি বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা। কলাবিদ্যায় মুনশিয়ানায় কমবেশি স্বীকৃতির যোগ। **তুলা:** সৃষ্টিশীল কাজে বহু-প্রতীক্ষিত স্বীকৃতির উজ্জ্বল সম্ভাবনা। বিপন্নের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে কমবেশি বিদ্রূপ সইতে হতে পারে। **বৃশ্চিক:** অতিরিক্ত রক্ষণশীলতা থেকে পরিবারে অশান্তি সীমা ছাড়াতে পারে। আয়-ব্যয়ের মধ্যে সমতার অভাবে আর্থিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। সন্তানের পড়াশোনায় একাগ্রতা ও সন্তোষজনক ফলাফলে আপাতত চিন্তামুক্তি। **ধনু** সম্পত্তি সংস্কার ও নবনির্মাণ নিয়ে ভাইবোনের সঙ্গে বিরোধ আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে। অনিদ্রাজনিত রোগের সমস্যা বৃদ্ধিতে কাজকর্ম ব্যাহত হতে পারে। **মকর:** গুণগ্রাহী কর্তাব্যক্তির আনুকূল্যে শত্রু দমন করে অগ্রগতি। ভরণীয় জনের দেখভাল নিয়ে মা-বাবার সঙ্গে মতান্তর ও মনান্তরে গভীর মানসিক ক্লেশ। **কুম্ভ:** মেধা, অধ্যবসায় ও বহু শ্রম সত্ত্বেও স্বীকৃতি ফের অধরা থাকায় হতাশা বাড়বে। দুর্বল আত্মীয়কে সাহায্য করতে গিয়ে সাংসারিক ক্ষেত্রে অর্থসমস্যা দেখা দিতে পারে। **মীন:** গঠনমূলক কাজের পরিকল্পনায় সাফল্যের স্বীকৃতি এবং সেই সূত্রে মনের মতো কাজের সুযোগ আসতে পারে। সাইনাসের সমস্যায় দিনভর ভোগান্তি, কাজকর্ম ব্যাহত হতে পারে।

সঞ্জয়

সময়

জোয়ার: বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টে ১৯ মিনিট এবং পর দিন ভোর ৪টে ৪২ মিনিট **ভাটা:** সকাল ১১টা ২৬ মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৮ মিনিট। **সূর্য:** উদয় ৪টে ৫৪ মিনিট এবং অস্ত ৬টা ২৩ মিনিট।

আজ টিভিতে

ঈগলের চোখ: জি বাংলা সিনেমা, সকাল ৯-৩০।

ম্যান ভার্সেস ওয়াইল্ড ডিসকভারি সন্ধ্যা ৭-৫৩

জি বাংলা সিনেমা

সকাল ৯-৩০: ঈগলের চোখ, **বেলা ১২-০০:** শয়তান, **৩-০০:** জনম জনমের সাথী, **সন্ধ্যা ৬-০০:** বউরানি, **রাত ৯-০০:** ভিলেন।

জলসা মুভিজ

সকাল ৮-০০: রোগা হওয়ার সহজ উপায়, **১০-৪০:** লে হালুয়া লে, **বেলা ১-৫৫:** মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট, **বিকেল ৫-০৫:** জোশ, **রাত ৮-০০:** বিন্দাস, **১১-১৫:** সেদিন দেখা হয়েছিল।

কালার্স বাংলা

বেলা ২-০০: বকুল প্রিয়া, **রাত ৯-০০:** ঝিনুক মালা।

আকাশ আট

বেলা ২-০৫: শঙ্খবেলা।

বি4ইউ

সকাল ৭-৩০: সিক্কা, **বেলা ১২-০০:** বাদশা, **৩-০০:** বেতাবি, **সন্ধ্যা ৬-০০:** পৃথ্বী, **রাত ৯-০০:** কীমত।

সিনেমা টিভি

সকাল ৮-০০: ম্যায় তেরা আশিক, **বেলা ১২-৩০:** বিল্লা নম্বর ৭৮৬, **বিকেল ৫-০০:** কলেজ ফুকরে, **রাত ৮-৩০:** নেপালি: দ্য ওয়ারিয়র।

মুভিজ ওকে

সকাল ১০-০৫: দে দে পেয়ার দে, **বেলা ১-০৫:** লাইফ অব পাই, **৩-৫০:** মাস্টারপিস, **সন্ধ্যা ৬-৫৫:** কাবালি, **রাত ১০-১০:** ড্যাশিং জিগরওয়ালা টু।

& পিকচার্স

সকাল ৯-০১: দি ইমোজি মুভি, **বেলা ১১-০৫:** কহোনা পেয়ার হ্যায়, **২-২১:** বেঙ্গল টাইগার, **বিকেল ৫-০৩:** পার্টনার, **রাত ৮-০০:** ড্রিম গার্ল, **১০-৪৪:** তুম্বড়।

স্টার গোল্ড

সকাল ৮-৪৫: গুলায়েবাঘাবলী, **১১-১০:** আলাদীন, **বেলা ২-১৫:** ফিদা, **বিকেল ৫-০৫:** ডাবল অ্যাটাক, **সন্ধ্যা ৭-৫৫:** পঙ্গা, **রাত ১০-৫০:** ভিভেগাম।

ইউটিভি মুভিজ

সকাল ১০-৩০: ঘর পরিবার, **বেলা ১-২৫:** বীরতা, **বিকেল ৪-৫০:** রাউডি বাদশা, **সন্ধ্যা ৭-৫৫:** এমএস ধোনি: দি আনটোল্ড স্টোরি।

ইউটিভি অ্যাকশন

সকাল ৮-১০: অ্যাভেঞ্জার্স: ইনফিনিটি ওয়র, **বেলা ১১-২৫:** আইস্টাক্রোফি, **১-২০:** ক্যাপ্টেন মার্ভেল, **বিকেল ৪-০৫:** সুপ্রিম খিলাড়ি, **সন্ধ্যা ৬-৫৫:** ফাইন্ডিং ডোরি, **রাত ৯-০০:** দ্য শ্যালোজ়, **১০-৫৫:** দ্য হিটম্যান'স বডিগার্ড।

ওয়াও সিনেমা

সকাল ৮-৩০: সুইটি ওয়েডস এনআরআই, **বেলা ১২-০০:** দ্য থ্রিলার, **৩-০০:** পেয়ার কে কাবিল, **সন্ধ্যা ৬-০০:** নাগাবলী, **রাত ৮-৩০:** শিকার, **১১-০০:** ট্রায়্যাঙ্গল অব দিল কি ধড়কন।

জি সিনেমা

সকাল ৮-২২: শের কা শিকার, **বেলা ১১-২২:** হিম্মতওয়ার, **২-২২:** শাদি মে জ়রুর আনা, **বিকেল ৫-৪৩:** দ্য রিটার্ন অব রাজু, **রাত ৮-৩০:** জানোয়ার।

জি অ্যাকশন

সকাল ৭-৫০: আগ কা গোলা, **৮-৫০:** রাজা সাহেব কা কামরা, **বেলা ১১-৩৫:** রাউডি রাজকুমার, **২-৩০:** সৌগন্ধ, **বিকেল ৫-১৫:** পেয়ার রিলোডেড, **সন্ধ্যা ৭-৪৫:** লাল বাদশা, **রাত ১০-২৫:** গদ্দার।

ডিডি বাংলা

সকাল ৭-০০: মান্না দে-কে নিয়ে অনুষ্ঠান 'হৃদয়ে লেখো নাম' (পর্ব ৭), **৯-০০:** হ্যালো ডিডি-মন নিয়ে: বিষয়-আবেগপ্রবণ ভালবাসা, **বেলা ১২-০২:** টেলিফিল্ম-তত্ত্বতালাশ, কাহিনি-সুচিত্রা ভট্টাচার্য, অভিনয়-ভারতী দেবী, লাবণী সরকার, বোধিসত্ত্ব মজুমদার প্রমুখ, **২-৩০:** আজকের রান্না-মকটেল ও চকলেট পুডিং, **২-৫০:** মুক্ত করো ভয় (কোভিড-১৯ নিয়ে অনুষ্ঠান), **বিকেল ৪-৩০:** হ্যালো ডিডি-কেরিয়ার প্লাস (লাইভ ফোন-ইন), **সন্ধ্যা ৬-০২:** করোনা মোকাবিলা (লাইভ ফোন-ইন), **রাত ৯-০৫:** কথায় কথায়-অতিথি: লেখক অমিত চৌধুরী, সঞ্চালক: সর্বাণী মুখোপাধ্যায়।

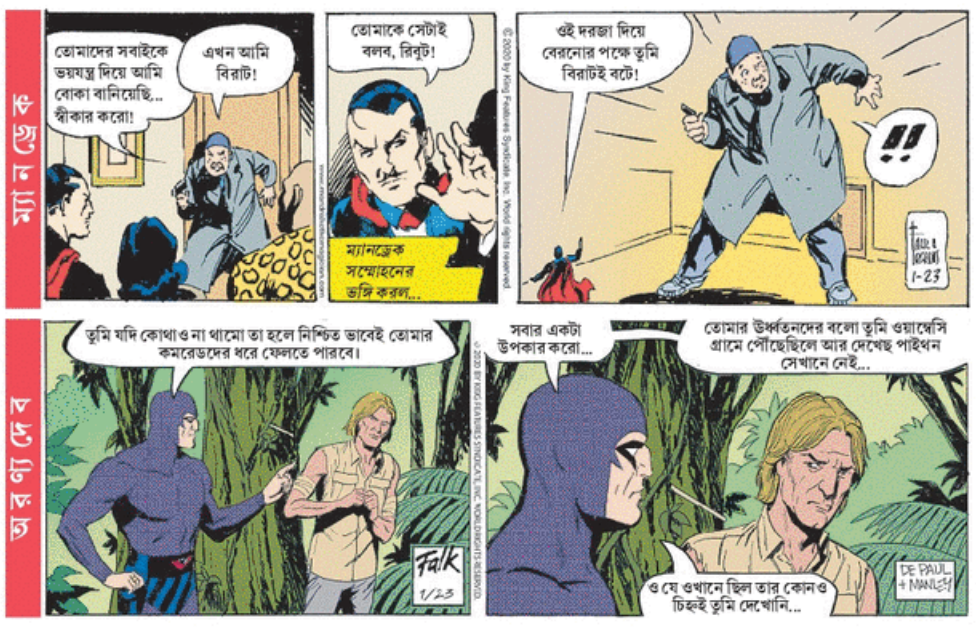

আজ টিভিতে

এইচবিও

সকাল ১১-০১: হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য ডেথলি হ্যালোজ় পার্ট ওয়ান, **বেলা ১-৩৫:** বাম্বলবি, **বিকেল ৫-৪৬:** অ্যানাবেল, **সন্ধ্যা ৭-১২:** ডিউ ডেট, **রাত ৯-০০:** ফ্যান্টাস্টিক বিস্টস: ক্রাইমস অব গ্রিন্ডেলওয়াল্ড, **১১-২৬:** ব্লাড ডায়মন্ড।

মুভিজ নাও

সকাল ৯-৫৫: মডার্ন টাইমস, **বেলা ১১-৩০:** ক্রস অলমাইটি, **১-১৫:** হেলবয়, **৩-১৫:** জুমানজি: ওয়েলকাম টু দ্য জাঙ্গল, **বিকেল ৫-১৫:** টার্মিনেটর: স্যালভেশন, **সন্ধ্যা ৭-১৫:** মনস্টার্স, আইএনসি., **রাত ৯-০০:** দ্য মামি, **১০-৫৬:** স্কাই হাই।

ব্লাড ডায়মন্ড: এইচবিও, রাত ১১-২৬।

সোনি পিক্স

সকাল ৯-৪২: হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য হাফ ব্লাড প্রিন্স, **বেলা ১২-১০:** অ্যাপোক্যালিপ্টো, **২-০৭:** দি ইনক্রেডিবল হাল্ক, **৩-৫২:** জুরাসিক পার্ক, **বিকেল ৫-৫১:** দ্য ফাস্ট অ্যান্ড দ্য ফিউরিয়াস, **সন্ধ্যা ৭-৩২:** মিনিয়নস, **রাত ৯-০০:** ডেসপিকেবল মি টু, **১০-৩২:** হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য ডেথলি হ্যালোজ় পার্ট টু।

স্টার মুভিজ

সকাল ১০-৪৮: হোম অ্যালোন টু: লস্ট ইন নিউ ইয়র্ক, **বেলা ১২-৫৩:** আলাদীন, **৩-০৫:** ক্যাপ্টেন মার্ভেল, **বিকেল ৫-১৭:** টয় স্টোরি ফোর, **সন্ধ্যা ৭-০৩:** ফাইন্ডিং ডোরি, **রাত ৯-০০:** ফাইন্ডিং নিমো, **১০-৪২:** ইনডিপেন্ডেন্স ডে।

অ্যান্ড ফ্লিক্স

সকাল ১০-০০: স্টেলথ, **বিকেল ৪-০০:** গার্ডিয়ানস অব দ্য গ্যালাক্সি: ভলিউম টু, **সন্ধ্যা ৬-৩৫:** স্পাইডারম্যান: ইনটু দ্য স্পাইডার-ভার্স, **রাত ৯-০০:** চার্লিজ় এঞ্জেলস: ফুল থ্রটল, **১১-০০:** রেসিডেন্ট ইভিল: এক্সটিংশন।

ডব্লু বি

বেলা ১২-০৫: নো কান্ট্রি ফর ওল্ড মেন, **২-০৫:** ওশ্যানস টুয়েলভ, **৪-১০:** অ্যালেক্স অ্যান্ড মি, **বিকেল ৫-৪০:** দ্য লর্ড অব দ্য রিংস: দ্য রিটার্ন অব দ্য কিং, **রাত ৯-০০:** ফেলিওর টু লঞ্চ, **১০-৪০:** ক্যাটস অ্যান্ড ডগস।

(সিনেমা হল বন্ধ থাকার জন্য হলের পরিবর্তে চ্যানেল দেওয়া হল)

তুম্বড়: & পিকচার্স, রাত ১০-৪৪।

আনন্দবাজার পত্রিকা ইত্যাদি

আনন্দবাজার পত্রিকা বিমান মাণ্ডল
অসম/ নাগাল্যান্ড/ মেঘালয়/ অরুণাচল/ মুম্বই: ৪.০০; মিজোরাম/ মণিপুর/ ডিব্রুগড়: ৫.০০; ত্রিপুরা: ১.০০; বাঙ্গালোর/ চেন্নাই/ ভেলোর/ পিলি/ আগ্রা/ পোর্ট ব্লেয়ার: ৭.০১।

স্মৃতির উদ্দেশে

মৌসুমী সান্যাল
প্রয়াণ ২৫শে জুন ২০১২
এ শূণ্যতা পূর্ণ হবার নয়। তোমার সাগর (পুত্র) ও কাছের সবাই। শ্রীরামপুর, হুগলী।
13807 — 3059725

জ্যোতিষ জগতের মহান জ্যোতিস্ক K.P. Astrology খ্যাত Prof. P. Roy Chowdhury-র মহাপ্রয়াণে সমগ্র ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন ও তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।- স্ত্রী শ্রীমতি চন্দ্রা রায়চৌধুরী ও সমগ্র ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।
6786 — 3058343

শ্রদ্ধায় ও স্মরণে দ্বিতীয় প্রয়াণ বার্ষিকী

সত্যেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
আসা - ১৬.০২.১৯২৭
যাওয়া - ২৫.০৬.২০১৮
যতই থাকো দূরে তুমি আছো হৃদয় জুড়ে
মায়া দাশগুপ্ত (স্ত্রী), সজল দাশগুপ্ত (পুত্র) সুস্মিতা দাশগুপ্ত (পুত্রবধূ), সাহানা সেনগুপ্ত (কন্যা), অভিজিৎ (জামাতা), সম্রাট (পৌত্র), মণিকা (পৌত্রবধূ), অরিজিৎ (পৌত্র), অনিন্দিতা (পৌত্রী), কার্তিক (নাতজামাই)

জন্ম, জন্মদিন, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহবার্ষিকী, উৎসব অনুষ্ঠান ও অন্যান্য ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন 9433185185 • 9831525486

শোকসংবাদ

শ্যামল দে বিশ্বাস
"আমার জিগর বাহিরে অন্তরে অন্তরে আছ তুমি হৃদয় জুড়ে"

দমদম সিঁথি অঞ্চলের সুপরিচিত সমাজসেবী, দাতব্য চিকিৎসা, স্বেচ্ছা রক্তদান ও চক্ষু অস্ত্রপ্রচারের অগ্রণী ব্যক্তিত্ব শ্যামল দে বিশ্বাস গত ১৪.০৬.২০২০ তারিখে সজ্ঞানে প্রয়াত হয়েছেন।
১৯৫০ - ২০২০
অগামী ২৬.০৬.২০২০, কাশীপুরস্থিত বাসভবনে তাঁর আত্মার শান্তি কামনায় পারলৌকিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন হবে।
শোকগ্রস্ত : লীনা দে বিশ্বাস (স্ত্রী), কৌস্তভ দে বিশ্বাস (পুত্র), প্রান্তি মুখার্জী দে বিশ্বাস (পুত্রবধূ) ও পরিবারের সদস্যবর্গ

ঘরে বসে বিজ্ঞাপন দিতে চান?
মিসড কল দিন
• 7044400205 (কলকাতা)
কলকাতার বাইরে কল করুন
• 8017745199
আনন্দবাজার পত্রিকা ইত্যাদি

নোটিস, লিগাল নোটিস, কোম্পানি নোটিস, সেল নোটিস, টেন্ডার ও নিলাম বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
• 033-2448 2828

চাকরি

বিবিধ শূন্য পদ

কন্ট্রাক্টরের অধীনে গ্যারান্টি সহকারে Airport ও ব্যাঙ্ক (DSA) তে Male/ Female নিয়োগ। যোগ্যতানুযায়ী পদ ও বেতন। পদ- S.V, ট্রলিবয় পিওন, ক্লার্ক ও অন্যান্য। 8101917369
13654 — 3060243

জ্যোতিষ

40 বছর ধরে হাজারো পরিবারের পারিবারিক জ্যোতিষ। জ্যোতিষ সাধক মিহির ভাই। শুধু বাগবাজার (শুক্র -বুধ 3-6 PM) 9830318943/ 8170863111
3060204

আপনি কি সমস্যায় পরেছেন?
A টু Z গ্যারান্টি সহকারে সমস্যার সমাধান
আমাদের পরামর্শ আপনার জীবনের দিশা ও অবস্থা বদলে দিতে পারে
আপনার কাজ না হলে টাকা ফেরৎ পান
স্পেশ্যালিস্ট : বশীকরণ, মুঠকরণী
ব্যবসা, প্রেম প্রণয়, কোর্ট কেস, ইন্টার কাস্ট প্রেম বিবাহ, স্বামী-স্ত্রীর কলহ, দুষ্ট আত্মা, শত্রু, পারিবারিক বিবাদ, কালো যাদু, সন্তানের সমস্যা, অসুস্থতা, সম্পত্তি, বিদেশ ভ্রমণ, লটারী ইত্যাদি
আপনি যদি জ্যোতিষী, তান্ত্রিক ও পন্ডিতদের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে থাকেন, তাহলে একবার অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করুন
আপনার স্বামী, প্রেমিক বা পুত্র যদি কারুর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে, তাহলে দেরা করে একবার সত্বর যোগাযোগ করুন
Baba Abdul Shah Zafar
9599270336, 9073283056
Near South City Mall, Sealdah

ঘরে বসে ফোন করে ৩ ঘন্টায় সমাধান
আপনি কি চিন্তিত ? কেঁদে নয়, দেখা করলে কষ্ট দূর হবে। আমার পরামর্শ আপনার জীবনের দশা বা দিশা বদলে দিতে পারে। কাজ না হলে পয়সা ফেরৎ। সময় সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যে ৬টা

মনপসন্দ বিয়ে, কারবার, গৃহক্লেশ, কাজে বাধা, বিয়েতে বাধা, সতীন বা শত্রুদের থেকে মুক্তি, ওষুধে কাজ না হওয়া, কেরিয়ারে অসফলতা, বশীকরণ, মুঠকরণী, ভূত প্রেত জাদু টোনা ইত্যাদি। জটিল থেকে জটিল সমস্যার দ্রুত সমাধান।
যদি আপনার জ্যোতিষ, তান্ত্রিক, পন্ডিতের থেকে বিশ্বাস চলে যায় তো অবশ্যই একবার ফোন করুন।
যদি আপনার পতি, প্রেমী বা ছেলে কারুর বশীভূত হয় তো দ্রুত ফোন করুন।
BABA YAHUDA SHAH
ভর সব কালো জাদুর সম্রাট
8447154589, 8373967918
6/10, Howrah Railway Station, Kadam Tala, Howrah 711101

আনন্দবাজার পত্রিকা ইত্যাদি
এখন শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন দিন বাড়ি থেকেই।
বিজ্ঞাপনের বিষয় জানিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করুন
কলকাতা থেকে
7003419331/9830993838/9836743307
কলকাতার বাইরে থেকে
8371000500/8017745199

আপনার এলাকায় আনন্দবাজার পত্রিকা ইত্যাদি, The Telegraph Classified ও ABP Weddings-এর Online এজেন্ট তালিকা

Location	Contact Person	Phone No.
Agarpara	Baby Roy	9830478452
Baghajatin	Palash Nath	7890003333
Baguiati	Sandip Bagui	9830014618
Barasat	Subhas Paul	9874771777
Behala	Pratap De	9830187381
Belgharia	Apu Roy	9830478452
Beliaghata	Sulova Ghosal	9830141888
Beliaghata	Sisir Kundu	9831310210
Bhowanipore	Joy Chowdhury	9831124737
Burrabazar	Amita Vora	9831634470
Buxarah	Dipten Sen	9830203559
Chittaranjan Avenue	J.S Bhasin	22371400
Dunlop	Santanu Ray	9007110032
Ganguli Bagan	Dhananjay Mondal	9331085917
Garia	Dhananjay Mondal	9331085917
Garia Station Road	Subhankar Chakraborty	8100960001
Gariahat	Purnendu Purkait	9674006826
Jadavpur	Madhu Nath	9007614916
Kadamtala	Suvro Kundu	9836788158
Kankurgachi	Uday Sankar Ghosh	9836046306
Kankurgachi	Mrityunjoy Banik	9051762309
Kasba	Abhijit Das	9330858650
Lake Gardens	Nilotpal Chowdhury	9830038047
New Town	K. Basu Roychowdhury	7980259203
Park Circus	Pradip Mukherjee	9433807378
Rajarhat	Natiq Masood	9883599090
Salkia	Anil Gupta	9830058308
Salt Lake, A.E. Market	Sujata Roy	9830478452
Salt Lake, B.D. Market	Dipak Das	9831278201
Shyambazar	Iti Sarkar	9830050472
Sealdah	Devyani Dutta	8017090000
Survey Park	Prim Zone	8777437208
Survey Park, Santoshpur	Mita Goswami	65400706
Tollygunge	Sudip Roy Choudhury	9874463132
Uttarpara	Pradip Dey	9830364603

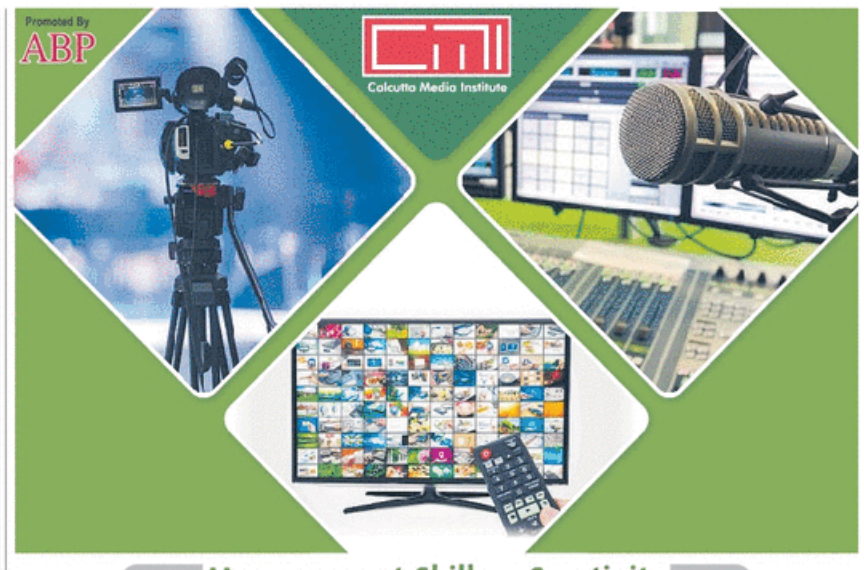

Management Skills + Creativity =New Age Broadcast Professional
Be an Electronic & Digital Media professional in just one year. Join PGD course in Media Management with specialisation in Broadcast Management. Diploma awarded by Calcutta University.
WHY IS THIS COURSE UNIQUE? A unique Management Course for creative minds · The only PG Diploma in Eastern India offering specialisation in Broadcast Management · Multiple career options in Radio & Television · Faculty comprising top academicians and established industry professionals · Excellent placement record
REQUIRED QUALIFICATION Graduate in any discipline (10+2+3 System) from a recognised University, preferably in Mass Communication & Media Science
FACILITIES AVAILABLE Bank Loan • Hostel • Assured internship • Placement assistance
Look Up, Apply, Attend Interviews & Complete Admission - Entirly ONLINE!
For registration & details visit: cmi.net.in or iiswbm.edu or call
CMI 4057 6608/ 90516 53877 (Mon to Fri) 501 Elgin Chambers, 1A Ashutosh Mukherjee Road, Kolkata 700 020.
IISWBM 4023 7474/ 2241 3756 (Mon to Fri) Management House, College Square West, Kolkata 700 073.
CalcuttaMediaInstitute calcuttamediainstitute
IISWBM

পাত্র চাই পাত্রী চাই
বিজ্ঞাপন এখন আরও আকর্ষণীয়!

লাইন বিজ্ঞাপনের ন্যূনতম খরচ ৩,৩৬০/-*
বড় হরফের লাইন বিজ্ঞাপন এখন একটির সঙ্গে আরেকটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। ২৮ টাকা প্রতি ক্যারেক্টার (সাদা-কালো), রঙিন ২০% অতিরিক্ত। (১২০টি ন্যূনতম ক্যারেক্টার)

ডিসপ্লে বিজ্ঞাপনের ন্যূনতম খরচ ৫,৪৬০/-*
ক্লাসিফায়েড ডিসপ্লে বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে একটি বিজ্ঞাপনের মূল্যে পেয়ে যান ৪টি বিজ্ঞাপন (আনন্দবাজার পত্রিকা-তে ২টি, The Telegraph-এ ২টি)।
মূল্য ৩৯০/- প্রতি স্কোয়ার সেমিঃ (সাদা-কালো), রঙিন ২০% অতিরিক্ত।
(ন্যূনতম ৫ সেমিঃ × ২.৮ সেমিঃ)

বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন
কলকাতা 9433185185 • 9831133455
কলকাতার বাইরে 9831525486 • 9614115115
আনন্দবাজার পত্রিকা ইত্যাদি
*৫% জিএসটি অতিরিক্ত

এবিপি প্রাঃ লিঃ-এর পক্ষে প্রদীপ্ত বিশ্বাস কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও ঘুটগড়িয়া প্লট ১৩১৬ বড়জোড়া, বাঁকুড়া; ভিস্টা প্রিন্ট প্রাঃ লিঃ, পরিবহন নগর মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং; বানজেটিয়া, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ; আনন্দ অফসেট প্রাঃ লিঃ, মৌজা: বড়বেড়িয়া, পোঃ জগন্নাথপুর, থানা: বারাসাত, জেলা: ২৪ পরগনা (উঃ) থেকে মুদ্রিত। পি.আর.বি. অ্যাক্ট অনুযায়ী সংবাদ নির্বাচনের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক - ঈশানী দত্ত রায়।
REGISTERED KOL RMS/237/2019-21, RNI NO. 2511/57

পরিযায়ীদের কাজ দেওয়াই বড় চিন্তা

চন্দ্রপ্রভ ভট্টাচার্য

বিভিন্ন রাজ্য থেকে ফিরে আসা পরিযায়ী শ্রমিকেরা সেই সব কর্মস্থলে আর ফিরতে চাইছেন না বলে জানাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। আর সরকারি আধিকারিকদের একাংশের বক্তব্য, কর্মহীন এমন কয়েক লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিকই প্রশাসনের চিন্তা বাড়িয়ে দিচ্ছেন। কারণ, আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে এত শ্রমিকের উপযুক্ত কাজের ব্যবস্থা করতে না-পারলে পরিযায়ীদের নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সুর আরও চড়বে। তাই জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সঙ্গে পরিযায়ীদের তথ্য সংগ্রহের কাজে নজর রাখছে মুখ্যমন্ত্রীর দফতরও। গোটা প্রক্রিয়ার নেপথ্যে ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোরের পরামর্শ থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না আধিকারিকদের অনেকেই।

সরকারি সূত্রের খবর, প্রাথমিক তালিকা অনুযায়ী সাড়ে ১২ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক বাংলায় ফিরে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে কমবেশি ৮০ শতাংশই ভিন্ রাজ্যে নিজেদের পুরনো কর্মস্থলে ফিরে যেতে চাইছেন না। মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের অধীনে এবং এক প্রবীণ আমলার নেতৃত্বে পরিযায়ী শ্রমিকদের তথ্যনির্ভর প্রাথমিক তালিকা তৈরি হয়েছে। এখন তা যাচাইয়ের কাজ চলছে।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বিভিন্ন জেলা প্রশাসনও দক্ষতার নিরিখে পরিযায়ীদের তথ্য-ভান্ডার তৈরির কাজ করছে। আধিকারিকদের একাংশের ধারণা, নিখুঁত তালিকা তৈরিতে পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে প্রশান্ত কিশোরেরও।

প্রশাসনিক মহলের ব্যাখ্যা, কেন্দ্রের একশো দিনের কাজ বা জলজীবন মিশনের মতো বড় বড় প্রকল্পে একসঙ্গে অনেককে কাজে লাগানো সম্ভব। কিন্তু সেই সব প্রকল্পে ইতিমধ্যেই জব কার্ডধারী অনেক মানুষ কর্মরত। ফলে বেশি করে পরিযায়ীদের কাজে লাগাতে হলে প্রকল্পগুলির পরিধিও বাড়াতে হবে। 'জল ধরো জল ভরো'র মতো প্রকল্পের আওতায় পুকুর ও কুয়ো কাটা, সড়ক ও সেতু পরিকাঠামো নির্মাণ, বিভিন্ন সরকারি নির্মাণ প্রকল্পের সুযোগও থাকে। কিন্তু তার পরেও দক্ষতা অনুযায়ী সব পরিযায়ীর কাজের ব্যবস্থা করা বেশ কঠিন।

কয়েক দিন আগে প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ রোজগার অভিযান প্রকল্পে ঠাঁই পায়নি পশ্চিমবঙ্গ। ওই প্রকল্পে বঙ্গের একটি জেলারও ঠাঁই হল না কেন, সেই প্রশ্ন তুলে কংগ্রেস-সহ বিভিন্ন বিরোধী দল সরব হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাখ্যা, যে-সব জেলায় অন্তত ২৫ হাজার পরিযায়ী শ্রমিক ফিরে এসেছেন, এই প্রকল্পের জন্য শুধু সেগুলিকেই বেছে নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রের আরও বক্তব্য, ১৫ জুন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ীদের হিসেব কষছিল। কারণ, তত দিনেও সকলে নিজের নিজের এলাকায় থিতু হননি। তাই পরিযায়ীদের তালিকা চূড়ান্ত হলে এবং জেলায় তাঁদের সংখ্যা অন্তত ২৫ হাজার হলে বাংলা ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় প্রকল্পে যোগ দিতেই পারে। গরিব রোজগার প্রকল্পে চার মাসে ৫০ হাজার কোটি টাকা খরচ করার পরিকল্পনা করেছে কেন্দ্র। ফলে এই প্রকল্পের সুবিধা নেওয়ার জন্য রাজ্যের হাতে সময় কম।

■ পুণ্যার্থীদের মুখে মাস্ক ছিল। কিন্তু অধিকাংশ পুরোহিতের মুখে তা দেখা গেল না। করোনা-আবহে প্রায় তিন মাস বন্ধ থাকার পরে বুধবার থেকে খুলে গেল তারকেশ্বর মন্দিরের দরজা। জারি হল কিছু বিধিনিষেধ। কিন্তু প্রথম দিনই পুরোহিতদের এই 'সচেতনতা' নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এ দিন স্যানিটাইজ়ারের ব্যবস্থাও ছিল না বলে অভিযোগ। মন্দিরের দণ্ডীস্বামী সুরেশ্বর আশ্রম মহন্ত মহারাজ বলেন, "সরকারের যা নিয়ম রয়েছে, তা সকলকে মেনে চলতে বলেছি।" *তথ্য ও ছবি: দীপঙ্কর দে*

ক্যানসার চেনাল আসল লিঙ্গ

পারিজাত বন্দ্যোপাধ্যায়

এত দিন নিজেকে মহিলা বলেই জানতেন তিনি। তিরিশ বছর বয়সে পৌঁছে ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার পরে জানলেন, আসলে তিনি পুরুষ!

শরীরে ক্যানসার বাসা না-বাঁধলে সেই সত্য হয়তো জানা সম্ভব ছিল না। তাঁর চিকিৎসকেরাও এমন ঘটনাকে বিরল এবং চিকিৎসাশাস্ত্রের দিক দিয়ে লক্ষ্যণীয় বলে মনে করছেন।

শুধু ওই রোগী নন, সন্দেহ হওয়ায় তাঁর ২৮ বছর বয়সি বোনেরও জিন পরীক্ষা করেন চিকিৎসকেরা। দেখা গিয়েছে, আসলে তিনিও পুরুষ।

চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, গত এপ্রিল মাস নাগাদ নিউ গড়িয়ার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ক্যানসার হাসপাতালে বীরভূমের এক রোগী আসেন। বিবাহিতা এবং যথেষ্ট সুদর্শনা। তাঁর তলপেটে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল বেশ কিছু দিন ধরে। হাসপাতালের সার্জিক্যাল অঙ্কোলজিস্ট সৌমেন দাস এবং ক্লিনিক্যাল অঙ্কোলজিস্ট অনুপম দত্ত তাঁকে পরীক্ষা করেন।

বহিরঙ্গে তিনি পুরোপুরি মেয়েদের মতোই। গলার স্বর থেকে শুরু করে স্তন সবই মেয়েদের মতো। যোনির গঠনও বহিরঙ্গে নারীসুলভ। বিয়ে হয়েছে ৯ বছর আগে। তবে জন্ম থেকেই তাঁর জরায়ু ও ডিম্বাশয় ছিল না। পিরিয়ড হয়নি। সিটি স্ক্যানে তাঁর তলপেটে ১৫ সেন্টিমিটার/২০ সেন্টিমিটারের একটি টিউমার পাওয়া যায়।

সৌমেনবাবুর কথায়, "পরীক্ষা করে দেখা যায়, তাঁর যোনি রয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেটি 'ব্লাইন্ড এন্ডেড', অর্থাৎ শুরু হয়েই শেষ হয়ে গিয়েছে। আমাদের তখন সন্দেহ হয়। রোগীর 'কেরিওটাইপিং' অর্থাৎ ক্রোমোজোম পরীক্ষা করা হয়। তাতে দেখা যায়, তাঁর শরীরের কম্বিনেশন হল 'XY' ক্রোমোজোম, যা পুরুষদের থাকে। নারীদের শরীরে থাকে XX ক্রোমোজোম।"

চিকিৎসকেরা আরও জানান, ওই রোগীর তলপেটের টিউমারটি পরীক্ষা করে দেখা যায়, সেটি আসলে অণ্ডকোষ। যা শরীরের বাইরের বদলে তাঁর শরীরের ভিতরে রয়েছে। এবং বায়োপ্সি করে টিউমারে ক্যানসার মেলে। অনুপমবাবু বলেন, "পুরুষদের যে ক্যানসার হয়, এটি সেই ধরনের টেস্টিকিউলার ক্যানসার। একে চিকিৎসা পরিভাষায় সেমিনোমা বলা হয়।" ওই রোগীর এখন ২১ দিন অন্তর কেমোথেরাপি চলছে। অবস্থা আশঙ্কাজনক।

তা হলে প্রশ্ন ওঠে, বহিরঙ্গে তিনি কী করে মেয়েদের মতো?

সৌমেনবাবু জানান, ওই রোগীর 'টেস্টিকিউলার ফেমিনাইজেশন সিনড্রোম' রয়েছে। তাঁর অণ্ডকোষ যে হেতু শরীরের ভিতরে ছিল এবং সুগঠিত ছিল না, তাই পুরুষ হরমোন 'টেস্টোস্টেরন' ঠিক ভাবে ক্ষরণ হয়নি। বরং তাঁর দেহে মহিলা হরমোন তুলনায় বেশি ছিল। তাই বহিরঙ্গে তিনি একেবারে মহিলার মতো।

চিকিৎসকেরা জানতে পারেন যে, ওই রোগীর একমাত্র বোনেরও জন্ম থেকে জরায়ু ও ডিম্বাশয় নেই। তাঁরা তখন তাঁরও কেরিওটাইপিং করেন। দেখা যায়, তাঁর শরীরেও 'XY' জিনের কম্বিনেশন। তাঁরও দেহের ভিতরে অণ্ডকোষ রয়েছে। চিকিৎসকদের কথায়, "অণ্ডকোষের কথা আগে জানা গেলে ওটা অস্ত্রোপচার করে বাদ দেওয়া যেত। তা হলে ক্যানসার পর্যন্ত গড়াত না। তাই এখন ওই রোগীর বোনের অণ্ডকোষ অস্ত্রোপচারের প্রস্তুতি চলছে।"

জানা গিয়েছে, ওই রোগীর দুই মাসিরও একই সমস্যা ছিল। অর্থাৎ এমনিতে মহিলা বলে মনে করা হলেও তাঁদের জরায়ু ও ডিম্বাশয় ছিল না। কিন্তু পরীক্ষানিরীক্ষা তেমন হয়নি বলে জিনগত ভাবে তাঁরা কী ছিলেন, জানা যায়নি।

ওই রোগীর বোনের কথায়, "কৈশোরে যখন আমাদের পিরিয়ড হল না, তখন ডাক্তার দেখানো হয়েছিল। ডাক্তার বলেছিলেন, আমাদের ওভারি আর ইউটেরাস নেই, ফলে কোনও দিন সন্তান হবে না। সেটা জানিয়েই দিদির বিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু কখনও কেউ বলেননি যে, আমরা আসলে মহিলাই নই, বা আমাদের শরীরের ভিতরে অণ্ডকোষ রয়েছে।"

মশা মারার তেল মেলেনি, বাড়ি গিয়ে সমীক্ষা জুলাইয়ে

প্রদীপ্তকান্তি ঘোষ

এ বছরে রাজ্য জুড়ে ইতিমধ্যেই ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ৫৮০। পরিস্থিতি বিচার করে করোনা আবহেই জুলাই মাস থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমীক্ষার কাজ শুরুর নির্দেশ দিয়েছে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর। কিন্তু ডেঙ্গির লড়াইয়ের অন্যতম প্রধান অস্ত্র মশা নিধন তেল অবশ্য এখনও মেলেনি বলে বিভিন্ন পুর কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছেন। দফতরের অবশ্য দাবি, জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে পুরসভাগুলির হাতে মশা নিধন তেল পৌঁছে যাবে।

করোনার জন্য বাড়ি বাড়ি পৌঁছে ডেঙ্গি-সহ পতঙ্গবাহিত রোগ প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণের সমীক্ষা করার কাজ শুরু করা যায়নি। কিন্তু ডেঙ্গি সংক্রান্ত তথ্যও আসতে শুরু করে স্বাস্থ্য দফতরের কাছে। তাই আর দেরি না করে বাড়ি বাড়ি সমীক্ষার বিষয়ে পুর দফতরকে ছাড়পত্র দিয়েছে স্বাস্থ্য ভবন। তা আসার পরে পুরসভাগুলির কাছে নির্দেশ পাঠিয়েছে রাজ্য নগর উন্নয়ন সংস্থা (সুডা)। সেই নির্দেশ মঙ্গলবার পেয়েছেন বলে জানাচ্ছেন বিভিন্ন পুর কর্তৃপক্ষ।

করোনার প্রাদুর্ভাবের ফলে মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি (এইচ টু এইচ) সমীক্ষা করা যায়নি। তবে ভেক্টর কন্ট্রোল টিম (ভিসিটি) মার্চ থেকে কাজ শুরু করেছে। জুনে কাজের গতি বেড়েছে বলে দফতরের দাবি। পুর দফতরের ক্যালেন্ডার অনুসারে, বাড়ি বাড়ি (এইচ টু এইচ) টিম জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত মাসে দু'দফায় পাঁচ দিন করে সমীক্ষা করবে। কলকাতা পুরসভা বাদে রাজ্যের অন্য পুর এলাকায় চলতি বছরে এইচ টু এইচ টিমে প্রায় ৩২ হাজার সদস্য কাজ করবেন। র‍্যাপিড রেসপন্স আর ভিসিটি মিলিয়ে সদস্য থাকবেন প্রায় ২০ হাজার। গত দু'বছরের ডেঙ্গির বাড়াবাড়ির হিসেব নিকেশ করে স্বাস্থ্য দফতরের পরামর্শ অনুযায়ী ৪২টি পুরসভায় বাড়তি নজর দিয়েছে পুর দফতর।

করোনার কারণে বাড়ি বাড়ি যাওয়া নিয়ে সমস্যা থাকায় ডেঙ্গির জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে পারেনি বিভিন্ন পুরসভা। তা মানছেন পুর দফতরের বিভিন্ন আধিকারিক থেকে জনপ্রতিনিধি। এখনও তো করোনার প্রাদুর্ভাব কমেনি। তা হলে কি বাড়ি যাওয়া সম্ভব হবে? পুর দফতরের দাবি, এই কাজে স্বাস্থ্য দফতর প্রশিক্ষণ দেবে।

তবে এখনও মশা নিধনের তেল না মেলায় নিজেদের আলোচনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কোনও কোনও পুর কর্তৃপক্ষ। তাঁদের মতে, ডেঙ্গি যুদ্ধের অন্যতম অস্ত্র হাতে না আসায় ডেঙ্গি মোকাবিলা অনেকাংশে ধাক্কা খাচ্ছে। এই তেল জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (সিওএমএইচ) মারফত পুরসভায় পৌঁছয়। পতঙ্গবাহিত রোগ প্রতিরোধের পদক্ষেপে পুরসভার ভূমিকা থাকলেও স্বাস্থ্য দফতরের মুখাপেক্ষী হয়ে অপেক্ষা করতেই হয় পুর দফতরকে।

মেট্রো ডেয়ারি: ইডি-কে লিখিত জবাব নবান্নের

নিজস্ব সংবাদদাতা

মেট্রো ডেয়ারি শেয়ার হস্তান্তর মামলায় রাজ্যের চার সচিবের লিখিত জবাব পেয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। ইডি-র পক্ষ থেকে ২৯টি প্রশ্ন করা হয়েছিল। অর্থসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী রাজ্যের তরফে মূত উত্তরটি তৈরি করেছেন বলে নবান্ন সূত্রে খবর।

ইডি কর্তাদের দাবি, কিছু প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গিয়েছেন রাজ্যের চার আমলা। জবাব খতিয়ে দেখে তাঁদের বক্তব্য রেকর্ড করার জন্য ডাকা হবে। এর মাঝে মেট্রোর বর্তমান মালিক কেভেন্টার্সের মায়াঙ্ক জালানের বক্তব্যও ইডি রেকর্ড করবে।

নবান্নের দাবি, মেট্রো ডেয়ারি হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত রাজ্য মন্ত্রিসভা নিয়েছিল। ফলে আমলাদের দায় নেই। মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তা রাজ্যের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের জ্ঞাতসারেই হয়েছে। কর্তাদের আরও দাবি, মেট্রোর বাজারমূল্য কী হবে তা রাজ্যের আমলারা স্থির করেননি। নামী এক অডিটর সংস্থাকে দিয়ে মূল্যায়ণ করিয়ে মেট্রো বিক্রি করা হয়েছিল। পর পর দু'বার টেন্ডার ডেকেও অন্য কোনও সংস্থা আগ্রহ না দেখানোয় কেভেন্টার্সকে বিক্রি করা হয়। অন্য যে কোনও সরকারি সম্পত্তি বিক্রির ক্ষেত্রে যা অনুসরণ করার কথা, মেট্রোর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। ইডি-কে তা জানানো হয়েছে।

মালগাড়িকে রাস্তা দিতে কোপ মেল, এক্সপ্রেসে?

নিজস্ব সংবাদদাতা

শীতকালে কুয়াশার জন্য সময় মেনে চলতে না-পারায় প্রায়ই কিছু ট্রেন বাতিল করতে হয়। এখন রেল মন্ত্রকের নির্দেশে পণ্যবাহী ট্রেনকে পথ ছেড়ে দিতে প্রায় ১৭ জোড়া ট্রেন বাতিল করার কথা ভাবছে পূর্ব রেল। তার মধ্যে ১০ জোড়া মেল-এক্সপ্রেস এবং বাকি সাত জোড়া প্যাসেঞ্জার ট্রেন। যুক্তি দেখানো হচ্ছে, গতি কম হওয়ায় এবং বেশি স্টপ থাকায় ওই সব ট্রেন বাতিল করে রেললাইনের জট কাটানোর পাশাপাশি মালগাড়ির জন্য রাস্তা খুলে দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

যে-সব ট্রেন বাতিলের প্রস্তাব এসেছে, তার মধ্যে আছে উদয়নআভা তুফান, হাওড়া-অমৃতসর, শিয়ালদহ-আনন্দ বিহার এক্সপ্রেস এবং বর্ধমান-মালদহ, আসানসোল-ধানবাদ, হাওড়া-রাজগিরের মতো প্যাসেঞ্জার ট্রেনও। ওই সব ট্রেনের কয়েকটিতে টিকিটের চাহিদা ১০০ শতাংশের বেশি। বেশ কিছু ট্রেন চলছে তিন-চার দশকেরও বেশি সময় ধরে। আচমকা ওই সব ট্রেন বন্ধ করে দেওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত, সেই প্রশ্ন উঠছে।

পূর্ব রেলের আধিকারিকদের একাংশের বক্তব্য, প্রস্তাব এসেছে মাত্র। সিদ্ধান্ত হয়নি। সারা দেশেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ট্রেনের প্রাসঙ্গিকতা খতিয়ে দেখার নির্দেশ পাঠায় রেল মন্ত্রক। সব সময় যে সেই সব ট্রেন বাতিল করা হয়, তা নয়। রক্ষণাবেক্ষণের স্বার্থে এবং লাইনের উপরে চাপ কমাতে ট্রেনের সংখ্যা কমানো জরুরি বলে মনে করেন আধিকারিকদের ওই অংশ।

তবে রেলের বেসরকারিকরণ এবং ব্যাপক খরচ ছাঁটাইয়ের আবহে এই নির্দেশ আসায় অনেকেই আশঙ্কার মেঘ দেখছেন। যে-ভাবে পণ্যবাহী ট্রেনের জন্য পথ ছেড়ে দিতে বিভিন্ন যাত্রিবাহী ট্রেন বাতিলের সুপারিশ করা হয়েছে, তাতে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির বদল দেখছেন অনেকেই। গত এক বছরে পূর্ব রেলের বেশ কয়েকটি শাখায় মালগাড়িকে পথ ছেড়ে দিতে সাময়িক ভাবে ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গ এবং অসমগামী ট্রেনের ক্ষেত্রে এমন নজির রয়েছে। এ বার ওই প্রচেষ্টা স্থায়ী রূপ পেতে চলায় যাত্রীদের মধ্যেও আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

রেল-কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, যে-সব রুটে বহু ট্রেন আছে সেখানে অনাবশ্যক ট্রেন কমানো দরকার। প্রায় সব স্টেশনে থামে, দীর্ঘ দূরত্ব যায়, এমন ট্রেন অনর্থক রেললাইন আটকে রাখে। এই যুক্তিতে ১১২টি স্টেশনে থামা তুফান এক্সপ্রেস তুলে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন রেল আধিকারিকেরা। হাওড়া ও শ্রীগঙ্গানগরের মধ্যে সরাসরি কোনও ট্রেন না-থাকলেও দিল্লি পর্যন্ত প্রায় সাত জোড়া ট্রেন আছে। কিন্তু তুফান এক্সপ্রেস শতাধিক স্টেশনে থেমে হাওড়া ও দিল্লির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ লাইন আটকে রাখে বলে রেলকর্তাদের একাংশের অভিযোগ। শীতকালে কুয়াশার কারণে সময়ে না-চলায় প্রায়ই ওই ট্রেন বাতিল করতে হয়। এই অবস্থায় ওই ট্রেন বাতিল করলে অতিরিক্ত রেক বাঁচানো ছাড়াও সোনালি চতুর্ভুজের অন্যতম হাওড়া-দিল্লি পথ খালি রাখা সম্ভব। যদিও ওই ট্রেনে টিকিটের চাহিদা থাকে প্রায় ১৪৭ শতাংশ। প্রায় একই রকম যুক্তি দেখানো হচ্ছে হাওড়া-অমৃতসর এক্সপ্রেসের ক্ষেত্রেও। রেলের উদ্যোগ তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে বুঝেই এ নিয়ে সরাসরি কোনও মন্তব্য করতে চাননি কর্তারা। এটা রেল বোর্ডের সঙ্গে আলোচনায় উঠে আসা প্রস্তাব বলে দায় এড়িয়েছেন তাঁরা।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान
INDIAN INSTITUTE OF FOREIGN TRADE
(DEEMED TO BE UNIVERSITY)
(An Autonomous Institution of Ministry of Commerce & Industry)
IIFT Bhawan, B-21, Qutab Institutional Area, New Delhi - 110016

INVITES APPLICATIONS FOR FACULTY POSITIONS

IIFT is a premier institution of education, training and research in the area of International Business set up by Govt. of India. Besides Research and Management Development Programmes, IIFT conducts Full-Time and Part Time MBA (International Business), MA (Economics - Specialization in Trade and Finance) as well as Executive Programmes. **For its Delhi & Kolkata Campuses,** the Institute invites application in the following areas:

Post	Discipline	No. of Post
Discipline : ECONOMICS		
Associate Professor	Micro Economics, Econometrics - Delhi	1 (UR) - Delhi
Assistant Professor	Micro Economics, Econometrics - Delhi Micro Economics, Econometrics - Kolkata	3(2-UR + 1-SC)-Delhi 1 (UR) -Kolkata
Assistant Professor (Contract)	Trade Theory/ Micro Economics	2 (UR)-Delhi
Discipline : FINANCE		
Professor	Finance (specialisation in International Financial Management)	1 (UR) -Delhi
Assistant Professor	Finance (specialisation in Financial Accounting)	1 (OBC) -Delhi
Discipline : TRADE OPERATIONS		
Professor	Trade/Trade Operations	1 (UR)-Delhi
Assistant Professor	Supply Chain Management (specialisation in Trade Operations)	1 (ST) -Delhi
Assistant Professor	ITL and Global Sourcing	1 (UR)-Delhi
Discipline : QUANTITATIVE TECHNIQUES		
Assistant Professor	BRM	1 PwD(OH)-Delhi
Discipline : INFORMATION TECHNOLOGY		
Professor	IT	1 (UR)-Delhi
Discipline : MARKETING		
Professor	Marketing	1 (UR)-Delhi

For details of qualification & experience, general instructions etc., please refer to IIFT Website : **www.iift.edu.**
Last date for submission of online applications is 30 days from the date of publication of advertisement in the newspaper. To apply online use the link : **http://docs.iift.ac.in/recruit/faculty/.**
Dr. P.K. Gupta, Registrar

বন্দে মাতরম্

আনন্দবাজার পত্রিকা

৯৯ বর্ষ ১০৭ সংখ্যা বৃহস্পতিবার ১১ আষাঢ় ১৪২৭ কলকাতা

প্রদেশ-সেবা?

চিনের সহিত সীমান্ত সংঘাত-পর্বে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিবিধ আচরণ ও বক্তব্য লইয়া প্রশ্ন উঠিয়াছে। কিন্তু, ইহার মধ্যেও, গালওয়ানে নিযুক্ত সেনাবাহিনীর বিহার রেজিমেন্টের শৌর্য এবং আত্মত্যাগকে শুধুমাত্র বিহারের গর্বের বিষয় বলিয়া চিহ্নিত করিবার ঘটনাটি ঐতিহাসিক হইয়া রহিয়া গেল। রেজিমেন্টটির নামে বিহার থাকিলেও সেনাবাহিনীর অন্য রেজিমেন্টগুলির ন্যায় ইহাতেও যে গোটা দেশ হইতে সৈনিক নিয়োগ করা হয়, প্রধানমন্ত্রীর তাহা জানা না থাকিলে জানিয়া লইতে পারিতেন। দ্বিতীয়ত, গালওয়ান উপত্যকায় শুধু বিহার রেজিমেন্ট ছিল না— নিহত ২০ জন সৈনিক সেনাবাহিনীর ছয়টি পৃথক ইউনিট হইতে আসিয়াছিলেন। রাজ্যগত ভাবেও কেহ বঙ্গের বাসিন্দা, কেহ পঞ্জাবের, কেহ তামিলনাড়ু, কেহ তেলঙ্গানা, কেহ আবার বিহারের বাসিন্দা ছিলেন। জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের পূর্বে এই কথাটুকু জানিয়া লওয়া প্রধানমন্ত্রীর কর্তব্য ছিল। তাঁহার মন্তব্যে সীমান্তে নিহত সৈনিকদের স্মৃতির অপমান হইল— যাঁহারা বিহারের বাসিন্দা ছিলেন না, তাঁহাদেরও যেমন, বিহারের বাসিন্দাদেরও তেমনই। কারণ, ভারতে যদি একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান প্রকৃতার্থে সর্বভারতীয় হইয়া থাকে, তবে তাহা সেনাবাহিনী। সেনার উর্দি গায়ে চড়াইবার সময় জওয়ানরা তাঁহাদের প্রাদেশিক পরিচিতিটি বিস্মৃত হন— তাঁহারা প্রত্যেকেই ভারতমাতার সন্তান, ইহাই তাঁহাদের পরিচয়। বিহারের জওয়ানরাও সীমান্তে রাজ্যের হইয়া লড়িতে যান নাই, দেশের হইয়া কাজে গিয়াছিলেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁহাদের সেই আত্মত্যাগের সম্মানরক্ষা করিতে ব্যর্থ হইলেন।

জওয়ান কেন, দেশের যে কোনও বাহিনীকে যে দেশের পরিচয়টিই প্রথম ও প্রধান হিসাবে মনে রাখিতে হয়— পঞ্জাব, দিল্লি, মণিপুর না বলিয়া নিজের স্থানপরিচয় 'ইন্ডিয়া' বলিতে ও ভাবিতে হয়, 'চক দে ইন্ডিয়া' চলচ্চিত্রে হকি-প্রশিক্ষক শাহরুখ খান তাহা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। স্বাধীন ভারতেও বারংবার জোর দেওয়া হইয়াছে এই বিষয়টির উপর যে, সেনাবাহিনীর কোনও প্রাদেশিক পরিচয় থাকিতে পারে না, সেনা মাত্রেই দেশ-সেবক, অন্য কোনও সঙ্কীর্ণ পরিচিতির ঊর্ধ্বে। প্রধানমন্ত্রী মোদী সেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ভাবনার বিরোধিতা করিয়া সেনাবাহিনীকে অসম্মান করিলেন, বলিলে ভুল হইবে না।

কেন বিহার রেজিমেন্টের গৌরবের আলোটি প্রধানমন্ত্রী কেবলমাত্র বিহারের উপরই ফেলিতে ব্যগ্র, অনুমান করা সহজ। বিহারে বিধানসভা নির্বাচন সমাসন্ন। নির্বাচনী প্রচারের স্বার্থে ইতিপূর্বে নরেন্দ্র মোদী যখন যে রাজ্যের প্রয়োজন, সেই রাজ্যকে মহিমান্বিত করিয়াছেন। ইতিপূর্বে সেনাবাহিনীকেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিয়াছেন— সিয়াচেনের সৈনিকদের রাজনৈতিক চিত্রকল্পটি তাঁহারই নির্মাণ। এই দফায় তিনি আরও এক পা আগাইলেন, একটি ভিন্ন লক্ষ্মণরেখা অতিক্রম করিলেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনীর গায়ে প্রাদেশিকতার রং চাপাইয়া দিলেন। তাঁহাদের রাজনীতি দেশাত্মবোধের রাজনীতি, এমন দাবি তিনি ও তাঁহার দল করিয়া থাকেন। কিন্তু নিজেদের সেই দাবি হইতে তিনি সরিয়া আসিলেন। দেশকে ভুলিয়া প্রদেশ রাজনীতির স্থান করিয়া দিলেন। আশঙ্কা জন্মাইতে পারে, যে দেশপ্রেমের জিগির তাঁহারা ফেরি করিয়া বেড়ান, তাহা প্রয়োজনে সঙ্কীর্ণ আইডেন্টিটি ও পরিচিতির সহিত যুক্ত করিতে তাঁহারা কিছুমাত্র পিছপা হইবেন না। দেশ ও দেশাত্মবোধ তাঁহাদের নিকট শুধুই রাজনৈতিক অস্ত্র— যত ক্ষণ তাহার ব্যবহার আছে, তত ক্ষণই তাহা মূল্যবান। ঘরে-বাহিরে আজিকার সঙ্কট পরিস্থিতিতে যেখানে প্রতিটি ভারতবাসীকে অভিন্নতা ও সমনিরাপত্তার বার্তা দেওয়া প্রধানমন্ত্রীর কর্তব্য, সেখানেও তাই তিনি সঙ্কীর্ণতা ও বিভাজনের রাজনীতি টানিয়া আনিতে পারেন অতি সহজে।

দমনমূলক

সংবাদমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করিতে চাহিবে সরকার, তাহাতে বিরক্তির কারণ থাকিতে পারে, তবে নূতনত্ব কিছু নাই। নূতন এইটুকুই যে, সেই প্রচেষ্টাকে এ বার সরকারি নীতি করিল জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসন। সম্প্রতি তিপ্পান্ন পাতার 'মিডিয়া নীতি' প্রকাশ করিয়াছে ওই রাজ্য। তাহাতে বলা হইয়াছে, কোন খবরটি ভ্রান্ত (ফেক নিউজ), কোনটি অনৈতিক, কোনটি দেশবিরোধী, তাহা সরকার স্থির করিবে। কেবল সংবাদের সত্যতাই নহে, সাংবাদিকের অতীত সম্পর্কেও অনুসন্ধান করিবে সরকার। সরকারি বিচারে উতরাইতে না পারিলে প্রকাশক, সম্পাদক, সাংবাদিকের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করিবে তথ্য ও জনসংযোগ দফতর। একবিংশ শতকের গণতান্ত্রিক ভারতে এই ভাবেই ফিরিয়া আসিল ঔপনিবেশিক শাসনের অতীত। সংবিধান বাকস্বাধীনতাকে সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকারের মর্যাদা দিয়াছে। সংবাদের স্বাধীনতা সাংবিধানিক অধিকার। জাতীয়তাবাদ অথবা দেশের নিরাপত্তার অজুহাতে সেই স্বাধীনতাকে খর্ব করিবার, তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার এই চেষ্টা যেমন ভ্রান্ত, তেমনই বিপজ্জনক। সরকারের কাজের নজরদারি করা, তাহার সাফল্যের বিচার করা সাংবাদিকের অন্যতম কর্তব্য। এখন সরকারই সংবাদমাধ্যমের বিচারক সাজিয়া বসিতে চায়। ইহার বিপদ কী হইতে পারে তাহা ইতিমধ্যেই কি স্পষ্ট হয় নাই? সরকারের সমালোচনা আজ সাংবাদিকের দেশদ্রোহিতা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সরকারি ক্ষমতায় বলীয়ান রাজনৈতিক দলের নেতাদের দুর্নীতি ফাঁস করিলে মানহানির মামলা দায়ের করা হয়। সামরিক বাহিনী কিংবা পুলিশের দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা সংবাদে দেখাইলে দেশের নিরাপত্তা লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠে সাংবাদিকের বিরুদ্ধে।

সাংবাদিকের বিপন্নতা এত দূর বাড়িয়াছে যে, সম্প্রতি এক প্রবীণ সাংবাদিক সুপ্রিম কোর্টের নিকট একটি আবেদন করিয়াছেন। তাঁহার প্রার্থনা, কোন কোন ক্ষেত্রে সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ফৌজদারি ধারায় মামলা হইতে পারে, তাহা বাঁধিয়া দিক সুপ্রিম কোর্ট। ওই সাংবাদিকের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলা হইয়াছে। তাঁহার অপরাধ, পঠানকোট ও পুলওয়ামার আক্রমণ, এবং বালাকোটের সামরিক অভিযানকে 'রাজনৈতিক' উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইয়াছে, এমন অভিযোগ তিনি করিয়াছিলেন। হরিয়ানা সরকার সাংবাদিক বিনোদ দুয়াকে গ্রেফতার করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে তাহা স্থগিত হইয়াছে। কিন্তু দেশদ্রোহিতার অভিযোগের তদন্ত চলিতেছে।

আইনসম্মত ও আইন-বহির্ভূত, সকল উপায়ে সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধের আয়োজন চলিতেছে। গত পাঁচ বৎসরে (২০১৪-২০১৯) ভারতে অন্তত ৪০ জন সাংবাদিক খুন হইয়াছেন। গুরুতর ভাবে আক্রান্ত হইয়াছেন প্রায় দুইশত সাংবাদিক। গোটা বিশ্বেই সংবাদের স্বাধীনতা কমিতেছে, কিন্তু তাহার সূচকে ভারতের নিম্নগতি গত পাঁচ বৎসরে অপ্রতিহত। কাশ্মীরের মিডিয়া নীতি আরও কয়েক ধাপ পিছাইয়া দিবে ভারতকে, সন্দেহ নাই। গণতন্ত্র আজ এতই দুর্বল, যে সরকারি প্রকল্পের ত্রুটিবিচ্যুতি দেখাইলেও সাংবাদিকের বিরুদ্ধে জামিন-অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু হইতেছে। কাশ্মীরের মিডিয়া নীতি নাকি দেশের নিরাপত্তা রক্ষা করিতে জরুরি। দমননীতি দিয়া নিরাপত্তা রক্ষা করা যায় কি?

ভারত চিন নয়, এ দেশে বিরোধীর প্রশ্ন বা বিতর্কের অধিকার আছে

'আমি প্রশ্ন তুলতে চাই'

■ **প্রতিপক্ষ:** চিন-ভারত সংঘর্ষের সময় প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে কাঠগড়ায় তুলেছিলেন বিরোধী নেতা অটলবিহারী বাজপেয়ী।

রাজনীতি

প্রেমাংশু চৌধুরী

আমি প্রশ্ন তুলতে চাই। আমরা সীমান্তে পুরোপুরি প্রস্তুত ছিলাম কি না, তা কি প্রধানমন্ত্রী জানতেন? জানা থাকলে প্রধানমন্ত্রী কেন বলেননি যে এ দেশের জমি থেকে চিনাদের উৎখাত করতে তিনি সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছেন? বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর অজানা থাকলে, কারা তাঁকে অন্ধকারে রেখেছিলেন? সরকার কি গ্যারান্টি দিচ্ছে, যা হয়ে গিয়েছে তার পুনরাবৃত্তি হবে না?"— না, রাহুল গাঁধী বা সনিয়া গাঁধী এ প্রশ্ন তোলেননি।

এই প্রশ্নকর্তার অভিযোগ, "এই সঙ্কটের সময়েও আমাদের সরকার স্পষ্ট করে মানতে রাজি নয় যে চিনের উদ্দেশ্য, চিনের সামরিক প্রস্তুতি এবং চিনের অনুপ্রবেশ ঠিক ভাবে বুঝতে গাফিলতি ঘটেছে। অথচ চিন গোটা দুনিয়ার সামনে, পড়শি দেশের সামনে, আমাদের নিজেদের চোখেই আমাদের খাটো করে দিয়েছে। এই হামলা চালিয়ে তারা প্রমাণ করে দিয়েছে যে সুরক্ষা ব্যবস্থার দিক থেকে আমরা কত দুর্বল ছিলাম। চিন এখন শান্তির অবতারের রূপ ধরবে। কিন্তু ওদের উদ্দেশ্য এক দিক থেকে পূরণ হয়ে গিয়েছে।" না, আজকের বিরোধী শিবিরের কোনও নেতা এমন কথা বলে মোদী সরকারের সমালোচনা করেননি।

তবে কে বলেছিলেন এই সব কথা? সংসদের পুরনো রেকর্ড ঘাঁটলে দেখা যাবে, ১৯৬২ সালের ৯ নভেম্বর এক তরুণ রাজনীতিক রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে সরকারকে এই ভাবেই কাঠগড়ায় তুলেছিলেন। তাঁর নাম? অটলবিহারী বাজপেয়ী। তাঁর বয়স তখন মাত্র ৩৮ বছর।

অটলবিহারী আজ এ সব প্রশ্ন করলে তাঁকে কী বলা হত? 'জাতীয়তাবাদী' বিজেপি নেতারা বলতেন, চিনের বিরুদ্ধে ভারতের এককাট্টা থাকার সময়ে বাজপেয়ী বিভাজন তৈরির চেষ্টা করছেন! সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙে দিচ্ছেন, সেনাকে অপমান করছেন! জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে রাজনৈতিক ফায়দা কুড়োতে চাইছেন।

লাদাখে চিনের অনুপ্রবেশ এবং চিনা সেনার হাতে এক কর্নেল-সহ ২০ জন জওয়ান নিহত হওয়ার ঘটনা নিয়ে বিরোধীরা প্রশ্ন তুললে বিজেপির উপর থেকে নিচুতলার নেতারা ঠিক এই কথাগুলিই বলছেন। বিরোধীদের অভিযোগ, চিনের সেনা গত ৫ মে থেকেই প্যাংগং লেকে ভারতের এলাকা দখল করে বসে রয়েছে। সরকার কি সেই তথ্য ধামাচাপা দিয়ে রেখেছিল? সত্যিটা কী?

প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ বলেছেন, তিনি সব প্রশ্নের জবাব সংসদে দেবেন। কিন্তু করোনাভাইরাসের ভয় কাটিয়ে কবে সংসদের অধিবেশন ডাকা হবে, কেউ জানে না। অধিবেশন দূরে থাক, বিরোধীরা সংসদীয় কমিটির বৈঠক ডাকার দাবি তুলছেন, সে আর্জিও কানে তোলা হচ্ছে না। বলা হচ্ছে, ভিডিয়ো কনফারেন্সে সংসদীয় কমিটির বৈঠকে গোপনীয়তা থাকবে না। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু কিন্তু সংসদের অধিবেশন ডাকতে দেরি করেননি।

১৯৬২-র অক্টোবরে চিনা সেনা আজকের অরুণাচল প্রদেশ, সে দিনের 'নেফা'য় ঢুকে পড়ার পরে নেহরু সরকার দেশে জরুরি অবস্থা জারি করে। দিনটা ২৬ অক্টোবর। সে দিনই বাজপেয়ী নেহরুর সঙ্গে দেখা করে দাবি তোলেন, এখনই সংসদের অধিবেশন ডাকা হোক।

মনে রাখা দরকার, জন সঙ্ঘের সাংসদ সংখ্যা তখন মাত্র চার। আর নেহরুর রয়েছে লোকসভায় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। তবু নেহরু অটলের দাবি মেনে নেন। তিনি অজুহাত দেখাননি যে অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে যখন সংঘাত চলছে, তখন বিরোধীদের উচিত সরকারের পাশে দাঁড়ানো, সরকারের সমালোচনা করা নয়। ৮ নভেম্বর সংসদের অধিবেশন ডাকা হয়। তার আগেই প্রতিরক্ষামন্ত্রী ভি কে কৃষ্ণ মেননের ইস্তফা হয়ে গিয়েছে।

নেহরু চাইলে গোপন রুদ্ধদ্বার অধিবেশন ডাকতে পারতেন। সেই প্রস্তাবও ছিল। কিন্তু তিনি বলেছিলেন, গোটা দেশ এ বিষয়ে চিন্তিত। সংসদের আলোচনা গোপনে হলে ভুল বার্তা যাবে। লোকসভায় টানা এক সপ্তাহ বিতর্ক চলে। বাজপেয়ী তখন রাজ্যসভায়। তিনি বলার সুযোগ পান বিতর্কের দ্বিতীয় দিনে— ৯ নভেম্বর। যুদ্ধ তখনও থামেনি। বাজপেয়ী যখন দিল্লির সংসদে নেহরুকে নিশানা করছেন, তখন চিনের সেনা নেফায় একের পর এক পর্বত ডিঙিয়ে ঢুকে আসছে।

আজ লাদাখে চিন ভারতের এলাকা দখল করে বসে রয়েছে, ভারতের মাটিতেই ভারতীয় সেনার নজরদারিতে বাধা দিচ্ছে, বাঙ্কার তৈরি করে ঘাঁটি গাড়ার চেষ্টা করছে। বিদেশ মন্ত্রক বা সেনাবাহিনী তা খোলাখুলিই বলছে। বস্তুত, চিনের সঙ্গে দর কষাকষিতে ভারতের প্রধান দাবিই হল, চিন পিছু হঠে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখার উল্টো দিকে নিজের এলাকায় ফিরে যাক। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সর্বদলীয় বৈঠক ডেকে দাবি করে বসলেন, কেউ ভারতের এলাকায় ঢোকেনি, কেউ ভারতের এলাকায় বসেও নেই। পরে প্রধানমন্ত্রীর দফতর তাঁর মন্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়ে সর্বদলীয় বৈঠকের বিবৃতি থেকে ওই অংশটুকু মুছে দিয়েছে।

সরকারের বাস্তব স্বীকারের অনীহা নিয়ে ৬২-তে বাজপেয়ী আক্ষেপ করেছিলেন। রাজ্যসভায় তিনি বলেছিলেন, "আমাদের এ কথা স্বীকার করতে সঙ্কোচ হওয়া উচিত নয় যে জাতীয় নিরাপত্তার দিকটি অবহেলা করে দেশের প্রতি বড় অপরাধ করেছি।" গণতান্ত্রিক ভারতের সংসদে সে দিন বাজপেয়ীকে কেউ বাধা দেননি, শোরগোল করে তাঁকে থামিয়ে দেওয়া হয়নি। বাজপেয়ীকে তখন কেউ 'অ্যান্টি-ন্যাশনাল' বলেও দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেননি।

সেই যুদ্ধে ভারতের পরাজয়ের রাজনৈতিক ফায়দা কি বিরোধীরা তোলার চেষ্টা করেননি? অবশ্যই করেছিলেন। যুদ্ধের পরে চারটি উপনির্বাচনে জন সঙ্ঘ এবং অন্যান্য বিরোধীরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এককাট্টা হয়ে লড়েছিলেন। দুই সমাজবাদী নেতা জে বি কৃপালনী ও রাম মনোহর লোহিয়া, স্বতন্ত্র পার্টির মিনু মাসানি ও জন সঙ্ঘের তৎকালীন সভাপতি দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রার্থী হয়েছিলেন। দীনদয়াল ছাড়া বাকি তিন জনই ভোটে জিতেছিলেন। চিনের সঙ্গে যুদ্ধে দেশের পরাজয়কে হাতিয়ার করেই।

এটাই এ দেশের গণতন্ত্রের ইতিহাস। এটা চিন নয়। এ দেশে তাই বিরোধীরা প্রশ্ন তুলবেন, সরকারকে জবাবদিহি করতে হবে, এটাই রীতি। নেহরুর আমলে যেমন বাজপেয়ী প্রশ্ন তুলেছেন, বাজপেয়ীর জমানায় তেমনই কারগিলে পাকিস্তানের অনুপ্রবেশ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল কংগ্রেস। হালফিলে মনমোহনের সময় পাকিস্তান বা চিন অনুপ্রবেশের চেষ্টা করলে, বিজেপির অরুণ জেটলি, সুষমা স্বরাজরাও সরকারের ব্যর্থতার দিকে আঙুল তুলেছেন। দেশের ঐক্য বা সেনার মনোবলে ধাক্কা লাগতে পারে ভেবে হাত গুটিয়ে বসে থাকেননি।

প্রশ্ন হল, আজ বিরোধী শিবিরে এক জন অটলবিহারী বাজপেয়ী আছেন কি? প্রশ্নটা সহজ, উত্তরও জানা। বিরোধী শিবিরে এখন কোনও বাজপেয়ী নেই।

রাহুল গাঁধী নিয়মিত ভাবে মোদী সরকারকে প্রশ্ন ছুড়ছেন। কিন্তু তাঁর আসল তাগিদ, বিরোধী শিবিরের প্রধান নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা। তাঁকে কংগ্রেস সভাপতি পদে ফেরানোর চেষ্টা শুরু হয়েছে। কিন্তু কংগ্রেস নিজেই এখন দুর্বল। উপরন্তু বিরোধী শিবিরের বেশির ভাগ দলই কংগ্রেসের পাশে নেই। তামিলনাড়ুতে এডিএমকে, ওড়িশায় বিজু জনতা দল, অন্ধ্রপ্রদেশে ওয়াইএসআর কংগ্রেসের জগন্মোহন রেড্ডি, তেলঙ্গানায় চন্দ্রশেখর রাও বিজেপির দিকেই ঝুঁকে রয়েছেন। মায়াবতীও ক্রমশ বিজেপির দিকেই ঝুঁকে পড়ছেন। এমনকি এনসিপি, ডিএমকে-র মতো কংগ্রেসের শরিক দলগুলিও অন্য দেশের সঙ্গে সংঘাতের আবহে সরকারের কড়া সমালোচনা করতে নারাজ।

নেহরুর একটা মস্ত সুবিধা ছিল, সে সময় বিরোধী শিবির কার্যত ছত্রভঙ্গ ছিল। এখনও বিরোধী শিবির একই রকম ছত্রভঙ্গ। মোদী সরকারকে তাই কোনও জবাবদিহি করতে হচ্ছে না। লাদাখে কী ভাবে সমস্যা তৈরি হল, কী ভাবেই বা তার সমাধান হবে, তার জবাব দিতে কেউই সরকারকে বাধ্য করতে পারছে না। কারণ বাজপেয়ীর মতো কেউ প্রশ্ন তুলছেন না— "চিন যে ভাবে আমাদের ধোঁকা দিয়েছে, বিশাল সংখ্যায় সেনা পাঠিয়ে আক্রমণ করেছে, তার পরে আমরাই প্রথমে আক্রমণ করেছি বলে অভিযোগ তুলেছে, আমরা কি তা ভুলে যাব? ভুলে গেলে দেশের মানুষের, সেনার মনোবলের উপরে কি তার প্রভাব পড়বে না? চিন আমাদের এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে গেলেও ফের ঢুকবে না, তার কী গ্যারান্টি?"

মৃত্যুর সম্মান রক্ষা করবে কে

রত্নাবলী রায়

মৃত্যুতে সবাই সমান। তা হলে কিছু মৃত্যু কেন পাহাড়ের মতো ভারী হয়ে ওঠে? 'সদ্‌গতি'-র দুখী চামারের মৃতদেহ যেমন ভারী হয়ে উঠেছিল গ্রামের ব্রাহ্মণ পুরোহিতের কাছে! নন্দীগ্রাম পর্বে বাঁশে ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়া ভরত মণ্ডলের ক্ষতবিক্ষত দেহও কি কম ভারী ছিল? বা সম্প্রতি গড়িয়া শ্মশানে দাহ করার জন্য নিয়ে আসা তেরোটি শব, শেষ পর্যন্ত যাঁদের গতি হল ধাপার মাঠে?

মানসিক হাসপাতালে কাজের সুবাদে মৃত্যু দেখতেই হয়। সম্প্রতি এক মৃত রোগীকে ওয়ার্ডের বারান্দায় ফেলে রেখেছিলেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। অন্য রোগীরা দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন সেখানে। কর্তৃপক্ষ অন্যায় দেখেননি, 'আমরা তো ওয়ার্ড থেকে বার করে দিয়েছি, বারান্দায় ছিল, অসম্মান কোথায়!'

আসলে মানুষের মৃত্যুর পরেও তার শরীর নিয়ে রাজনীতি চলে। যে মানুষ ক্ষমতার রাজনীতির চোখে মূল্যহীন, মৃত্যুর পরে তাঁর দেহ মর্যাদা পায় না। অথচ মৃতকে সম্মান জানানোর একটা প্রচলিত ধারণা তৈরি আমাদের ভিতর। শবদেহের প্রতি রাষ্ট্রের আচরণ দেখে সেটা ধাক্কা খায়। ওই আচরণ বুঝিয়ে দেয়, রাষ্ট্রের কাছে নাগরিকের স্থান কোথায়। গড়িয়া শ্মশানের মৃতদেহগুলি কোভিড আক্রান্তদের ছিল না বলে জানিয়েছে রাজ্য সরকার। তাতে কিছু যায় আসে না। সব অনিয়ম ত্রুটিবিচ্যুতির দায় কি শুধু ভাইরাসের? আগামী কয়েক মাসে মৃত্যুর হার বহু গুণ বৃদ্ধি পেতে বাধ্য। তাই মৃত্যু এবং মৃতদেহের রাজনীতি নিয়ে কথা বলার এটাই সময়!

ভারতীয় সংবিধানে আছে, জীবনের অধিকার আসলে সম্মানের সঙ্গে বাঁচার অধিকার। নাগরিকের মৃত্যুর পর তাঁর দেহেরও এই সম্মান প্রাপ্য। মৃতদেহের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে জীবিতাবস্থায় সেই ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাস, সামাজিক রীতি, পূর্বপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা। একাধিক মামলায় ভারতের সর্বোচ্চ আদালত মৃত ব্যক্তিকে তাঁর ধর্মবিশ্বাস অনুসারে উপযুক্ত শেষকৃত্যের রায়ই দিয়েছে, সেই দেহ অজ্ঞাতকুলশীল, দাবিদারহীন হলেও। আন্তর্জাতিক

ক্ষেত্রেও মৃত ব্যক্তির অধিকার ও তাঁর প্রতি আচরণ কেমন হবে তা নিয়ে সুনির্দিষ্ট আইন রয়েছে। মানবাধিকার প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপুঞ্জ স্পষ্ট বলেছে, সম্মানের সঙ্গে, ঠিক পদ্ধতি ও প্রয়াত ব্যক্তির পারিবারিক প্রথা মেনে শবদেহের সৎকার করতে হবে।

পরজন্মে বিশ্বাস ও মৃত্যুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি জড়িত। তর্পণ বা শ্রাদ্ধের মধ্যে সেই শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসই ধরা আছে। আধুনিক রাষ্ট্র শহিদ সেনার দেহকে গান স্যালুট দিয়ে সম্মান জানায়। সেই রাষ্ট্রই যখন নাগরিকের জীবিত বা মৃত দেহকে তাচ্ছিল্য করে, তখন তার দায়িত্বশীল, কল্যাণকামী ভাবমূর্তি চুরমার হয়। কয়েক মাস আগে রাজ্যে ফেরা পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর জীবাণুনাশক স্প্রে করল উত্তরপ্রদেশ সরকার। সে রাজ্যেরই এক পুরসভা পুলিশের উপস্থিতিতে, আবর্জনাবাহী গাড়িতে বহন করল এক বেওয়ারিশ দেহ, সম্ভবত করোনার ভয়ে।

যে কারণে এখন ভারতের সর্বোচ্চ আদালত রাজ্যগুলির জবাব তলব করেছে, সে বিষয়ে রেড ক্রস বহু আগেই সতর্ক করেছিল বিশ্বকে। কোভিড-জনিত বিপুল সংখ্যক মৃতদেহ কী ভাবে সাবধানতা মেনে ও যথাযথ সম্মানের সঙ্গে সৎকার করা যায়, সে সম্পর্কে স্পষ্ট গাইডলাইন আছে রেড ক্রসের। উপযুক্ত পরিকল্পনা না থাকলে গণকবর দেওয়ার পরিস্থিতি হতে পারে। সে ক্ষেত্রে মৃতদেহগুলিকে শনাক্তকরণ যে সম্ভব হবে না, ফলে মৃত ব্যক্তির পরিবারকে এক দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে ঠেলে দেওয়া হবে, তা-ও জানিয়েছিল রেড ক্রস। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে প্রত্যাশা ছিল, অতিমারি মোকাবিলায় তারা যথাবিহিত প্রস্তুতি নেবে।

অথচ আমরা দেখলাম জঞ্জালের স্তূপে পড়ে থাকছে কোভিড রোগীর দেহ, মৃতদেহ যথাযথ শনাক্ত হচ্ছে না, অন্য রোগে মৃত ব্যক্তির সৎকার হচ্ছে কোভিড রোগী পরিচয়ে। যথাযথ পরিকল্পনা, হাসপাতাল ও মর্গের কর্মীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারলে হয়তো এড়ানো যেত এই পরিস্থিতি। মৃতরা প্রাপ্য সম্মান পেতেন, যন্ত্রণামুক্ত হতেন তাঁদের পরিবারের মানুষরা। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোভিডে মৃত্যু হলে মৃতের নিকটজনদের শেষ দেখার অনুমতি দিয়েছে। এত দিন এই সুযোগ ছিল না! পরিজনদের কাছে যা চূড়ান্ত যন্ত্রণার। এর ফলে তাঁদের কারও মানসিক স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হলে রাষ্ট্র তার দায় এড়াতে পারে না! রাষ্ট্রের কাছে কেন এটুকু প্রত্যাশাও করতে পারছেন না নাগরিকেরা, এর উত্তর বোধ হয় লুকিয়ে আছে রাষ্ট্রের চরিত্রেই— যে জীবিতকে সম্মান দিতে জানে না, সে মৃতকে সম্মান দেবে কী করে?

মৃতকে সম্মান মানে কী? ফুল, ধূপকাঠি? বোধ হয় না! সম্মান আসলে সম্যক ভাবে শ্রদ্ধা করা। এক ভদ্রলোকের কথা বলে শেষ করি। রেললাইনের ধারে থাকতেন তিনি, রেলে কাটা পড়ে মারা যাওয়া শরীরগুলোকে সাদা কাপড়ে ঢেকে দেওয়া ছিল তাঁর কাজ। কেউ তাঁকে এ দায়িত্ব দেয়নি, তিনি নিজেই নিয়েছিলেন এ কাজের ভার। সে জন্য নিজের ঘরে, নিজের খরচে সাদা কাপড় জোগাড় করে রাখতেন তিনি। এঁর কাছে কি শিখতে পারে না রাষ্ট্র?

■ *ইমেল-এ সম্পাদকীয় পৃষ্ঠার জন্য প্রবন্ধ পাঠানোর ঠিকানা:* ***editpage@abp.in*** *অনুগ্রহ করে সঙ্গে ফোন নম্বর জানাবেন।*

সম্পাদক সমীপেষু

বড় মাপের নেতা

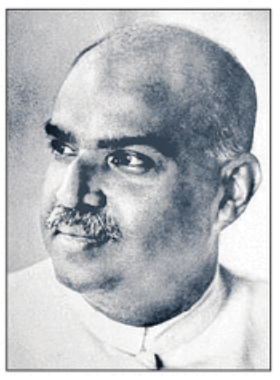

যে হোসেন শাহ সোহরাওয়ার্দিকে 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস'-এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়, তাঁকে নিয়ে শরৎ বসু ও কিরণশঙ্কর রায় মুসলিম লিগ নেতা আবুল হাসিমকে সঙ্গে নিয়ে 'সার্বভৌম অবিভক্ত বাংলা' নামক দেশ তৈরি করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সেই পরিকল্পনা বানচাল হয় শ্যামাপ্রসাদেরই প্রবল বিরোধিতায়। পরিকল্পনাটি সফল হলে বাংলার হিন্দুদের প্রভূত ক্ষতি হত।

স্বাধীনতার পর শ্যামাপ্রসাদ যোগ দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায়। সেখানে নেহরুর সঙ্গে তাঁর মতবিরোধের প্রধান কারণ ছিল পাকিস্তানে হিন্দুদের নিরাপত্তার অভাবের বিষয়। পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের প্রতি চূড়ান্ত অবহেলা ও হিন্দুনিধনের কারণে তিনি মন্ত্রিত্বে ইস্তফা দেন। এই সময় পশ্চিমবঙ্গীয় হিন্দুদের সঙ্গে বাস্তুচ্যুত পূর্ববঙ্গীয় হিন্দুদেরও শ্যামাপ্রসাদের প্রবল সমর্থক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদের অনুপস্থিতি এবং কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁর রহস্যজনক মৃত্যুর ফলে অত্যন্ত দুর্বল সাংগঠনিক শক্তি সেই সুযোগ নিতে ব্যর্থ হয়। এই সাহসী মানুষটিকে প্রথমে কংগ্রেস এবং পরে বামপন্থীরা রাজনৈতিক সুবিধার্থে দূরে ঠেলে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে গিয়েছে।

গাঁধী ও সুভাষের সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদের মতবিরোধের প্রসঙ্গে দু-তিনটি ঘটনার কথা উল্লেখ করব। শ্যামাপ্রসাদের বিভিন্ন উক্তি থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, উনি গাঁধী সম্পর্কে খুব একটা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না এবং গাঁধীজি যে তা জানতেন না, তা নয়। 'দেশ' পত্রিকার শ্যামাপ্রসাদের জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যায় (৪ জুলাই, ২০০১) প্রকাশিত সন্দীপ দাস মহাশয়ের এক লেখায় জানতে পারছি— এতৎসত্ত্বেও, গাঁধী লর্ড ওয়াভেলকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে, সিমলা বৈঠকে তাঁর শ্যামাপ্রসাদকে ডাকা উচিত। পরে অন্য একটি ক্ষেত্রে গাঁধী রাধাকৃষ্ণনকেও চিঠি লিখে জানান যে, "বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্যামাপ্রসাদকে অবশ্যই যেন যুক্ত করা হয়।" কারণ "শ্যামাপ্রসাদ জ্ঞানী ও দক্ষ এবং হিন্দু মহাসভার লোক হলেও তিনি উদার মনোভাবাপন্ন।" মনে রাখা ভাল, মুসলিম লিগ নেতা ফজলুল হকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তিনি বাংলায় মন্ত্রি

বঙ্গে আক্রান্ত ১৫,১৭৩

অ্যাক্টিভ রোগী	৪৮৮০
২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত	৪৪৫
২৪ ঘণ্টায় মৃত	১১
মোট মৃত	৫৯১
কো-মর্বিডিটির কারণে মৃত	৪৩৭

(সূত্র: রাজ্য সরকার)

এক নজরে

বাকি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হবে: মমতা

উচ্চ মাধ্যমিকের বাকি পরীক্ষা নেওয়া হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার আশ্বাস দিয়েছেন। সর্বদলীয় বৈঠকের পরে তিনি বলেন, "৩১ জুলাই পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ থাকবে। উচ্চ মাধ্যমিকের বাকি তিনটি পরীক্ষা ঘোষণা করা হয়েছে। পারস্পরিক দূরত্ববিধি মেনে কী ভাবে পরীক্ষা হবে, তা শিক্ষামন্ত্রী দেখে নেবেন।" সিবিএসই, আইসিএসই-র পরীক্ষার ব্যাপারে আদালতের রায়ের দিকে নজর রাখার নির্দেশ দিয়েছেন মমতা। আজ, বৃহস্পতিবার আইসিএসই এবং সিবিএসই বোর্ডের পরীক্ষার বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় বেরোনোর কথা। ২, ৬ এবং ৮ জুলাই উচ্চ মাধ্যমিকের বাকি পরীক্ষা হবে বলে ঘোষণা করা হলেও রাজ্য পাঠ্যক্রম কমিটির সুপারিশ, জুলাইয়ে পরীক্ষা না-নিয়ে প্রয়োজনে আরও এক মাস পরে তার আয়োজন করার কথা ভাবা যেতে পারে।

পরিবহণ নিয়ে আর্জি

নবান্নের বৈঠকে পরিবহণ সমস্যার কথা তুলে ধরলেন বিরোধীরা। পরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, পরিবহণ সমস্যার কথা অনেকে বলেছেন। পেট্রল-ডিজেলের দাম বেড়েছে। সমস্যা হয়েছে বাস মালিকদের। তবে এখনকার পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বাস মালিকদের উদ্দেশে পরিষেবা স্বাভাবিক করার আর্জি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রধানের বিরুদ্ধে

তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে ব্লক অফিসে অভিযোগ জানালেন দলেরই সাত জন সদস্য। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের বেলগুলিয়া পঞ্চায়েতের ঘটনা। প্রধানের বিরুদ্ধে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা না-করে সিদ্ধান্ত নেওয়া, কাজে সংশ্লিষ্ট সংসদের সদস্যকে গুরুত্ব না দেওয়া— এমনই কিছু অভিযোগ এনেছেন তাঁরা।

নিভৃতবাস এড়িয়ে সরাসরি বাড়িতে!

সুনন্দ ঘোষ

বিদেশ থেকে মহানগরে পা দিয়েই সাত দিন নিভৃতবাসে থাকার কথা। অথচ সেই সরকারি নিয়ম ও শর্তকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বিদেশ থেকে কলকাতায় নামার পরে একের পর এক যাত্রী সটান বাড়ি চলে যাচ্ছেন! অসহায় ভাবে সেটা দেখা ছাড়া কিছু করার থাকছে না রাজ্য সরকারের।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এই বিষয়ে চিঠি দিয়ে সতর্কও করেছে রাজ্যকে। কিন্তু ছবিটা বদলায়নি। করোনা পর্বের নিয়ম অনুযায়ী কেন্দ্রীয় 'বন্দে ভারত' প্রকল্পে যাঁরা উড়ানে বিদেশ থেকে কলকাতায় আসছেন, তাঁদের সাত দিন গাঁটের কড়ি খরচ করে শহরের নির্দিষ্ট কিছু হোটেলে নিভৃতবাসে থাকা আবশ্যিক। এই শর্তে রাজি হলে তবেই তাঁদের উড়িয়ে আনা হচ্ছে। সাত দিন পরে বাড়িতে ফিরে আরও সাত দিন গৃহ-নিভৃতবাসে থাকার কথা তাঁদের।

মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টায় কুয়ালা লামপুর থেকে বন্দে ভারত প্রকল্পে ইন্ডিগোর উড়ানে কলকাতায় নামেন ১৬৮ জন যাত্রী। তাঁদের বেশির ভাগই শ্রমিকের কাজ করতে গিয়ে আটকে পড়েছিলেন মালয়েশিয়ায়। কলকাতা বিমানবন্দর সূত্রের খবর, যাত্রার সময় ফর্ম পূরণ করে তাঁরা কলকাতায় নেমে নির্দিষ্ট হোটেলে নিজেদের খরচে সাত দিন নিভৃতবাসে থাকার বিষয়ে সম্মতি জানিয়েছিলেন। কিন্তু কলকাতায় নেমে রুদ্রমূর্তি ধরেন। জানান, টাকা নেই। তাই হোটেলে থাকা সম্ভব নয়।

বিমানবন্দরের খবর, ওই সব যাত্রীকে নিভৃতবাসে পাঠানোর দায়িত্বে রয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্য এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দফতরের প্রতিনিধিরা। তাঁদের সাহায্য করছে পুলিশ। কিন্তু মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে টানাপড়েন চলে রাত ২টো পর্যন্ত। অভিযোগ, এই দীর্ঘ সময়ে ওই ১৬৮ জন যাত্রী জল ও খাবার না-পেয়ে আরও উত্তেজিত হয়ে পড়েন। হোটেলে থাকতে না-চাওয়ায় তাঁদের সরকারি নিভৃতবাসে পাঠানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়। সেই প্রস্তাবও খারিজ করে দেন যাত্রীরা। শেষে রাত প্রায় আড়াইটে নাগাদ ১৬৮ জনের মধ্যে মাত্র ২৮ জনকে হোটেলে পাঠানো সম্ভব হয়। বাকি ১৪০ জন নিজের নিজের বাড়িতে চলে যান।

এর আগে, ১৯ জুন কিরঘিজস্তান থেকে আসা ১৪৩ জন যাত্রীও হোটেলে যেতে আপত্তি করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই ডাক্তারি পড়ুয়া। তাঁদেরও বক্তব্য ছিল, হোটেলে থাকার টাকা নেই। বিমানবন্দরের এক আধিকারিক জানান, সে-দিন ১৪৩ জনই জোর করে বাড়ি ফিরে যান। তাঁদের নিতে যে-ধরনের বিলাসবহুল গাড়ি বিমানবন্দরের বাইরে হাজির ছিল, সেগুলো দেখলে এটা মেনে নেওয়া মুশকিল যে, হোটেলের টাকা দিতে তাঁরা অক্ষম। ওঁদের অনেকেরই বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়।

ঘটনাচক্রে ওই ১৯ জুনই কেন্দ্রের চিঠি আসে রাজ্যের কাছে। তাতে বলা হয়, ৪, ৮ এবং ১০ জুন বিদেশ থেকে বন্দে ভারত উড়ানে কলকাতায় নামার পরে বেশ কিছু যাত্রী নিয়মের তোয়াক্কা না-করে বাড়িতে চলে গিয়েছেন।

এ ভাবে নিয়মবিধি ও শর্ত ভাঙতে দেওয়া হচ্ছে কেন?

রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের এক কর্তা জানান, বিদেশফেরত যাত্রীরা নামার পরে তাঁদের শরীরে সংক্রমণ রয়েছে কি না, মূলত সেটাই দেখছেন তাঁরা। নিভৃতবাসে পাঠানোর দায়িত্বে রয়েছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দফতর এবং পুলিশ। পুলিশের এক আধিকারিক জানান, তাঁদের যেমন নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, তেমনটাই করছেন তাঁরা। মঙ্গলবার ওই বিপুল সংখ্যক যাত্রী হোটেলে নিভৃতবাসে যেতে না-চাইলে ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে পুলিশের পক্ষে ওই যাত্রীদের থানায় নিয়ে গিয়ে আটক করে রাখা সম্ভব নয়। এমনটা করার কোনও সংস্থানও নেই আইনে।

তবে রাজ্যের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে বলা হয়, যাঁরা এ ভাবে নিয়মবিধি না-মেনে জোর করে বাড়ি চলে যাচ্ছেন, তাঁদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবছে সরকার।

নবান্নে সর্বদল বৈঠকের শেষে প্রদীপ ভট্টাচার্য এবং সূর্যকান্ত মিশ্র। বুধবার। *ছবি: রণজিৎ নন্দী*

অভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে এগোবে বাম-কংগ্রেস

নিজস্ব সংবাদদাতা

বিধানসভা ভোটের দিকে এগোনোর পথে আরও বেশি করে যৌথ কর্মসূচি নেওয়া হবে। সেই সঙ্গেই সামনে রাখা হবে অভিন্ন কর্মসূচি। যার ভিত্তিতে আন্দোলনের রূপরেখা ঠিক হবে। রাজ্য বামফ্রন্ট ও প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে বুধবার রাতের প্রাথমিক বৈঠকে এমন সিদ্ধান্তই হল। মনমোহন সিংহের নেতৃত্বে প্রথম ইউপিএ সরকারকে বামেরা সমর্থন করেছিল অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতেই।

নবান্নে এ দিন সর্বদল বৈঠক চলেছিল চার ঘণ্টা। ওই দীর্ঘ বৈঠকের পরে এ দিন রাতে বামফ্রন্ট ও প্রদেশ কংগ্রেস নেতাদের প্রাথমিক আলোচনা দীর্ঘক্ষণ চলেনি। ঠিক হয়েছে, পেট্রল ও ডিজেলের দাম বেড়ে চলার প্রতিবাদ জানাতে আগামী ২৯ জুন বাম ও কংগ্রেস নেতারা একত্রে রাস্তায় নামবেন দূরত্বের বিধি মেনে। জেলাশাসকদের দফতরের সামনেও যৌথ ভাবে বিক্ষোভ করে রাষ্ট্রপতির কাছে দাবিপত্র পাঠানো হবে। আসন ভাগাভাগির কোনও সূত্র নিয়ে এ দিন অবশ্য আলোচনা হয়নি। প্রদেশ কংগ্রেসের এক শীর্ষ নেতার কথায়, "আসন নিয়ে আলোচনার সুযোগ হয়নি। যৌথ ভাবে আরও বেশি কর্মসূচি নিয়ে এখন বিপন্ন ও ক্ষুব্ধ মানুষের পাশে থাকতে হবে। অভিন্ন কর্মসূচিও তৈরি হবে।"

বৈঠকের পরে বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু বলেন, "বিজেপি ও তৃণমূল, এই দলকেই মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে আমাদের পথ চলতে হবে। সেইমতোই নানা কর্মসূচি নিতে হবে।" প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্রের বক্তব্য, "বিজেপি এবং তৃণমূলের বিরোধী সব মানুষকে আমরা এক জায়গায় আনতে চাই। বাম দলগুলিকে সঙ্গে নিয়ে পেট্রল, ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির মতো জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে আন্দোলন হবে।"

করোনায় মৃত তমোনাশ, রাজ্যকে খোঁচা দিলীপের

নিজস্ব সংবাদদাতা

টানা এক মাস করোনার সঙ্গে লড়াই চালানোর পরে বুধবার সকালে মৃত্যু হল তৃণমূল বিধায়ক তমোনাশ ঘোষের (৬৪)। শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে গত ২৩ মে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি। করোনা ধরা পড়ার পরে দীর্ঘ চিকিৎসা চললেও গত সপ্তাহে হৃদ্‌যন্ত্রজনিত সমস্যা তৈরি হয়। করোনায় এ রাজ্যে এই প্রথম কোনও বিধায়কের মৃত্যু হল।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রথমে ২০০১ এবং পরে ২০১১ ও ২০১৬ সাল মিলে মোট তিন বার নির্বাচিত হন তমোনাশবাবু। পরিবহণ-সহ বেশ কয়েকটি শাখায় দলের শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। দলের ভিতরে তো বটেই, বাইরেও 'ভাল মানুষ' হিসেবে পরিচিত সতীর্থের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। নবান্নে এ দিন সর্বদল বৈঠকে তাঁর প্রতি শোকজ্ঞাপন করা হয়।

তবে এই শোকের আবহেও রাজনৈতিক তরজা বেঁধেছে। তমোনাশবাবুর মৃত্যুকে দুর্ভাগ্যজনক বলার পাশাপাশিই বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের খোঁচা, "এক মাস তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন। এই মৃত্যু থেকে বোঝা যাচ্ছে, সরকার ভিআইপি-দেরও চিকিৎসার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে পারছে না। সাধারণ মানুষের তা

তমোনাশ ঘোষ

হলে কী হবে!" তাঁর আরও অভিযোগ, "শাসক দলের বিধায়ক-সাংসদরা আক্রান্ত হচ্ছেন, কারণ তাঁরা দূরত্ববিধি মানছেন না। এমনকি, মুখ্যমন্ত্রীও সামাজিক দূরত্ববিধি মানছেন না। অথচ আমরা ত্রাণ দিতে বেরোলেই বলা হচ্ছে, আমরা নাকি দূরত্ববিধি মানছি না!" দিলীপবাবুর এমন আক্রমণের জবাবে তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "আপনার কি সব রকম জ্ঞান এবং শ্রদ্ধাবোধ লোপ পেয়েছে? বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের তরফে এমন কথা শুনে মর্মাহত হচ্ছি। আমরা আমাদের প্রিয় সতীর্থকে হারিয়েছি আর আপনারা সেই মৃত্যু নিয়েও রাজনীতি করতে চাইছেন।"

মমতার দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সঙ্গী তমোনাশবাবু কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে চলে আসেন তাঁর সঙ্গেই। তমোনাশবাবুর মৃত্যুকে 'অপূরণীয় ক্ষতি' বলে মন্তব্য করেছেন মমতা। দল ক্ষমতায় আসার পরে তমোনাশবাবু মন্ত্রিসভায় জায়গা না পেলেও তা নিয়ে ক্ষোভ ছিল না। তাঁকে ২০১৬ সালেও মন্ত্রী করা হয়নি তবে দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। অসুস্থ হওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সংস্থার কাজে ছিলেন। পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য বাসের ব্যবস্থা করতে দুর্গাপুরে বৈঠক চলাকালীনই অসুস্থ হন তিনি। তৃণমূল তৈরির পর থেকে তৃণমূলের কোষাধ্যক্ষ পদে ছিলেন তিনি। সেই সূত্রে সারদা মামলায় তাঁকে ডেকে কথা বলেছিল সিবিআই।

প্রসঙ্গত, দ্বিতীয় বার সরকার গড়ার পর থেকেই তৃণমূলের নব্য নেতাদের একাংশের সঙ্গে তাঁর সমস্যা তৈরি হচ্ছিল। এই বিরোধের জেরে 'অসম্মানে'র কথা জানিয়ে নিজের নির্বাচনী কেন্দ্রে যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছিলেন তমোনাশবাবু। গত বছর তৃণমূলের দলীয় কর্মসূচি 'দিদিকে বলো' থেকেও সরে ছিলেন। প্রয়াত নেতার ছবির সামনে এ দিন নতমস্তকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের সাংসদ তথা যুব তৃণমূলের সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলতা বিধানসভা ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রেরই অন্তর্গত।

করোনা-আক্রান্ত সরকারি মুখ্যসচেতক নির্মল ঘোষ এ দিনই হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেছেন।

বঙ্গে তৈরি করোনা কিটে সায় আইসিএমআরের

সৌরভ দত্ত

খরচ অল্প নমুনা পরীক্ষায় সময়ও লাগবে কম। এই মন্ত্রে রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকায় নোভেল করোনাভাইরাস নির্ণয়ের প্রযুক্তিকে পৌঁছে দেওয়ার স্বপ্ন দেখছেন এক বঙ্গসন্তান। আরটি-পিসিআরে করোনা পরীক্ষা করার জন্য যে কিটের প্রয়োজন হয়, তা তৈরির জন্য আইসিএমআর (ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ) এবং সিডিএসসিও'র (সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন) অনুমোদন পেয়েছে বাঙালি ব্যবসায়ীর বায়োটেক সংস্থা। করোনার পাশাপাশি ডেঙ্গি, চিকনগুনিয়ার ভাইরাস চিহ্নিতকরণে জেলাস্তরে ল্যাবরেটরি নির্মাণ করতে চান সংস্থার কর্ণধার রাজা মজুমদার।

জন্মসূত্রে ত্রিপুরায় বেড়ে ওঠা। দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার পরে বেঙ্গালুরুতে বি.ফার্ম ও আমদাবাদ থেকে মেডিসিনাল কেমিস্ট্রিতে এম.ফার্ম করেন বাঙালি ব্যবসায়ী। পদস্থ চাকরি ছেড়ে ২০১০ সালে সল্টলেকের বায়োটেক পার্কে স্টার্ট-আপ হিসাবে ব্যবসায় হাতেখড়ি। চার বছর পরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাকরাহাটে সংস্থার ঠিকানা বদল হয়।

করোনার নমুনা সংগ্রহের পরে তা থেকে 'আরএনএ' বার করতে হয়। গত দশ বছর ধরে সংশ্লিষ্ট সংস্থার 'আরএনএ এক্সট্রাকশন কিট'এর পাশাপাশি আরটি-পিসিআরে নমুনা পরীক্ষার কাজে ব্যবহৃত অন্য উপাদান তৈরির অভিজ্ঞতা রয়েছে। রাজা জানান, কিটের জোগানে ঘাটতি থাকায় নমুনা পরীক্ষার কাজ ব্যাহত হচ্ছে জানার পরে তাঁরা কম খরচে করোনা-কিট তৈরির কাজ শুরু করেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাকরাহাটের কার্যালয়ে দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত সেই কিট অনুমোদনের জন্য আইসিএমআরের কাছে পাঠানো হয়। আইসিএমআর-নাইসেড সেই টাকম্যান-বেসড কিট গত মে মাসে ভ্যালিডেট করলে সিডিএসসিও'র অনুমোদনের জন্য আবেদন করে সংস্থাটি। মঙ্গলবার সংস্থাকে কিট তৈরির লাইসেন্স প্রদান করেছে সিডিএসসিও।

টেস্টিং নিয়ে মঙ্গলবার একটি নতুন অ্যাডভাইজ়রি জারি করেছে আইসিএমআর। তার তথ্য অনুযায়ী, সারা দেশে ৫৫৭টি আরটি-পিসিআর, ট্রু-ন্যাট ৩৬৩ এবং সিবি-ন্যাট কেন্দ্র ৮০টি রয়েছে। রাজার দাবি, তাঁর প্রযুক্তিতে কম খরচে, অল্প সময়ের মধ্যে অনেক বেশি নমুনা পরীক্ষা করা সম্ভব। করোনার পাশাপাশি ডেঙ্গি, চিকনগুনিয়ার মতো রোগ নির্ণয়ে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় মলিকিউলার ডায়গনস্টিক কেন্দ্র তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে এগোচ্ছেন তিনি। যার প্রেক্ষিতে জায়গা চেয়ে শিল্পভবনে আবেদন করেছেন স্টার্ট-আপ ব্যবসায়ী। তাঁর কথায়, "জেলায় জায়গা পেলে গ্রামের গরিব মানুষগুলোর কাছে পৌঁছতে পারি। আমাদের প্রস্তাবিত ল্যাবে প্রতিদিন চার হাজার নমুনা পরীক্ষা করা সম্ভব।" রাজাবাবু জানিয়েছেন, তাঁর এই স্বপ্নপূরণে আমপানের মধ্যেও সহযোগিতা করেছে সিডিএসসিও'র পূর্বাঞ্চলীয় কার্যালয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট ড্রাগস কন্ট্রোলার অরূপ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর সহকর্মীরা।

পঞ্চায়েতে ভাঙচুর, লাঠি চালাল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন

আমপানের ত্রাণ নিয়ে গোলমাল অব্যাহত। দক্ষিণ ২৪ পরগনার তৃণমূল পরিচালিত ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল পঞ্চায়েতে এ দিনই দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। পঞ্চায়েতে ভাঙচুর চালানো হয় বলে অভিযোগ। পুলিশ লাঠি চালিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। গ্রেফতার হন ১৩ জন।

বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাস (ববি) বলেন, "তৃণমূলের ঘনিষ্ঠ লোকজন, যাঁদের ঘরের ক্ষতি হয়নি, তাঁরাই টাকা পেয়ে যাচ্ছেন। এ নিয়ে কথা বলতে গেলে তৃণমূলের প্ররোচনায় লাঠি চালানো হয়েছে।" তাঁদের তিন জন জখম হয়েছেন বলেও দাবি বিজেপির। নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মালি মণ্ডল অবশ্য বলেন, "সব মানুষই ত্রাণ পেয়েছেন। সকলে পর্যায়ক্রমে ক্ষতিপূরণও পাচ্ছেন। বিজেপির অভিযোগ মিথ্যা।"

রায়দিঘির মথুরাপুর ২ ব্লকের সিপিএম পরিচালিত রাধাকান্তপুর পঞ্চায়েতের সদস্যের বিরুদ্ধেও দুর্নীতি-স্বজনপোষণের অভিযোগ উঠেছে। পঞ্চায়েত সদস্য আজমিরা শেখের স্বামী আবদুল্লা শেখ এবং আরও তিন স্থানীয় সিপিএম নেতাকে এ দিন একটি স্কুলঘরে প্রায় আট ঘণ্টা আটকে রাখা হয়। পরে পুলিশের মধ্যস্থতায় ঘেরাও-মুক্ত হন সকলে।

সূত্রের খবর, আমপানে ওই পঞ্চায়েতে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ২৬০০ মাটির বাড়ি। ২০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন মাত্র ৩৬০ জন। লালাপাড়ায় শ'দেড়েক ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন মাত্র ৭-৮ জন। ওই বুথেরই সদস্য আজমিরা। তবে কাজকর্ম মূলত দেখভাল করেন তাঁর স্বামীই। বাসিন্দাদের অভিযোগ, যে ৭-৮ জনের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকেছে, তাঁদের মধ্যে পঞ্চায়েত সদস্যের তিন আত্মীয় আছেন। বাকি যাঁরা টাকা পেয়েছেন, তাঁদের পাকা বাড়ির কোনও ক্ষতিই হয়নি ঝড়ে। স্বজনপোষণের অভিযোগ তুলেছেন পঞ্চায়েতের বিরোধী নেতা তৃণমূলের গৌতম সিংহও। পঞ্চায়েতে তাঁর হয়ে কাজকর্ম স্বামীই দেখেন বলে দায় ঝেড়ে ফেলেছেন আজমিরা। প্রধান চম্পা বৈদ্য বলেন, "এখনও পর্যন্ত ২৯৫ জনের ক্ষতিপূরণের টাকা এসেছে। তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকেরাই বেশি ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন।" প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে এ দিন বিডিও-কে স্মারকলিপি দেয় এসইউসি। ব্লকের নন্দকুমারপুর পঞ্চায়েতে স্থানীয়রা বিক্ষোভ দেখান। বিজেপি স্মারকলিপি দিয়েছে গোসাবার বিডিও সৌরভ মিত্রকে।

এ দিন তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, স্বজনপোষণের অভিযোগ তুলে উত্তর ২৪ পরগনার গোপালনগরে টালিখোলা মোড় এলাকায় বনগাঁ-চাকদা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে সিপিএম। তৃণমূলের বনগাঁ উত্তর কেন্দ্রের চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ বলেন, "বামেরা আর্থিক সাহায্য পাওয়ার প্রক্রিয়ার বাধা সৃষ্টি করছে। আমরা দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিই না।"

অন্য দিকে, পশ্চিম মেদিনীপুরের সবংয়ের বুড়াল পঞ্চায়েতেও একই অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে বিজেপি। তৃণমূলের লোকজন পরে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। তৃণমূল দাবি করেছে, তাদের কর্মী-সমর্থকদের দেখেই পালিয়ে যায় বিজেপির লোকজন।

'হার্ড ইমিউনিটি'

পৃঃ ১-এর পর

মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের প্রধান রাজেশ কুমারেরও বক্তব্য, "গোষ্ঠী প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হতে একটু সময় লাগলেও এই মুহূর্তে সেটিই হল সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সেরা বিকল্প পথ।"

গবেষকদের একাংশের অবশ্য বক্তব্য, গোষ্ঠী প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরির তত্ত্বটি আসলে জনমানসে ভয়-ভ্রান্তি কাটানোর জন্য পরিকল্পিত ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে দেশের মৃত্যুহার কতটা কম, সেটাই অনেকে তুলে ধরছেন। হু-র রিপোর্ট উল্লেখ করে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকও যেমন জানিয়েছে, যেখানে প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় ইংল্যান্ড, স্পেন, ইতালি, আমেরিকা ও জার্মানির মৃত্যুহার যথাক্রমে ৬৩.১৩, ৬০.৬, ৫৭.১৯, ৩৬.৩ এবং ২৭.৩২, সেখানে ভারতে প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় মৃত্যুহার হল ১।

যার পরিপ্রেক্ষিতে গবেষকদের সতর্কবার্তা, মৃত্যুহার কম বলে আত্মসন্তুষ্টির কোনও জায়গা নেই।

তার কারণ ব্যাখ্যা করে মাইক্রোবায়োলজিস্ট সুখেন্দু মণ্ডল জানাচ্ছেন, ভারতের মতো ১৩৫ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষের দেশে গোষ্ঠী প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হতে গেলে জনসংখ্যার যদি ৩০ শতাংশও সংক্রমিত হয়, তা হলেও দেশে মোট সংক্রমিত রোগীর সম্ভাব্য সংখ্যা দাঁড়াতে পারে ৪০ কোটি ৫৯ লক্ষে! তাঁর কথায়, "তখন মৃত্যুহারের বিষয়টি সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে! কারণ, তখন পরিস্থিতি নাগালের বাইরে চলে যাবে। ফলে হার্ড ইমিউনিটি তত্ত্বগত ভাবে যতটা বলা সহজ, বাস্তবে একদমই তা নয়।"

দলবাজি

পৃঃ ১-এর পর

মমতা বলেন, "আমপানের আর্থিক সহায়তা নিয়ে সর্বমত হয়েছে। দিলীপবাবুর দল রয়েছে। তাঁদের কিছু বাধ্যবাধকতা থাকতে পারে। তবে সকলের মত নিয়েই খসড়া প্রস্তাব তৈরি হবে।"

বৈঠকের পরে বাম পরিষদীয় নেতা সুজনবাবুর দাবি, "আমপানের ত্রাণ নিয়ে দলবাজি ও দুর্নীতি হয়েছে, তা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে রাজ্য সরকার।" বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপবাবুর বক্তব্য, "পার্থবাবুর নেতৃত্বে কমিটি হয়েছে। তার কাজ শুরু হলে বলতে পারব, কেমন কাজ হচ্ছে!" কংগ্রেসের প্রদীপবাবু বলেন, "কোভিড ও অন্যান্য রোগের চিকিৎসার জন্য আরও হাসপাতাল, আরও পরীক্ষাকেন্দ্রের কথা বলেছি।"

মুখ্যমন্ত্রীও পরে বলেছেন, বেসরকারি হাসপাতালগুলির জন্যও রূপরেখার প্রস্তাব এসেছে বৈঠকে। যেখানে নেই, সেখানে কোভিড পরীক্ষাকেন্দ্র খোলা হবে। আরও তিন কোটি মাস্কেরও বরাত দিচ্ছে রাজ্য।

অভিযোগ শুনে বার্তা মমতার

পৃঃ ১-এর পর

সূত্রের খবর, বৈঠকে উপস্থিত মুখ্যসচিবকে বেশ কয়েক বার সরাসরি চ্যালেঞ্জ করেন বিরোধী নেতারা। তৃণমূলের পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও সুব্রত বক্সীর সঙ্গে বারকয়েক বাদানুবাদও হয় বিরোধী নেতাদের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি সামাল দেন মুখ্যমন্ত্রীই। বৈঠক শেষে বাম ও কংগ্রেস নেতাদের দাবি, তাঁদের বক্তব্য মেনেই নিয়েছে রাজ্য সরকার। বিজেপি নেতৃত্ব অবশ্য বলছেন, বিরোধীদের কথা রাজ্য সরকার সত্যিই মান্যতা দিচ্ছে কি না, পরে তাদের কাজ দেখেই তা বুঝতে হবে।

প্রশাসন এবং শাসক দলের সব কাজ যে ঠিক হচ্ছে না, তার উল্লেখ এ দিন নিজেই করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠকের পরে তিনি বলেন, "আমাদের দলের থেকেও চার জনকে তাড়িয়ে দিয়েছি। জেলা পরিষদের আমাদের এক কর্মাধ্যক্ষ পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। কষ্ট করে সরকার টাকাগুলো দিচ্ছে, যাদের সত্যি ক্ষতি হয়েছে তাদের জন্য। কিন্তু যাঁরা তালিকা তৈরি করছেন, তাঁদের সতর্ক থাকতে হবে। প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত যাঁরা বাদ গিয়েছেন, তাঁদের নাম তুলুন। মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দিচ্ছি।" মুখ্যমন্ত্রীর আরও বক্তব্য, "দায়িত্বে আছি বলেই কেউকেটা নই, এটা মনে রাখবেন! অন্যায় করার অধিকার প্রশাসন বা রাজনৈতিক দল কেউই দেয়নি। প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তরা কেউ এমনি কাগজে আবেদন করলেও তা স্বীকার করতে হবে। দরকারে ছবি দিয়ে দিন।"

বৈঠকে এ দিন প্রথমে সিপিএমকে বলার সুযোগ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ত্রাণে দুর্নীতি-সহ একাধিক অভিযোগের কথা তোলেন বাম পরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তী। মুখ্যমন্ত্রী এক রকম নির্দেশ দেন আর নিচু তলায় অন্য রকম কাজ হয়, পূর্ত দফতরের অহেতুক বাড়তি খরচের প্রসঙ্গও আনেন তিনি। পরে সুজনবাবু বলেন, "বিডিও এবং প্রশাসনকে ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা তৈরি করতে হবে। অভিযোগ থাকলে পুলিশকেও তা নিতে হবে। এর পরেও কাজ না হলে আমরা সবাই মিলে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ব।" ত্রাণের কাজে বিজেপি নেতাদের বাধা দেওয়ার সরব হন দলের রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। দলের কর্মীদের আক্রান্ত ও খুন হওয়ার প্রসঙ্গও তোলেন। পরে দিলীপবাবুর বক্তব্য, "আমার বাড়ির সামনে পুলিশ পাহারা বসানো হচ্ছে। আমাদের নেতাদের ত্রাণে বাধা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু শাসক দলের নেতা-মন্ত্রীরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন! পুলিশমন্ত্রীকে সামনে পেয়ে এই সবই বলেছি।" করোনা রোগীর মৃত্যু 'চেপে দেওয়া'র অভিযোগও তুলেছিলেন দিলীপবাবু। বাড়ি পুনর্নির্মাণের আবেদনপত্র নিয়ে জটিলতার কথা বলতে গিয়ে কংগ্রেস সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্যের সঙ্গে খানিকা তর্ক হয় মুখ্যসচিব রাজীব সিংহের। মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য অভিযোগ শোনেন।

অভিন্ন ভর্তি-বিধি চান চিকিৎসকেরা

নিজস্ব সংবাদদাতা

নির্দেশিকা স্বাগত। তবে করোনা রোগীর হয়রানি বন্ধে সেই ব্যবস্থাপত্রেও ছিদ্র থাকার আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছেন না রাজ্যের সরকার

এক নজরে

নির্মলার আশ্বাস

গুজরাতের সুরাতে এক পুলিশ কনস্টেবলের হাতে কানাড়া ব্যাঙ্কের এক মহিলাকর্মীর হেনস্থার ঘটনায় উপযুক্ত পদক্ষেপের আশ্বাস দিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। বুধবার তিনি বলেন, কোনও কিছুই যেন ব্যাঙ্ককর্মীদের সুরক্ষা এবং মর্যাদাকে বিপন্ন করতে না পারে। বিষয়টি নিয়ে নির্মলা কথা বলেন সুরাত সিটি পুলিশের কমিশনার আর বি ব্রহ্মভটের সঙ্গে। অভিযুক্ত কনস্টেবলকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, সাদা পোশাকের এক পুলিশকর্মী এক মহিলা ব্যাঙ্কারকে মারধর করছে।

সিধুর বাড়িতে নোটিস

একটি মামলায় কংগ্রেস বিধায়ক নভজ্যোৎ সিংহ সিধুর তরফ থেকে কোনও সাড়া না-পেয়ে মঙ্গলবার তাঁর পঞ্জাবের বাড়ির দেওয়ালে নোটিস লাগিয়ে দিল বিহার কাটিহার পুলিশ। গত লোকসভা ভোটে বিহারে কাটিহারের জনসভায় সিধুর করা মন্তব্য একটি সম্প্রদায়ের ভাবাবেগে আঘাত করেছিল বলে অভিযোগ ওঠে। নির্বাচনের আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়। সেই মামলায় জামিনও পেয়ে যান প্রাক্তন ক্রিকেটার সিধু। জামিনের বন্ড পেপারে সই করাতে সিধুর পঞ্জাবের বাড়িতে যান বিহার পুলিশের দুই সাব-ইনস্পেক্টর। তাঁদের দাবি, ১৮ জুন থেকে প্রতিদিন বাড়ির বাইরে চার-পাঁচ ঘণ্টা করে দাঁড়িয়ে থাকলেও সিধুর তরফ থেকে সাড়া মেলেনি। তাই বাড়ির দেওয়ালে নোটিস লাগানো হয়েছে।

রেমডেসিভিয়ারের দাম

করোনা সংক্রমণের চিকিৎসায় ব্যবহৃত জেনেরিক রেমডেসিভিয়ার ওষুধের ১০০ মিলিগ্রামের দাম ৫৪০০ টাকা। বুধবার এ কথা জানিয়েছে হায়দরাবাদের ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা হেটেরো ল্যাব লিমিটেড। খুব শীঘ্রই দেশের কোভিড হাসপাতালগুলিতে ২০ হাজার ওষুধ পৌঁছে দেওয়া হবে। মঙ্গলবার অবশ্য আর এক ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা সিপলা জানিয়েছিল, তাদের তৈরি জেনেরিক রেমডেসিভিয়ারের দাম পাঁচ হাজার টাকার কম হবে।

পেট্রল, ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে সাইকেল চালিয়ে প্রতিবাদে শামিল হলেন রাজ্যসভার কংগ্রেস সাংসদ দিগ্বিজয় সিংহ। বুধবার ভোপালের রোশনপুরা স্কোয়ার থেকে লিঙ্ক রোড নম্বর-১ –এ মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহানের বাসভবন পর্যন্ত এক কিলোমিটার পথ সাইকেল চালান তিনি। *পিটিআই*

প্রয়াত বিশ্ববন্ধু

গরম হাওয়ার বেলুনে চড়ার ক্লাব তৈরি করেছিলেন। ডাকনাম পেয়েছিলেন 'বেলুন-ম্যান'। সাংসদ হয়েছিলেন। কিন্তু আসলে তিনি সংবাদপত্রের জগতের মানুষ। এমনই ছিলেন বিশ্ববন্ধু গুপ্ত। তেজ-বন্ধু গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান তথা প্রধান সম্পাদক বিশ্ববন্ধুবাবু গত রবিবার ৯৩ বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর প্রয়াণে ইন্ডিয়ান নিউজপেপার সোসাইটি (আইএনএস)-এর তরফে শোক প্রকাশ করেছেন সংগঠনের প্রেসিডেন্ট শৈলেশ গুপ্ত। অতীতে আইএনএসের প্রেসিডেন্ট ছিলেন বিশ্ববন্ধুবাবুও।

পাসপোর্ট সুরক্ষায়

চিপ বসানো ই-পাসপোর্ট তৈরির প্রক্রিয়া চলছে বলে বুধবার পাসপোর্ট সেবা দিবসে জানালেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। তিনি বলেন, ''এই কাজ সম্পূর্ণ হলে যাতায়াতের সময় নথির নিরাপত্তা আরও সুনিশ্চিত হবে।''

অভিযুক্তের দেহ

বেঙ্গালুরুর বাড়ি থেকে মঙ্গলবার উদ্ধার হল ৪০০০ কোটি টাকার আইএমএ পঞ্জি কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত আইএএস অফিসার বিএম বিজয় শঙ্করের ঝুলন্ত দেহ। পুলিশ জানিয়েছে তিনি আত্মহত্যা করেছেন. আইএমএ দুর্নীতিতে ১.৫ কোটি টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে গত বছর বিজয় শঙ্করকে গ্রেফতার করেছিল বেঙ্গালুরু পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল।

মন্ত্রিসভার সায়

উত্তরপ্রদেশের কুশীনগর বিমানবন্দর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে চলেছে। বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এ বিষয়ে সবুজ সঙ্কেত দিয়েছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধীনে আসছে সব সমবায় ব্যাঙ্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন: পঞ্জাব ও মহারাষ্ট্র কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে আর্থিক নয়ছয়ের পুনরাবৃত্তি রুখতে দেশের সমস্ত কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ককে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (আরবিআই)-এর অধীনে আনার সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় সরকার। এ জন্য অধ্যাদেশ জারি হবে। আজ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে।

দেশে এখন ১৪৮২টি শহুরে সমবায় ব্যাঙ্ক রয়েছে। রাজ্যগুলিতে উপস্থিত সমবায় ব্যাঙ্কের সংখ্যা ৫৮টি। এই ব্যাঙ্কগুলিতে প্রায় ৮ কোটি ৬০ লক্ষ অ্যাকাউন্ট রয়েছে। আমানতের পরিমাণ প্রায় ৪.৮৪ লক্ষ কোটি টাকা। এখন থেকে সরকারি, বেসরকারি ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে সব নিয়ম মেনে চলে, সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকেও সেই নিয়ম মেনে চলতে হবে। আরবিআই সরাসরি এই ব্যাঙ্কগুলির উপরে নজরদারি চালাবে। কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর বলেন, "এই সিদ্ধান্তে আমানতকারীরা নিশ্চিন্ত বোধ করবেন। তাঁরা মনে করবেন যে তাঁদের টাকা সুরক্ষিত।"

গত সেপ্টেম্বরে পঞ্জাব ও মহারাষ্ট্র কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে আর্থিক নয়ছয়ের ঘটনায় বহু গ্রাহক হেনস্থার শিকার হয়েছিলেন। ব্যাঙ্ক থেকে আমজনতার নিজের টাকা তোলার উপরেই ঊর্ধ্বসীমা জারি হয়। আরবিআই ওই ব্যাঙ্কের বোর্ড ভেঙে দিয়ে রাশ নিজেদের হাতে নেয়।

এখন সমবায় ব্যাঙ্কগুলি একইসঙ্গে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও কো-অপারেটিভ সংস্থার রেজিস্ট্রারের যৌথ নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। তার ফাঁক গলে বহু ব্যাঙ্কে জালিয়াতি, আর্থিক অনিয়মের ঘটনা ঘটেছে। চলতি বছরের গোড়ায় যে সব শহুরে সমবায় ব্যাঙ্ক বা আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক-এ আমানত ১০০ কোটি টাকার বেশি, সেখানে এক বছরের মধ্যে বোর্ড অব ম্যানেজমেন্ট তৈরির নির্দেশ দেয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে মজবুত করতে ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণ আইনেও সংশোধন করা হয়। বাজেটে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ঘোষণা করেন, সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধীনে আনা হবে। কিন্তু বাজেট অধিবেশনে সরকার বিল পাশ করাতে পারেনি। তাই এখন অধ্যাদেশ জারির সিদ্ধান্ত।

বাঘের দেহ

মুম্বই, ২৪ জুন: এলাকা দখলের লড়াইয়ে মৃত্যু হল একটি বাঘের। মহারাষ্ট্রের গড়চিরৌলির জঙ্গলে শুকনো নালায় বাঘের দেহটি পড়ে ছিল। অনুমান, এলাকা দখল নিয়ে অন্য একটি বাঘের সঙ্গে যুদ্ধে মৃত্যু হয়েছে এই বাঘটির। *সংবাদ সংস্থা*

রুশ বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে মস্কোতে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ। ভারতের হাতে দ্রুত এস-৪০০ মিসাইল সিস্টেম তুলে দেওয়ার ব্যাপারে রাজি হয়েছে রাশিয়া। মস্কো সফরে যাওয়া প্রতিরক্ষামন্ত্রী বুধবার এ কথা জানিয়েছেন। আগামী বছরের শেষে ওই মিসাইল সিস্টেম ভারতের হাতে আসার কথা ছিল। ভারত অন্তত ছয় মাস আগে তা রাশিয়াকে দিতে বলেছে। একই সঙ্গে মিগ২৯ ও সুখোই ৩০-এর মোট ৩৩টি বিমানের বরাতও রাশিয়াকে দিয়েছে দিল্লি। *পিটিআই*

পুরীর রথযাত্রা নিয়ে ফের নালিশ শীর্ষ আদালতে

নিজস্ব সংবাদদাতা

পারস্পরিক দূরত্ববিধি মেনে পুরীতে নিরাপদে রথযাত্রা করা হবে বলে সুপ্রিম কোর্টকে কথা দিয়েছিল ওড়িশা এবং কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু মঙ্গলবার মন্দির-শহরে যে ছবি দেখা গেল, তাতে প্রশ্ন উঠেছে, করোনা-আবহে স্বাস্থ্যবিধি মানা হল কতটা! রথযাত্রা কী ভাবে করা যাবে তা নিয়ে শীর্ষ আদালত যে নির্দেশ দিয়েছিল, তা-ও লঙ্ঘিত হয়েছে বলে অভিযোগ। বুধবার প্রধান বিচারপতি এস এ বোবডেকে ই-মেল করে এই অভিযোগ জানিয়েছে ভারতীয় বিকাশ পরিষদ নামে একটি সংগঠন।

মন্দির থেকে জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার রথারোহণ বা 'পাহুন্ডি বিজে' এবং রথযাত্রার ফুটেজ-সহ এই অভিযোগ করেছেন সংস্থার ওড়িশার সভাপতি সুরেন্দ্র পাণিগ্রাহী। পাশাপাশি, টুইট করেও তিনি প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে ওড়িশা সরকার এবং মন্দির কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলেছেন।

বুধবার সন্ধ্যায় ওড়িশার অতিরিক্ত মুখ্যসচিব তথা জগন্নাথ মন্দির ম্যানেজিং কমিটির ওয়ার্কিং কমিটির চেয়ারম্যান সুরেশ মহাপাত্র আনন্দবাজারকে বলেন, "পাহুন্ডি বিজের প্রাচীন পরম্পরা ও পদ্ধতি পাল্টানো সম্ভব ছিল না। শ্রীবিগ্রহ কোলে করে রথে তোলার সময়ে দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব নয়। তাই সেবায়েতরা কোভিড-মুক্ত এটা নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছি।"

সুরেশ আরও বলেন, "নজিরবিহীন ভাবে এ বার রথে গুটিকয়েক পুলিশ-সহ সর্বাধিক দশ জন সেবায়েত প্রথামাফিক ঘণ্টা, শিঙা বা সারথির কাছাকাছি উপস্থিত ছিলেন। রথ টানার সময়ে দূরত্ব ছিল। সুপ্রিম কোর্ট সর্বাধিক ৫০০ জনকে এক-একটি রথ টানার অনুমতি দিলেও ৪০০ জনের বেশি রথ টানেননি।"

আগামী সপ্তাহে জগন্নাথের বাহুড়া যাত্রা (উল্টোরথ)-এর আগে রথযাত্রার সঙ্গে যুক্ত আরও পাঁচ-ছ'হাজার জনের কোভিড-পরীক্ষা হবে বলে জানিয়েছেন সুরেশ। তাঁর কথায়, "রথের দিন ডিউটিতে থাকা পুলিশ, পুরকর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী, সেবায়েত সবারই কোভিড-পরীক্ষা হবে। কারা কোভিডমুক্ত নিশ্চিত হয়েই উল্টোরথের ডিউটি ঠিক করা হবে।"

এ দিন সন্ধ্যায় জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রাকে ফের পাহুন্ডির মাধ্যমে গুন্ডিচা মন্দিরে স্থাপন করা হয়। ৪ জুলাই নীলাদ্রি বিজের অনুষ্ঠানের পরে তাঁদের শ্রীমন্দিরে ফেরার কথা। গুন্ডিচা মন্দির আপাতত দুর্গের মতো ঘিরে রেখেছে প্রশাসন।

চিনা পণ্য বর্জনের ডাক বহাল, উঠছে নজর ঘোরানোর অভিযোগও

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন: কখনও শোনা যাচ্ছে, জাহাজ ভর্তি চিনা পণ্য বিশেষ ভাবে খতিয়ে দেখতে তা আটকেছেন শুল্ক দফতরের আধিকারিকেরা। আবার কখনও ব্যবসায় চিনা পণ্য বয়কটের জন্য দেশের প্রথম সারির শিল্পপতিদের আহ্বান জানাচ্ছে খুচরো ব্যবসায়ীদের সংগঠন সিএআইটি। লাদাখ সীমান্তে উত্তেজনা কমাতে ভারত-চিনের সেনা অফিসারেরা যতই বৈঠকে বসুন, এ দেশের রাস্তায় পড়শি মুলুকের পণ্য বয়কটের ডাক স্তিমিত হওয়ার লক্ষণ এখনও পর্যন্ত নেই।

এই আবহেই কর্মী সংগঠন এআইটিইউসি-র অভিযোগ, বিপর্যস্ত অর্থনীতি আর শ্রমিকদের দুর্দশা থেকে নজর ঘোরাতেই আসলে এই পণ্য বর্জনের 'নাটকে' পরোক্ষে উৎসাহ জোগাচ্ছে মোদী সরকার।

এর আগে চিনা পণ্য বর্জনের দাবিতে দিল্লির রাস্তায় ওই পড়শি মুলুকের জিনিসপত্র ডাঁই করে পুড়িয়েছে সিএআইটি। আজ আরও এক ধাপ এগিয়ে রিলায়্যান্স কর্ণধার মুকেশ অম্বানী, আদানি গোষ্ঠীর গৌতম আদানি, রতন টাটা-সহ দেশের প্রথম সারির ৫১ জন শিল্পপতিকে নিজেদের ব্যবসায় চিনা কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি বা পণ্য ব্যবহার না-করার আর্জি জানায় তারা। ই-কমার্সের পোর্টালে পণ্যের গায়ে তার উৎসস্থল লেখা বাধ্যতামূলক করায়, ওই সংগঠন অভিনন্দন জানায় কেন্দ্রকে। চিনা পণ্য বিরোধী নীতি এখনও জোরালো সরকারের অন্দরে। একাধিক মন্ত্রক ও দফতর চিনা পণ্য বয়কটের কথা বলেছে।

রয়টার্সের খবর, এ দিন চিনা পণ্যে বোঝাই জাহাজ আটকে তার পণ্য বিশেষ ভাবে খতিয়ে দেখেছেন শুল্ক আধিকারিকেরা। অনেকের আশঙ্কা, এর পাল্টা হিসেবে কর বসিয়ে ওষুধের কাঁচামালের দাম বাড়িয়ে দিতে পারে চিন। ভারতে ওষুধের কাঁচামালের ৭০-৭৫% আসে ওই দেশ থেকে।

চিনা পণ্য বয়কটের ডাককে নিছকই 'লোক-দেখানো' বলে মনে করছেন এআইটিইউসি-র সাধারণ সম্পাদক অমরজিৎ কউর। তাঁর প্রশ্ন, "কোন দেশের পণ্যে কেমন শুল্ক বসানো হবে তা তো সরকারের হাতে। মোদী সরকার যদি চিনা পণ্য সত্যিই আটকাতে চায়, তা তো প্রতিফলিত হওয়ার কথা তাদের নীতিতে। তার বদলে কিছু দিন আগে পর্যন্তও বিভিন্ন প্রকল্পে বরাত পেয়েছে নানা চিনা সংস্থা। গুজরাতে বল্লভভাই পটেলের বিশাল মূর্তি গড়তে ডাক পড়েছে চিনাদের। আত্মনির্ভরতার কথা বলে পরিকল্পনা করা হচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বেসরকারিকরণের!"

কড়া বার্তা নয়, ভিসা জট নিয়ে কথা চায় দিল্লি

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২৪ জুন: ডোনাল্ড ট্রাম্প ভিসার দরজায় খিল আঁটার হুঙ্কার ছাড়লেও, আশা ছাড়েনি দিল্লি। সূত্রের খবর, সেই কারণেই কড়া শব্দে প্রতিক্রিয়া দেওয়ার পথে হাঁটার বদলে বরং হোয়াইট হাউসের সঙ্গে আলোচনার দরজা খোলার চেষ্টা করছে তারা। তবে ইতিমধ্যেই মার্কিন প্রেসিডেন্টের ওই ঘোষণার আঁচ টের পেতে শুরু করেছে ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প। কর্মীদের একাংশই বলছেন, এর জেরে আমেরিকা থেকে যেমন অনেকে ফিরে আসতে বাধ্য হবেন, তেমনই দেশে এসে কাজের জন্য নতুন প্রজেক্ট জোগাড় করা কঠিন হবে তাঁদের পক্ষে।

ট্রাম্প জানিয়েছেন, করোনার জেরে বিধ্বস্ত অর্থনীতিতে মার্কিন মুলুকে বেকারত্ব চরমে। তাই অন্তত এ বছর আর নতুন করে চার ধরনের ভিসা দেওয়া হবে না। এইচ-১বি, এল, এইচ-২বি এবং জে। অথচ ফি বছর যত এইচ-১বি ভিসা দেওয়া হয়, তার অন্তত ৭০% থাকে ভারতীয়দের পকেটে। মূলত তার জোরেই বিভিন্ন সংস্থার প্রকল্পে কর্মী পাঠায় টিসিএস, কগনিজ্যান্ট, উইপ্রোর মতো তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা। এল-১ ভিসার ভরসায় ভারত থেকে কর্মীদের বদলি করে আমেরিকায় কাজে নিয়ে যায় সে দেশের মাটিতে ব্যবসা করা বিভিন্ন সংস্থাও।

তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীদের সংগঠন ফোরাম ফর আইটি অ্যান্ড আইটিইএস এমপ্লয়িজের কলকাতা শাখার সাধারণ সম্পাদক কিংশুক চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, যাঁদের ভিসা শেষের মুখে, এখন তাঁদের ফেরা ছাড়া উপায় নেই। তা ছাড়া, এই টালমাটাল অর্থনীতিতে বরাত না-থাকায় এমনিতেই ওই দেশে কাজ গিয়েছে অনেকের। এখন ভিসার এই কড়াকড়ির কারণে নতুন করে কাজের চেষ্টার বদলে ফিরে আসতে বাধ্য হবেন তাঁরা। কিন্তু সমস্যা হল, দেশে ফিরেও যে কাজ পাওয়া যাবে, তেমন প্রজেক্ট কই? বিধ্বস্ত অর্থনীতিতে খরচ বাঁচাতে অন্য সব কিছুর মতো তথ্যপ্রযুক্তি বাজেটও ব্যাপক কাটছাঁট করছে অধিকাংশ সংস্থা।

কিংশুক-সহ অনেকেই বলছেন, সাধারণত তথ্যপ্রযুক্তিতে বিপুল টাকা ঢালে ভ্রমণ, হোটেল, বিমান পরিবহণ, খুচরো বিক্রির (রিটেল) মতো ক্ষেত্রগুলি। কিন্তু করোনার আক্রমণে এর সবগুলিই পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র মুখ থুবড়ে পড়েছে। অবস্থা ভাল নয় আরও বহু ব্যবসার। তাই আপাতত খরচ বাঁচাতে তথ্যপ্রযুক্তির নতুন প্রজেক্ট শিকেয় তুলে রাখছে তারা। তাই মার্কিন মুলুক থেকে যাঁরা ফিরতে বাধ্য হবেন, চট করে অন্য কোনও দেশে তাঁদের পাঠানো শক্ত। আবার এ দেশেও নতুন প্রজেক্ট বাড়ন্ত হওয়ায়, ওই কর্মীদের অনেকেরই কাজ পাওয়া কঠিন হবে। চাপ বাড়বে দেশে কাজ করা কর্মীদের উপরেও।

সূত্রের খবর, এত কর্মীর রুজি-রুটি জড়িত বলেই ট্রাম্পের ঘোষণা নিয়ে এখনও পাল্টা সুর চড়ায়নি দিল্লি। ২০১৮ সালে তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ বলেছিলেন, এইচ-১বি ভিসায় হাত দেওয়ার আগে যেন ট্রাম্প এবং নরেন্দ্র মোদীর ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের কথা মনে রাখে আমেরিকা। দিন দশেক আগে বিদেশসচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা বলেছেন, করোনার এই কঠিন সময়েও মার্কিন মুলুকে স্বাস্থ্য-শিক্ষার মতো ক্ষেত্রে ভারতীয়রা যে ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন, হোয়াইট হাউস যেন তা না-ভোলে। এর বাইরে হিউস্টনে 'হাউডি মোদী' কিংবা আমদাবাদে 'নমস্তে ট্রাম্প'-এর মতো মেগা ইভেন্ট তো আছেই।

এত কিছুর পরেও ভিসা নিয়ে ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তে তাই স্বাভাবিক ভাবেই খুশি নয় দিল্লি। সূত্রের খবর, আপাতত এ নিয়ে পাল্টা তোপ না-দেগে বরং বিষয়টি নিয়ে আলাদা ভাবে আলোচনায় বসতে মার্কিন প্রশাসনকে আহ্বান জানিয়েছে তারা। চিন্তা, ওই সমস্ত ভিসার ভরসায় আমেরিকায় থাকা ভারতীয় পরিবারের সদস্যদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া নিয়েও।

ভিসা-সিদ্ধান্তের বিরোধিতা অবশ্য ক্রমশ দানা বাঁধছে খাস মার্কিন মুলুকে। গুগলের মূল সংস্থা অ্যালফাবেটের সিইও সুন্দর পিচাই, অ্যাপলের কর্ণধার টিম কুক, মাইক্রোসফটের শীর্ষ কর্তা সত্য নাদেল্লা থেকে শুরু করে টেসলার এলন মাস্ক— সকলেই এই সিদ্ধান্তের বিরোধী। সস্তার দক্ষ শ্রমিক খুইয়ে ব্যবসার খরচ বৃদ্ধির আশঙ্কায় ক্ষুব্ধ সে দেশের শিল্প সংস্থাগুলির একাংশ। কিন্তু আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পর্যন্ত বা তার পরেও বিধ্বস্ত অর্থনীতি ও বেকারত্ব বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে আমেরিকা এই কড়াকড়িই বজায় রাখবে কি না, তা নিয়ে চিন্তিত তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প।

গাড়ি বেচে অক্সিজেন বিলি আব্বাসদের

মুম্বই, ২৪ জুন: অক্সিজেনের অভাবে চোখের সামনে খুড়তুতো বোনটাকে ছটফট করতে করতে মরে যেতে দেখেছিলেন আব্বাস রিজভি। ৬ মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিল মেয়েটি। সেখান থেকেই ভাবনাটা মাথায় আসে। শ্বাসকষ্টে ভুগতে থাকা করোনা রোগীদের জন্য এখন বিনামূল্যে অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে দৌড়চ্ছেন মুম্বইয়ের এই তরুণ। সঙ্গী ৩১ বছরের বন্ধু শাহনওয়াজ হুসেন। পুঁজি স্বল্প। অক্সিজেন জোগাতে নিজের গাড়িও বেচে দিয়েছেন শাহনওয়াজ।

তিনি বললেন, "শহরের হাসপাতালে ভিড় উপচে পড়ছে। শয্যা আর অক্সিজেন সিলিন্ডারের জন্য হাহাকার পড়ে গিয়েছে। সব কিছু দেখে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।" দিন হোক বা রাত, ধনী বা দরিদ্র, হিন্দু-মুসলমান যে-ই হোক না কেন, ডাক পড়লেই অক্সিজেন নিয়ে পৌঁছে যাচ্ছেন ওঁরা। পাশাপাশি, ৪৮ ঘণ্টার জন্য বিনামূল্যে অক্সিজেন ট্যাঙ্ক মিলবে ওঁদের কাছেই।

যে-ভাবে, যত দিন পারে বিনামূল্যে অক্সিজেন বিলি চালিয়ে যেতে চান দুই বন্ধু। শুধু চান, আব্বাসের বোনের মতো আর কেউ যেন অক্সিজেনের অভাবে না-মরে।

সংবাদ সংস্থা

বেসরকারি সংস্থাকে আকাশ ছোঁয়ার ছাড়

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন: ঘোষণা আগেই করেছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। আজ সরকারি ভাবে উপগ্রহ ও মহাকাশ নির্ভর পরিষেবার ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থার অংশগ্রহণে ছাড়পত্র দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা।

এই ছাড়পত্রের ফলে পরিষেবার উন্নতির জন্য ইসরোর পরিকাঠামো ব্যবহার করতে পারবে বেসরকারি সংস্থা। তবে তা করা যাবে সরকারি নির্দেশাবলি মেনেই। মোদী সরকারের আশা, এর ফলে আন্তর্জাতিক মহাকাশ অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারবে ভারত। আগামী দিনে ভারত আন্তর্জাতিক স্তরে প্রযুক্তির ভরকেন্দ্রে পরিণত হবে, যার ফলে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।

আজ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় ন্যাশনাল স্পেস প্রোমোশন অ্যান্ড অথরাইজ়েশন সেন্টার (ইন-স্পেস) গঠনে ছাড়পত্র দেওয়া হয়। নতুন ওই বোর্ডের কাজ হবে— বেসরকারি সংস্থার জন্য নীতি নির্ধারণ করা, তাদের মহাকাশ গবেষণায় যোগ দিতে উৎসাহিত করা। তবে পরমাণু ও মহাকাশ দফতরের প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংহ আশ্বাস দিয়েছেন, আগামী দিনে মহাকাশ গবেষণার প্রয়োজনে কোন মিশন হবে, তা স্থির করার ক্ষমতা ইসরোর হাতেই থাকছে। কেন্দ্রের ধারণা, এই সংস্কারমুখী সিদ্ধান্তের ফলে এক দিকে মহাকাশের বিভিন্ন প্রকল্পে বেসরকারি সংস্থাগুলি অংশ নিতে পারবে। তেমনই ইসরো-ও গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজে আরও বেশি নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং নভঃশ্চর পাঠানো-সহ মহকাশ অভিযানে মনোযোগ দিতে পারবে।

আজ টুইট করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, "সংস্কারমুখী পদক্ষেপ অব্যাহত। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা মহাকাশ ক্ষেত্রে সংস্কারের সিদ্ধান্ত নিয়ে দেশকে স্বনির্ভর ও প্রযুক্তিগত উন্নতির পথে এক ধাপ এগিয়ে দিল। যা মহাকাশ গবেষণায় বেসরকারি সংস্থাকে এগিয়ে আসতে উৎসাহিত করবে।"

দিল্লিকে রুখতেই গালওয়ান-ছক

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন: প্রায় ষাট বছর গালওয়ান উপত্যকা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায়নি বেজিং। হঠাৎ কেন তা দখলের জন্য হাজার হাজার লালফৌজের সমাবেশ এবং হিংস্র আক্রমণ? প্রশ্নটির উত্তর খুঁজতে গিয়ে নয়াদিল্লিতে বিদেশ মন্ত্রকের আধিকারিকেরা দেখছেন, স্পর্শকাতর তিব্বত-জিংঝিয়াং হাইওয়ে থেকে ভারতীয় সেনাকে দূরে রাখতেই এই কৌশল নেওয়া হয়েছিল। সূত্রের বক্তব্য, পরস্পরের চোখে চোখ রাখা অবস্থান থেকে পিছিয়ে যাওয়ার সমঝোতা সাময়িক। আপাতত সেনা পিছিয়ে গেলেও ভারত-চিন সম্পর্কে একটি স্থায়ী ক্ষত হয়ে দাঁড়াল গালওয়ান।

নয়াদিল্লিকে নিশানা করে আজই চিনের বিদেশ মন্ত্রক বলেছে, লাদাখে ১৫ জুন রাতের ঘটনা নিয়ে ভারতের বিদেশ ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রক মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে। ইঙ্গিত স্পষ্ট, গালওয়ান উপত্যকাকে মে মাসের আগের অবস্থায় নিয়ে যেতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে ভারতকে।

তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে, সত্তর বছরের কূটনৈতিক সম্পর্কে এই প্রথমবার বেজিং দাবি করেছে, গালওয়ান উপত্যকায় চিনের সার্বভৌমত্ব রয়েছে। উনিশ শতকে পশ্চিমের ভূপর্যটকদের গাইডের কাজ করা গুলাম রসুল গালওয়ানের নামে এই উপত্যকার নামকরণ। পর্যটকেরা এখান থেকে যেতেন তিব্বত এবং জিংঝিয়াং-এর উইঘুর স্বায়ত্তশাসিত এলাকায়। কয়েক দশকে তিব্বতি এবং উইঘুরদের আন্দোলন নির্দয় ভাবে দমন করেছে চিন— এমনটাই দাবি সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের। এই জিংঝিয়াং এবং তিব্বতের মধ্যে হাইওয়ে বানানো হয় ১৯৫১ থেকে ১৯৫৭ সালের মধ্যে যা আকসাই চিনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে।

গত বছরের অগস্টে নরেন্দ্র মোদী সরকার লাদাখকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ঘোষণা করার পর নড়েচড়ে বসে বেজিং। তাদের কাছে এই এর একটাই অর্থ, আকসাই চিন দখলের জন্য পদক্ষেপ করছে নয়াদিল্লি। চিনের তরফে সমালোচনা শুরু হয়। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর তড়িঘড়ি বেজিং গিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেন, এটি ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়, চিনের সীমান্তবর্তী বিতর্কিত ভূখণ্ড আগ্রাসনের কোন পরিকল্পনা নয়াদিল্লির নেই। তবে তাতে কাজ হয়নি। বেজিংয়ের বক্তব্য, চিনের সার্বভৌমত্বকে খাটো করার জন্য ভারত ঘরোয়া আইন পরিবর্তন করেছে।

এর পরে পূর্ব লাদাখে ভারতের রাস্তা এবং পরিকাঠামো তৈরির বিষয়টিকে আটকানোর মরিয়া চেষ্টা শুরু করে বেজিং। কারণ, তারা মনে করে, লাদাখকে নিয়ে ভারতের ঘোষণা এবং রাস্তা-পরিকাঠামো তৈরির সংযোগ রয়েছে। গালওয়ান দখলের সিদ্ধান্ত তখনই নেওয়া হয় যাতে ভারতীয় সেনাকে আকসাই চিন এবং জিংঝিয়াং-তিব্বত হাইওয়ে থেকে দূরে রাখা যায়।

পাশাপাশি, হিমাচলে তিব্বতের নির্বাসিত সরকার, দলাই লামা এবং ভারতে বসবাসকারী তিব্বতিদের নিয়ে চিনের আতঙ্ক রয়েছে। কূটনীতিকেরাও মনে করেন, ভারতও সুবিধামত তিব্বতি তাস খেলে থাকে চিনের বিরুদ্ধে। তবে শুধু তিব্বতই মাথাব্যথার কারণ নয়। উইঘুর মুসলমানদের দমন করছে চিনের সরকার— এই অভিযোগে সরব আমেরিকাও। আর বেজিং যখন গালওয়ান দখলের পরিকল্পনা করেছে, তখন আমেরিকার সঙ্গে ভারতের সখ্য বেড়ে যাওয়ার বিষয়টিও নজরে রেখেছে তারা। এই সব হিসেব থেকেই গালওয়ানের স্থিতাবস্থা ভঙ্গ করার পরিকল্পনা।

পনেরো হাজার কোটি ডেয়ারি ও পশুপালনে

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন: আত্মনির্ভর ভারত অভিযান-এর আরও এক প্রকল্পে সরকারি সিলমোহর বসল। ডেয়ারি, মাংস প্রক্রিয়াকরণ, পশু খাদ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে বেসরকারি লগ্নি টানতে পশুপালনের পরিকাঠামো উন্নয়নে ১৫ হাজার কোটি টাকার তহবিল তৈরির সিদ্ধান্ত নিল মোদী স

এক নজরে

স্মার্টফোন নেই, আত্মঘাতী ছাত্র

লকডাউনে ক্লাস চলছে স্মার্টফোনে, হোয়াটসঅ্যাপে। পরীক্ষাও হয়েছে অনলাইনে। অতি দরিদ্র বাবা স্মার্টফোন কিনে দিতে না-পারায় পরীক্ষা দেওয়া হয়নি ছেলের। সেই দুঃখের কথা লিখে রেখে মঙ্গলবার গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হল অসমের দশম শ্রেণির এক ছাত্র। চিরাঙ জেলার রুনিখাটার ঘটনা। পুলিশ জানাচ্ছে, পরীক্ষা দিতে না-পেরে ভেঙে পড়েছিল ওই ছাত্র। সুইসাইড নোটে হতাশার কথা লিখে মঙ্গলবার শালবাড়ি গ্রামে বাড়ির কাছে একটি গাছে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে সে। ছাত্রটির বাবা জাপান নার্জারি দিনমজুরি করেন। লকডাউনে পরিবারের সকলের পেট চালানোই অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছেলের স্মার্টফোনের 'প্রয়োজন' পূরণ করতে পারেননি। পুত্রহারা বাবার আর্তি, এই ধরনের প্রযুক্তিনির্ভর পঠনপাঠন গরিব পরিবারের আয়ত্তের বাইরে। অনলাইন শিক্ষার বিকল্প কিছু ভাবা হোক।

রং বিতর্কে ইতি

পাত্র-পাত্রীর সন্ধান দেওয়ার জন্য দেশজোড়া খ্যাতি এই বিবাহ-বন্ধনীর সাইটটির। কিন্তু সম্প্রতি বর্ণবিদ্বেষ সংক্রান্ত বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিল তারা। অনলাইনে বিশ্ব জুড়ে প্রতিবাদ শুরু হয় সংস্থাটির বিরুদ্ধে। শেষমেশ নিজেদের ভুল স্বীকার করে সার্চ অপশন থেকে বিতর্কিত 'চামড়ার রং'-এর ফিল্টার বাদ দিয়েছে ওই ওয়েবসাইটটি। সম্প্রতি সংস্থাটি নিজেদের ওয়েবসাইটে এমন একটি অপশন সংযোজন করে, যেখানে কোনও পুরুষ বা মহিলার গায়ের রং কী ধরনের, সেটাও বাছাই করার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছিল ব্যবহারকারীদের। অনলাইনে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। চাপের মুখে দিন কয়েক আগে চামড়ার রং সংক্রান্ত সার্চ ফিল্টার সরিয়ে নেয় ওই সংস্থাটি।

বিহারে তৎপরতা

বিহারে বিধান পরিষদের ৯টি আসনে ভোট হবে ৬ জুলাই। তার আগে বড় ধাক্কা খেয়েছে লালুপ্রসাদ যাদবের দল। আরজেডির ৫ বিধান পরিষদ সদস্য (এমএলসি) মঙ্গলবার নীতীশ কুমারের জেডিইউয়ে যোগ দিয়েছেন। এতে রাবড়ী দেবী বিধান পরিষদের বিরোধী নেত্রীর মর্যাদা খুইয়েছেন। এ দিন আরজেডির হয়ে মনোনয়পত্র জমা দেন মহম্মদ ফারুক, রামবলী সিংহ ও সুনীলকুমার সিংহ। কংগ্রেসের মুখপাত্র শক্তিসিন গোহিল জানিয়েছেন, তারিক আনোয়ারকে প্রার্থী করার বিষয়ে অনুমোদন দিয়েছেন কংগ্রেস সভানেত্রী সনিয়া গাঁধী। বিজেপি তাদের দুই প্রার্থীর নাম জানিয়েছে। জেডিইউ ঘোষণা করেছে তিন প্রার্থীর নাম।

খুলছে বহির্বিভাগ

বৃহস্পতিবার থেকে খুলে যাচ্ছে এমসের বহির্বিভাগ। রোগীদের করোনা সংক্রমণ ছড়ানোর আশঙ্কায় গত মার্চ মাসে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল বহির্বিভাগ। হাসপাতালের মিডিয়া কোঅর্ডিনিটর বিশ্বনাথ আচারিয়া বলেন, রোগীদের সমস্যা হচ্ছিল। তাই তিন মাস বন্ধ রাখার পরে বহির্বিভাগ খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রথমে কেবল পুরনো রোগীদের দেখা হবে সেখানে। সংক্রমণ এড়াতে প্রতিটি বিভাগে শুরুতে ১৫ জন করে রোগী দেখা হবে। পরে সংখ্যাটি বাড়ানো হবে।

চার জঙ্গি ধৃত

জম্মু-কাশ্মীরের বারামুলা জেলার সোপোর থেকে চার লস্কর-ই-তইবা জঙ্গিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বুধবার জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের মুখপাত্র জানিয়েছেন, তদন্তে জানা গিয়েছে ধৃত চার জন পুটখা থানায় গ্রেনেড হামলা চালিয়েছিল। ফৈয়াজ আহমেদ ওয়ার নামে এক কট্টর লস্কর জঙ্গি ওই চার জনকে গ্রেনেড হামলা চালানোর নির্দেশ দিয়েছিল। এ ছাড়াও ধৃতেরা উপত্যকায় জঙ্গিদের আশ্রয়-সহ নানা ভাবে সাহায্য করত।

শাহের সাফল্য

মণিপুরে এনপিপি-কে সঙ্গে নিয়ে কংগ্রেসের সরকার গড়ার চেষ্টা কার্যত ভেস্তে দিলেন অমিত শাহ। দিল্লি নিয়ে গিয়ে চার এনপিপি বিধায়ককে ফের বিজেপি শিবিরে ফিরিয়ে এনেছেন বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি অমিত। মণিপুরের বিজেপি জোট সরকারের মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে এঁরা কংগ্রেসকে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

একটি হোটেলের ব্যাঙ্কোয়েট হলকে অস্থায়ী আইসোলেশন সেন্টার করা হয়েছে। সেখানেই খেলার জায়গা সাজাতে ব্যস্ত এক হোটেল কর্মী। বুধবার নয়াদিল্লিতে। *পিটিআই*

৩ লক্ষ শিশুমৃত্যুর আশঙ্কা দেশে, বলছে ইউনিসেফ

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন: করোনার কামড়ে কাজ হারিয়ে ভারতের বিপুল সংখ্যক মানুষের ফের দারিদ্রসীমার নীচে ফিরে যেতে পারেন, সে সম্ভাবনার কথা আগেই তুলে ধরেছে রাষ্ট্রপুঞ্জ। এ বার ইউনিসেফের সমীক্ষায় উঠে এল অতিমারির থাবায় শৈশব ছারখার হওয়ার আশঙ্কা।

ওই সমীক্ষা অনুযায়ী, করোনার জেরে মাসের পর মাস স্কুল বন্ধ থাকার প্রভাব সরাসরি পড়ছে এ দেশের প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্কুলের ২৪.৭ কোটি পড়ুয়ার উপরে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে যে ২.৮ কোটি শিশু প্রাক-স্কুল পড়াশোনা করে, এই রোগের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে তাদের উপরেও। জন হপকিন্স ব্লুমবার্গ স্কুল অব পাবলিক হেল্‌থের সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুযায়ী, করোনার কারণে নিয়মিত ডাক্তারি চেকআপ এবং বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক দেওয়ার কাজ ধাক্কা খাওয়ায় শুধু ভারতেই ৬ মাসে মারা যেতে পারে ৩ লক্ষ শিশু!

ভাল নেই করোনা হানা দেওয়ার ঠিক আগে স্কুলের গণ্ডি পেরনো ৬০ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীও। তাদের কেউ বিদ্যুৎ বা ইন্টারনেটের অভাবে অনলাইন পড়াশোনার চৌহদ্দির বাইরেই থেকে যাচ্ছেন, অনেককে পড়তে হচ্ছে অবসাদ কিংবা বাড়িতে তিতিবিরক্ত অভিভাবকের খপ্পরে।

করোনায় স্কুল বন্ধ থাকার সময়ে ডিজিটাল পড়াশোনায় জোর দেওয়ার কথা গোড়া থেকেই বলছে কেন্দ্র। এ জন্য বিভিন্ন অ্যাপ, পোর্টাল, এমনকি টিভি চ্যানেলও চালু করেছে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক। বিকল্প শিক্ষা-নির্ঘণ্ট তৈরি করেছে এনসিইআরটি। সেই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েও ইউনিসেফের আশঙ্কা, ভারতে ইন্টারনেট ব্যবহার করে মাত্র ২৪ শতাংশ পরিবার। দেশের বহু প্রত্যন্ত প্রান্তে নেট সংযোগ তো দূর, দিনভর নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সংযোগই পৌঁছয়নি এখনও। ডিজিটাল শিক্ষার সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে গ্রাম-শহর আর ছেলে ও মেয়ের মধ্যে বৈষম্যও যথেষ্ট। এ সবেরই খেসারত পড়ুয়াদের দিতে হচ্ছে বলে সমীক্ষায় দাবি।

স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়— সমস্ত স্তরের পড়ুয়াদের এক বড় অংশ দীর্ঘ দিন ধরে বলছেন, কেন্দ্র জোর করে ডিজিটাল পড়াশোনা এবং অনলাইন পরীক্ষা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে ঠিকই। কিন্তু দেশের বহু জায়গায় নেট এবং বিদ্যুৎ অমিল। অনেকের সামর্থ্য নেই ল্যাপটপ, স্মার্টফোন কেনার। স্মার্টফোন থাকলেও নিয়মিত ইন্টারনেট ডাটা জোগানোর সামর্থ্য নেই। স্কুল-কলেজ ছুটি থাকায় বাড়ির কাজে হাত লাগাতে হয়েছে বহু ছাত্রীকে। অনেকের বাড়িতে বাবা-মা দু'জনে কাজে বেরোলেও তাই নেট-নির্ভর পড়াশোনায় ক্রমাগত পিছিয়ে পড়া প্রবল চাপ তৈরি করছে তাঁদের মনে। সেই আশঙ্কার প্রতিফলন এ দিন দেখা গেল ইউনিসেফের সমীক্ষাতেও।

বিধ্বস্ত অর্থনীতিতে বাড়ির রোজগেরে কাজ খোয়ালে স্কুলে যাওয়াও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অনেকের। বহু শিশু বাধ্য হচ্ছে রোজগারের দায় নিজের কাঁধে তুলে নিতে। বাড়ছে শিশুশ্রম, বালিকা বিবাহও। বাড়িতে তিতিবিরক্ত বড়দের খারাপ ব্যবহার, এমনকি মারধরেরও শিকার হচ্ছে তারা। ২০ মার্চ থেকে ১০ এপ্রিলের মধ্যে চাইল্ডলাইনে আসা ফোনের সংখ্যা বেড়েছে ৫০ শতাংশ!

অতিমারির কোপ পড়ছে স্বাস্থ্যেও। অধিকাংশ জায়গায় বন্ধ কিংবা নিদেন পক্ষে থমকে থাকছে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কিংবা প্রতিষেধক দেওয়ার কর্মসূচি। আয়ে কোপ পড়ায় পারিবারিক অনটনের কারণে ঘাটতি হচ্ছে খাবারে। বাড়ছে অপুষ্টি। বিশেষত মেয়েদের। পরিস্থিতি এতটাই ভয়ঙ্কর যে, এর ফলে আগামী দিনে সদ্যোজাত মৃত্যুর হারও লাফিয়ে বাড়ার সম্ভাবনা।

ভারতে ইউনিসেফের প্রতিনিধি ইয়াসমিন আলি হকের মতে, শুধু ভাইরাসের আক্রমণ নয়, করোনায় দীর্ঘমেয়াদি শারীরিক-মানসিক ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে বহু শিশুর। তাদের বেড়ে ওঠা থেকে শিক্ষা— থমকে যাচ্ছে সব কিছুই। এই ভয়াল ছবি অবশ্য পুরো দক্ষিণ এশিয়াতেই। সমীক্ষা অনুযায়ী, সেখানে এর মাসুল গুনতে হচ্ছে ৬০ কোটি শিশুকে। ইউনিসেফের দক্ষিণ এশীয় ডিরেক্টরের মতে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ৬ মাসে ৪.৫৯ লক্ষ শিশু এবং মায়েদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারে শুধু প্রতিষেধক, পুষ্টি আর স্বাস্থ্য পরিষেবার অভাবই।

আক্রান্ত ১৬ হাজার, দিল্লি জুড়ে পরীক্ষা

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন: এক দিনে প্রায় ষোলো হাজার নতুন কোভিড রোগী। ভারতে মোট রোগীর সংখ্যা ৪.১০ লক্ষ ছিল গত রবিবার। আজ তা ৪.৫৬ লক্ষে পৌঁছল। অর্থাৎ ৪৫ হাজারেরও বেশি রোগী বাড়ল মাত্র ৩ দিনে। সেই সঙ্গে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৪৬৫ জনের মৃত্যু। নরেন্দ্র মোদী সরকারের চিন্তা বাড়ানোর মতো নিত্যনতুন নজির তৈরি হচ্ছে রোজ।

আজ সকালে দেওয়া পরিসংখ্যানে স্বাস্থ্য মন্ত্রক বলেছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ১৫,৯৬৮ জন নতুন রোগী মিলেছে গোটা দেশে। ৩,৭৮৮ জন রোগী বেড়েছে দিল্লিতে, বলছে সরকারি হিসেব। আজ রাত পর্যন্ত আসা নতুন সংক্রমণের হিসেব ধরলে দিল্লিতে মোট রোগীর সংখ্যা মুম্বইকেও ছাপিয়ে গিয়েছে বলে সূত্রের দাবি। ৬ জুলাইয়ের মধ্যে দিল্লির প্রতিটি বাড়ির বাসিন্দাদের কোভিড পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এর মধ্যে ২৬১টি কন্টেনমেন্ট জোনে পরীক্ষা সেরে ফেলা হবে ৩০ জুনের মধ্যে।

জেলা স্তর পর্যন্ত পুরো পরিকল্পনা ঢেলে সাজছে দিল্লি। টাস্ক ফোর্সের নেতৃত্বে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীবাল স্বয়ং। ডিসি পর্যায়ের পুলিশকর্তাদের মাঠে নামিয়ে কন্টেনমেন্ট এলাকায় সিসিটিভি-র মাধ্যমে নজরদারি ও বাসিন্দাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের কথা ভাবা হয়েছে। রাজধানীর পরিস্থিতি সামলাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আগেই সক্রিয় হয়েছেন। তা সত্ত্বেও উপরাজ্যপাল অনিল বৈজলের নানা নির্দেশ নিয়ে তাঁর সঙ্গে বিরোধ বাধছে দিল্লি সরকারের। দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসৌদিয়া বলেছেন, "এটা অমিত শাহের মডেলের সঙ্গে অরবিন্দ কেজরীবালের মডেলের সংঘাতের সময় নয়। এমন একটা ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে, যাতে মানুষের সমস্যা না-হয়।" এর আগে কোভিড রোগীদের বাধ্যতামূলক প্রাতিষ্ঠানিক কোয়রান্টিনের নির্দেশ দিয়েও রাজ্যের আপত্তিতে তা ফিরিয়েছিলেন বৈজল। কিন্তু এ বার তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, সমস্ত রোগীকে সরকারি কোয়রান্টিন কেন্দ্রে গিয়ে স্বাস্থ্যপরীক্ষা করাতেই হবে। এই নির্দেশ প্রত্যাহারের আর্জি জানিয়ে গত কাল বৈজলকে চিঠি লেখার পরে আজ অমিতকেও চিঠি পাঠান সিসৌদিয়া। লেখেন, রোগীদের স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্য লম্বা লাইনে দাঁড় করানো অনুচিত। পরীক্ষা হোক রোগীর বাড়িতেই।

দেশে অ্যাক্টিভ রোগীর সংখ্যা ১,৮৩,০২২। সুস্থের সংখ্যা অবশ্য আড়াই লক্ষ পেরিয়েছে। ২,১৫,১৯৫টি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে গত ২৪ ঘণ্টায়। আইসিএমআর বলেছে, সারা দেশে করোনার উপসর্গযুক্ত সমস্ত মানুষের পরীক্ষা করানো ও কনট্যাক্ট ট্রেসিংয়ে জোর দেওয়া এখন অবশ্য প্রয়োজন। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ তাঁর প্রশাসনের কর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন, দ্রুত প্রশিক্ষণ দিয়ে এক লক্ষ ভাইরাস-স্ক্রিনিং টিম তৈরি করে ফেলতে হবে। হায়দরাবাদের সংস্থা হেটেরো এ দিন জানিয়েছে, তাদের তৈরি রেমডেসিভিয়ারের একটি ভায়ালের দাম হবে ৫৪০০ টাকা। আর এক সংস্থা সিপলা অবশ্য জানিয়েছে, তাদের ওষুধের দাম ৫০০০ টাকার নীচেই থাকবে। পতঞ্জলির ওষুধ নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই তামিলনাড়ু সরকারের দাবি, উপসর্গহীন ও মৃদু উপসর্গের কোভিড রোগীদের ক্ষেত্রে সেই রাজ্যের প্রাচীন 'সিদ্ধা' চিকিৎসা পদ্ধতি ১০০ শতাংশ কাজ দিয়েছে।

সংবাদ সংস্থা

দেশে আক্রান্ত
৪,৫৬,১৮৩
মৃত ১৪,৪৭৬
সুস্থ ২,৫৮,৬৮৪
(বুধবারের করোনা বুলেটিন। সূত্র: কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক)

কেদারে প্রতিবাদী পূজারী

দেহরাদুন, ২৪ জুন: বারো দিন ধরে খালি গায়ে কেদারনাথ মন্দিরের সামনে বসে আছেন তিনি। চারধামের মন্দিরের কাজকর্মে পুরোহিতদের কোণঠাসা করে সরকার খবরদারি করতে চাইছে বলে তাঁর অভিযোগ। সন্তোষ ত্রিবেদী নিজে এক জন পুরোহিত। মন্দিরের সামনে বসেই তাঁর প্রতিবাদ চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

গত ডিসেম্বর মাসে উত্তরাখণ্ড সরকার চারধাম মন্দিরের ম্যানেজমেন্ট বোর্ড সংক্রান্ত বিল পাশ করে বিধানসভায়। শীতকালীন অধিবেশনের শেষ দিনে বিলটি পাশ হয় নামকরণে একটি পরিবর্তন সমেত। কী সেই পরিবর্তন? বিলে চারধাম শ্রাইন ম্যানেজমেন্ট-এর বদলে লেখা হয় চারধাম দেবস্থানম ম্যানেজমেন্ট। সেই মোতাবেক চারধাম মন্দির-সহ রাজ্যের মোট ৫১টি মন্দিরের জন্য গড়ে দেওয়া হয় চারধাম দেবস্থানম ম্যানেজমেন্ট বোর্ড। পুরোহিতদের বক্তব্য, তাঁদের কার্যত অন্ধকারে রেখে সরকার তার সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়েছে।

সন্তোষ ত্রিবেদী ধর্না দিয়েছেন। চারধাম মন্দিরের অন্য পুরোহিতরাও শীঘ্রই প্রতিবাদে শামিল হবেন বলে জানিয়েছে পুরোহিতদের সংগঠন, দেবভূমি তীর্থ পুরোহিত হাখাকুধারি মহাপঞ্চায়েত। বিজেপি-শাসিত রাজ্যে এ ভাবে পুরোহিতদের সরব হওয়াটা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

কেদারনাথ তীর্থ পুরোহিত মহাসভার প্রেসিডেন্ট বিনোদ শুক্ল জানান, ১২ জুন থেকে সন্তোষ মন্দিরে প্রার্থনার সময় দিনে তিন বার করে খালি গায়ে ধ্যানে বসছেন। নতুন বোর্ড সাসপেন্ড করা হোক, এটাই দাবি। দেবভূমি তীর্থ পুরোহিত মহাপঞ্চায়েতের মুখপাত্র ব্রিজেশ সতী জানালেন, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী ও বদ্রীনাথের পুরোহিতরাও প্রতিবাদে যোগ দেবেন বলে আলোচনা করছেন। নভেম্বর থেকে তাঁরা সরকারকে তাঁদের আপত্তির কথা জানিয়ে আসছেন। তার পরেও নতুন বোর্ড তৈরি হয়েছে। মন্দিরে ভক্তদের দানধ্যানের দিকে তাকিয়ে সরকার তার নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে চাইছে বলে অভিযোগ।

নবগঠিত দেবস্থানম ম্যানেজমেন্ট বোর্ড-এর সিইও রবিনাথ রমন বলেন, "প্রতিবাদ করাটা পুরোহিতদের গণতান্ত্রিক অধিকার। তা নিয়ে আমি মন্তব্য করব না। কিন্তু নতুন সরকারি বোর্ড সরকারি আইন মোতাবেক গঠিত হয়েছে।"

সংবাদ সংস্থা

অনুদানের যুক্তি

লখনউ, ২৪ জুন: করোনা পরিস্থিতিতে গুটখা বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারির আর্জি নিয়ে চলতি সপ্তাহেই ইলাহাবাদ হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা করেছিলেন এক ব্যক্তি। সেখানে 'রজনীগন্ধা' পানমশলার নির্মাতা ধর্মপাল সত্যপাল লিমিটেড হলফনামায় জানিয়েছে, চলতি পরিস্থিতিতে নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে তারা সচেতন। ইতিমধ্যেই পিএম কেয়ার্স তহবিলে সংস্থার তরফ থেকে ১০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। করোনা মোকাবিলায় যুক্ত বিভিন্ন সংস্থাকে আরও ১০ কোটি টাকা অনুদান দেওয়ার কথাও জানিয়েছে ওই সংস্থাটি। পাশাপাশি চিকিৎসকদের জন্য নয়ডায় থাকা, খাওয়ার বন্দোবস্ত এবং দুঃস্থদের খাবারের জোগান দিতে গুরুদ্বার প্রবন্ধক সমিতিকে সহায়তার কথাও জানিয়েছে পানমশলা নির্মাতা সংস্থাটি। সোমবারই জনসমক্ষে এসেছে সেই হলফনামাটি।

জনসুরক্ষায় ২৫ মার্চ উত্তরপ্রদেশ সরকার পানমশলা বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারও সমস্ত রাজ্যকে সতর্ক করে। যদিও গত ৬ মে যোগী সরকার সেই নিষেধাজ্ঞা তুলেও নেয়।

সংবাদ সংস্থা

পরীক্ষা কি বাতিল? মন্ত্রীর টুইটে আশা

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন: ইউজিসি-র নির্দেশিকা ছিল — করোনা-পরিস্থিতিতে বাকি পরীক্ষা না-হলেও কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত বর্ষের পড়ুয়াদের শেষ সিমেস্টারটি দিতেই হবে। সেই নির্দেশিকা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিলেন মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশঙ্ক। খতিয়ে দেখতে বলেছেন শিক্ষা নির্ঘণ্টও। বুধবার টুইটে এ কথা জানিয়েছেন তিনি।

পড়ুয়াদের একাংশের ধারণা, এর মাধ্যমে আসলে ওই পরীক্ষা বাতিলের ইঙ্গিত দিয়েছেন মন্ত্রী। পিছিয়ে যেতে পারে ক্লাসে ফেরার সময়ও। তাই এ বার দাবি উঠছে এই কঠিন পরিস্থিতিতে বাকি পরীক্ষাও বাতিল কিংবা পিছিয়ে দেওয়া হোক।

আগে জানানো হয়েছিল, স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর স্তরে বাকি পরীক্ষা দিতে না-হলেও, শেষ সিমেস্টারে বসতেই হবে চূড়ান্ত বর্ষের পড়ুয়াদের। এ-ও বলা হয়েছিল, যে যে রাজ্যে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হবে, সেখানে জুলাইয়ে ওই পরীক্ষা নেওয়ার বন্দোবস্ত করা যেতে পারে। কিন্তু লকডাউন ওঠার পর থেকে করোনা-আক্রান্ত এবং মৃতের সংখ্যা লাফিয়ে বাড়তে থাকায় প্রশ্ন দানা বাঁধতে থাকে সিমেস্টার ঘিরে। পড়ুয়া, শিক্ষক, অভিভাবক-সহ অনেকেই অনুরোধ করেন সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য। এ দিন মন্ত্রীর এই টুইটে তাই আশায় বুক বেঁধেছেন তাঁরা।

একই সঙ্গে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, ইঞ্জিনিয়ারিং-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সর্ব ভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষাগুলি এই পরিস্থিতিতে হবে কী ভাবে? যেমন, ২৬ জুলাই কী করে নিটে বসবেন কমপক্ষে ১৬ লক্ষ পড়ুয়া? সিবিএসই-র দশম (শুধু উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে) এবং দ্বাদশ শ্রেণির বাকি পরীক্ষা রুখতেও আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন অভিভাবকদের একাংশ। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের একাংশ দাবি তুলেছেন, পরিস্থিতি এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যার কথা মাথায় রেখে আপাতত বন্ধ রাখা হোক অনলাইন পরীক্ষাও। এ সমস্ত বিষয়ে মন্ত্রক অবশ্য এখনও কিছু বলেনি।

এ দিকে, আত্মনির্ভর ভারত গড়ার লক্ষ্যে এ দিন ২০২০-২১ সালের জন্য এনসিইআরটি-র নতুন পথ নির্দেশিকাও প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী।

সুর চড়া কংগ্রেসের, পাল্টা আক্রমণের ছক বিজেপির

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন: লাগাতার অস্বস্তিকর প্রশ্নের মুখে পড়ে এ বার বিরোধী শিবিরে কংগ্রেসকে একঘরে করার কৌশল নিচ্ছে বিজেপি।

লাদাখে চিন জমি দখল করেছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন রাহুল গাঁধী। বিদেশ মন্ত্রক সে কথা মানলেও, 'কেউ ভারতের এলাকায় ঢোকেনি' বলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কেন চিনের সুরে কথা বলছেন, তা নিয়েও রাহুল প্রশ্ন তুলছেন। তিরের মুখে এ বার বিজেপির পাল্টা প্রচারের মন্ত্র হল, কংগ্রেস রাহুলকে দলের সভাপতি পদে ফিরিয়ে 'রিলঞ্চ' করতে চাইছে। তাই কংগ্রেস নিজেকেই একমাত্র বিরোধী হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে।

আজ গাঁধী পরিবারকে নিশানা করে বিজেপি সভাপতি জে পি নড্ডার মন্তব্য, প্রত্যাখ্যাত, উৎখাত হওয়া এক রাজবংশ নিজেকে গোটা বিরোধী শিবির ভাবছে। কিন্তু ওই রাজবংশ ও বিরোধী শিবির এক নয়। কংগ্রেস নেতাদের পাল্টা যুক্তি, কংগ্রেসের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছে না বলেই বিরোধী শিবির থেকে কংগ্রেসকে আলাদা করার চেষ্টা করছে বিজেপি।

লাদাখ নিয়ে এমনিতেই সিংহভাগ অ-কংগ্রেসি, অ-বিজেপি দল মোদী সরকারের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছে, এখন গোটা দেশকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। সর্বদলীয় বৈঠকে এনসিপি, ডিএমকে-র মতো কংগ্রেসের শরিক দলও কেন্দ্রের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে। তার পর থেকেই বিজেপির দাবি, কংগ্রেস বিভাজনের চেষ্টা করলেও লাভ হচ্ছে না।

লাদাখে নিহত জওয়ানদের শ্রদ্ধা জানাতে কংগ্রেস শুক্রবার 'শহিদের প্রতি সম্মান দিবস' পালন করবে। এ দিকে, বাকিরা পাশে না-থাকলেও কংগ্রেস সুর নরমে নারাজ। লাদাখে 'গোয়েন্দা ব্যর্থতা' নিয়ে মোদীকে প্রশ্ন ছুড়েছিলেন সনিয়া গাঁধী। আজ কংগ্রেসের দুই সাংসদ মনীশ তিওয়ারি ও গৌরব গগৈ অরুণাচলের বিজেপি সাংসদ তাপির গাওয়ের লোকসভায় বক্তব্য তুলে ধরে বলেন, শুধু লাদাখ নয়, অরুণাচলেও ভারতীয় জমি দখল করে ঘাঁটি গেড়েছে চিন।

নড্ডার কটাক্ষ, "রাজবংশের উত্তরাধিকারী উল্টোপাল্টা বলেন। তাঁর অনুগত পারিষদেরাও মিথ্যে প্রচার করেন। কিন্তু রাজবংশের স্বার্থ দেশের স্বার্থ নয়। এখন ঐক্যবদ্ধ থাকার সময়। রাজবংশের উত্তরাধিকারীর 'রিলঞ্চ' পরেও হতে পারে।" তাঁর দাবি, ইউপিএ আমলে পাকিস্তানের সঙ্গে সেনা সরানো সমঝোতায় প্রায় রাজি হয়ে সিয়াচেনে হিমবাহ খোয়াতে বসেছিল ভারত। নড্ডার কথায়, "প্রাক্তন বিদেশসচিব শ্যাম সরন তাঁর বইয়ে লিখেছেন, কী ভাবে শেষ বেলায় পাকিস্তানের সঙ্গে এই সমঝোতা আটকান মনমোহন সিংহ জমানার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এম কে নারায়ণন।" জবাবে পি চিদম্বরমদের যুক্তি, "সিয়াচেন নিয়ে আলোচনা সব আমলেই হয়ে এসেছে। আর দু'দেশের সেনা সরানো যদি জমি খোয়ানো হয়, লাদাখে তা-হলে মোদী সরকার কী করছে?"

'ওষুধ' বিতর্কে রামদেব

দেহরাদুন, ২৪ জুন: যোগগুরু রামদেবের সংস্থা পতঞ্জলি আয়ুর্বেদ করোনার 'ওষুধ' বাজারে আনার কথা ঘোষণা করতেই নতুন বিতর্ক শুরু হয়েছে। পতঞ্জলির 'করোনিল' ও 'শ্বাসরি' নামের ওষুধ দু'টি করোনা সারাতে একশো শতাংশ সফল বলে রামদেব দাবি করার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই উত্তরাখণ্ড সরকারের আয়ুর্বেদ বিভাগ আজ জানিয়ে দিয়েছে, করোনা চিকিৎসায় ওষুধ ব্যবহারের কোনও লাইসেন্সই নেয়নি সংস্থাটি। কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রকের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীপদ নায়েক জানান, ওষুধের বিষয়টি নিয়ে তাঁর মন্ত্রকের কাছে রিপোর্ট পাঠিয়েছে পতঞ্জলি। এটি খতিয়ে দেখার পরেই ছাড়পত্র দেওয়ার প্রশ্ন আসবে।

রামদেবের জন্য সবচেয়ে বড় ধাক্কা এসেছে উত্তরাখণ্ড সরকারের থেকে। রাজ্যের আয়ুর্বেদ বিভাগের লাইসেন্স আধিকারিক ওয়াই এস রাওয়ত জানিয়েছেন, 'করোনা কিট' বাজারে আনার ছাড়পত্র পতঞ্জলি কোথা থেকে পেল, তা জানতে সংস্থাটির কাছে নোটিস পাঠানো হবে। তিনি বলেন, "পতঞ্জলি আয়ুর্বেদ লিমিটেড কাশি ও জ্বরের বিরুদ্ধে শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার ওষুধ তৈরির অনুমতি পেয়েছে। এর সঙ্গে করোনা চিকিৎসার যোগ নেই।" তিনি আরও জানান, পতঞ্জলি তাদের ওষুধের ছাড়পত্রের জন্য যে আবেদনপত্র দাখিল করেছিল, তাতে করোনাভাইরাসের চিকিৎসার প্রসঙ্গ উল্লেখই করা হয়নি। ফলে 'করোনা কিট' কী ভাবে বাজারে আনতে চাইছে তারা, সে কথাই সংস্থাটির কাছে জানতে চাওয়া হবে। রামদেব এত বিতর্কের মধ্যেও তাঁর সংস্থাকে দেওয়া আয়ুষ মন্ত্রকের একটি চিঠিকে সামনে রেখে সুর চড়িয়ে রেখেছেন। তাঁদের সংস্থার দাবির বিষয়টি মন্ত্রক খতিয়ে দেখার কথা জানিয়েছে। এ নিয়েই সোশ্যাল মিডিয়ায় যোগগুরুর মন্তব্য, "আয়ুর্বেদের বিরোধিতা কিংবা একে ঘৃণা করেন যাঁরা, এটা তাঁদের নিরাশ করে দেওয়ার মতো খবর...।" এরই মধ্যে পতঞ্জলির দাবি নিয়ে রামদেব ও ওই সংস্থার এমডি আচার্য বালকৃষ্ণের বিরুদ্ধে বিহারের একটি আদালতে মামলা হয়েছে। মামলাকারীর অভিযোগ, করোনার ওষুধ বাজারে আনার কথা বলে মানুষকে ভুল পথে চালিত করেছেন রামদেব।

এই টানাপড়েনে 'অ্যাডভার্টাইজিং স্ট্যান্ডার্ডস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া' আজ জানিয়েছে, এপ্রিল মাসেই করোনা সারানোর দাবি নিয়ে আয়ুর্বেদ ও হোমিওপ্যাথ ওষুধের অন্তত ৫০টি বিজ্ঞাপন তাদের নজরে এসেছে। পদক্ষেপ করার জন্য বিষয়টি কেন্দ্রের নজরে এনেছেন তারা। *সংবাদ সংস্থা*

আমাদের ভবিষ্যৎ
আমাদের রোগপ্রতিরোধক ক্ষমতার উপর নির্ভর করে
Care
অশ্বগন্ধা স্পাইসড গ্রিন টি
প্রাকৃতিক উপায়ে রোগপ্রতিরোধক

এক নজরে

উদ্ধার তিন ভারতীয়ের দেহ

নিজেদের বাড়ির পিছনের সুইমিং পুল থেকে উদ্ধার হল ভারতীয় বংশোদ্ভূত এক পরিবারের তিন জনের দেহ। সোমবার আমেরিকার নিউ জার্সির ওই ঘটনায় মৃতদের মধ্যে এক আট বছরের বালিকাও রয়েছে। বাকি দু'জন ভরত পটেল (৬২) এবং তাঁর বছর ৩৩-এর পুত্রবধূ নিশা পটেল। বালিকাটি সম্ভবত নিশার মেয়ে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ধূসরেই পাকিস্তান

সন্ত্রাসে অর্থ পাচার সংক্রান্ত নজরদারি সংস্থা 'এফএটিএফ'-এর ধূসর তালিকাতেই রইল পাকিস্তান। লস্কর-ই-তইবা এবং জইশ-ই-মহম্মদের মতো জঙ্গি গোষ্ঠীর হাতে টাকার জোগান বন্ধ করতে পাক সরকার ব্যর্থ হওয়ায় এই সিদ্ধান্ত। আগামী অক্টোবরে এফএটিএফের পরবর্তী বৈঠক পর্যন্ত এই অবস্থান বহাল থাকবে। সন্ত্রাস বন্ধ না-হওয়ায় মঙ্গলবারই এক মার্কিন রিপোর্টে বেকায়দায় পড়েছিল পাকিস্তান।

দুবাইয়ে খুন দম্পতি

দুবাইয়ে তাঁদের বাড়িতে ঢুকে এক ভারতীয় দম্পতিকে খুনের অভিযোগ উঠল এক পাক নাগরিকের বিরুদ্ধে। ডাকাতির উদ্দেশে সে ওই বাড়িতে ঢুকেছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ। চব্বিশ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে তাকে গ্রেফতার করেছে দুবাই পুলিশ।

মোটরযান নিষিদ্ধ

অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনার কেন্দ্রে নিষিদ্ধ হতে চলেছে সব রকমের মোটরযান। প্রসঙ্গত, বিখ্যাত মোটরসাইকেল ব্র্যান্ড কেটিএম-এর জন্ম এই শহরেই। এর আগে অস্ট্রিয়ার আরও এক শহর টাইরলেও বন্ধ হয়েছিল মোটরসাইকেল চালানো।

'শ্বেতাঙ্গশক্তি' হুঙ্কার, শিখ রেস্তরাঁয় ভাঙচুর

ওয়াশিংটন, ২৪ জুন: ভারতীয় বংশোদ্ভূত এক শিখ-মার্কিনের রেস্তরাঁয় ব্যাপক ভাঙচুর চালাল এক দল দুষ্কৃতী। আমেরিকার নিউ মেক্সিকো প্রদেশের সান্টা ফে এলাকার ঘটনা। যাওয়ার আগে দুষ্কৃতীরা দেওয়াল ভরে লিখে দিয়ে গেল, 'শ্বেতাঙ্গশক্তি', 'চলে যাও এখান থেকে...', এমনই সব বিদ্বেষমূলক কথা।

ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে স্থানীয় পুলিশ ও এফবিআই। জানা গিয়েছে, 'ইন্ডিয়া প্যালেস' নামে ওই রেস্তরাঁটির আনুমানিক ১ লক্ষ ডলার ক্ষতি হয়েছে। স্থানীয় একটি শিখ-মার্কিন সংগঠনের পক্ষ থেকে এই হামলার নিন্দা করে জানানো হয়েছে, এ ধরনের ঘটনা মেনে নেওয়া হবে না। সমস্ত চেয়ার-টেবল ভেঙে দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। মেঝেতে কাচের টুকরো ছড়িয়ে, ওয়াইন র‍্যাক ফাঁকা, চুরি গিয়েছে কম্পিউটার। রেস্তরাঁর রান্নাঘরটি আর ব্যবহারযোগ্য নেই। খাবার গরম করার যন্ত্র থেকে প্লেট, আস্ত নেই কিছুই। রেস্তরাঁ মালিক বলজিৎ সিংহ বলেন, ''চোখের সামনেই সব ঘটল। রান্নাঘরে ঢুকে আমি চেঁচিয়ে যাচ্ছি, কী করছ, থামো...।'' বলজিৎ জানান, 'শ্বেতাঙ্গশক্তি', 'ট্রাম্প২০২০', 'চলে যাও এখান থেকে'— এ ধরনের, এর থেকেও বেশি আপত্তিকর কথা স্প্রে-পেন্ট করে লিখে দিয়ে গিয়েছে দুষ্কৃতীরা। বেশির ভাগই হিংসা ও বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য।

রেস্তরাঁ থেকে সামান্য দূরে থাকেন সিমরান সিংহ নামে এক শিখ মার্কিন বাসিন্দা। জানালেন, সান্টা ফে ভীষণই শান্তিপূর্ণ এলাকা। ষাটের দশক থেকে এখানে শিখ সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের বসবাস। সবাই মিলেমিশে থাকেন। সম্প্রতি কৃষ্ণাঙ্গ হত্যার ঘটনা ও 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার' আন্দোলন শুরু হওয়ার পর থেকে উত্তেজনা ছড়াতে থাকে এই এলাকায়। সিমরানের কথায়, ''যা-ই ঘটুক না কেন, আমরা একই ভাবে ভালবাসা ও সহানুভূতি দিয়ে সকলের পাশে থাকব।'' তবে শিখ সংগঠনটির পক্ষ থেকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে, ইদানীং কালে বিদ্বেষ, ঘৃণা ও তা থেকে হামলার ঘটনা নজিরবিহীন ভাবে বেড়ে গিয়েছে আমেরিকায়। এপ্রিল মাসে কলোরাডোর লেকউড-এ লখবন্ত সিংহ নামে এক ব্যক্তির উপরে হামলা চালিয়েছিল এরিক ব্রিম্যান নামে এক যুবক। লখবন্তকেও 'এ দেশ ছেড়ে চলে যাও...' বলে মারধর করা হয়েছিল। কিন্তু এরিকের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক হামলার অভিযোগ পর্যন্ত আনেনি মার্কিন পুলিশ।

সংবাদ সংস্থা

অভিনব: দর্শকাসনে গাছেরা। এ ভাবেই খুলল স্পেনের বার্সেলোনার 'গ্রান তেয়াত্র দেল লিসিউ' অপেরা হাউস। *ছবি: সোশ্যাল মিডিয়া*

মূর্ছনার সঙ্গী শুধু গাছেরা

মাদ্রিদ, ২৪ জুন: করোনা সংক্রমণের জেরে দীর্ঘ লকডাউন কাটিয়ে উঠে ফের ছন্দে ফিরছে স্পেন। এই আবহে গত সোমবার খুলে গেল বার্সেলোনার গ্রান তেয়াত্র দেল লিসিউ অপেরা হাউসও। তবে প্রত্যাবর্তনের শুরুটা হল চমক দিয়েই। কানায় কানায় ভরা প্রেক্ষাগৃহে মিউজ়িশিয়ানদের পারফরম্যান্স নতুন নয়। তবে সে দিন দর্শকাসনে উপস্থিত ছিল ২২৯২টি গাছ! আর লাইভ স্ট্রিমিংয়ে গোটা অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকলেন উৎসাহী মানুষেরা। চমকপ্রদ এই অনুষ্ঠানের পরিকল্পনায় ইউহেনিও আমপুদিয়া।

অপেরা হাউসের তরফে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, সক্রিয় জীবনে ফেরার পর্বে শিল্প, সঙ্গীত এবং প্রকৃতির মেলবন্ধনকে প্রতীকী হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। পার্শ্ববর্তী নার্সারি থেকে এই গাছগুলি কেনা হয়েছে। বার্সেলোনার বিভিন্ন হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মীদের হাতে একটি করে গাছ তুলে দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। করোনা-উত্তর পরিস্থিতিতে প্রেক্ষাগৃহ-সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র খোলার অনুমতি দিয়েছে প্রশাসন। তবে দূরত্ববিধি মেনে স্বল্প সংখ্যক দর্শককেই সেখানে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে।

সংবাদ সংস্থা

ট্রাম্পের মন্তব্য লুকোল টুইটার

ওয়াশিংটন, ২৪ জুন: কৃষ্ণাঙ্গ-হত্যার প্রতিবাদে উত্তাল গোটা আমেরিকা। পুলিশের লাঠি, পেপার স্প্রে, এমনকি করোনা সংক্রমণের ভয় উপেক্ষা করেও পথে নেমেছেন অংসখ্য মানুষ। বিক্ষোভের রাশ টানতে অপারগ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শেষমেশ টুইট করেছিলেন, 'ভুগতে হবে' জাতীয় মন্তব্য। 'হিংসাত্মক' লিখে সেই বার্তা লুকিয়ে ফেলল টুইটার। জানাল, 'হিংসামূলক মন্তব্য' সংক্রান্ত বিধি ভেঙেছে প্রেসিডেন্টের টুইট। তাই এই ব্যবস্থা।

হিংসা ছড়াচ্ছে জানিয়ে প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে এই প্রথম পদক্ষেপ করল টুইটার। ট্রাম্প লিখেছিলেন, ''আমি যত দিন আপনাদের প্রেসিডেন্ট রয়েছি, ওয়াশিংটন ডিসি-তে কোনও স্বায়ত্তশাসিত এলাকা গঠন হবে না। ওরা যদি চেষ্টা করে, কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে!'' সম্প্রতি সিয়াটল ও ওয়াশিংটনে বিক্ষোভকারীরা দাবি তোলেন, এই দু'টি অঞ্চলকে পুলিশ-মুক্ত জ়োন ঘোষণা করতে হবে। আইনশৃঙ্খলার দায়িত্ব নেবেন এলাকার বাসিন্দারা। কারণ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যে পুলিশ রয়েছে, তারাই তাণ্ডব চালাচ্ছে। সেই প্রসঙ্গেই টুইট করেছিলেন ট্রাম্প।

টুইটটি মুছে দেওয়া হয়নি। বরং 'হিংসাত্মক আচরণের বিরুদ্ধে টুইটার-বিধি' ভাঙা হয়েছে বলে ট্যাগ করে দেওয়া হয়েছে সেটি। প্রাথমিক ভাবে টুইটারের ওই সতর্কতামূলক বার্তাটিই দেখতে পাবেন ব্যবহারকারীরা। সতর্কবার্তার উপরে ক্লিক করলে বেরিয়ে আসবে ট্রাম্পের টুইট। 'জনস্বার্থের' কথা মাথায় রেখে টুইটটিকে মুছে ফেলা হয়নি বলে জানিয়েছে সংস্থা।

কিন্তু টুইটারের এই পদক্ষেপে হোয়াইট হাউসের ক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছে তাদেরকে। টুইটারে ট্রাম্পের ব্যাপক ফলোয়িং সত্ত্বেও প্রেসিডেন্টের অভিযোগ, সংস্থাটি কনজ়ারভেটিভদের বিরোধী-পক্ষ নিচ্ছে।

সংবাদ সংস্থা

ট্রাম্প এখনও মাস্ক ছাড়াই

দ্বিতীয় ঝড়ে চিনা অস্ত্র গণ-পরীক্ষাই

নিজস্ব প্রতিবেদন

২৪ জুন: চিনের দাবি, করোনার দ্বিতীয় ঝড়ও রুখে দিতে চলেছে তারা। এ দিকে অন্যত্র হু-হু করে বেড়েই চলেছে সংক্রমণ। ক্রমে দীর্ঘ হচ্ছে মৃত্যুমিছিলও। চিন তবু এরই মধ্যে 'ফাস্ট ট্র্যাক টেস্ট'-এ যুদ্ধ জেতার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বেজিংয়ের দাবি, চলতি মাসের ১১ তারিখ দ্বিতীয় দফার প্রথম সংক্রমণের খোঁজ পেয়ে এই ক'দিনে শুধু রাজধানীতেই তারা করোনা-পরীক্ষা করিয়েছে প্রায় ২৫ লক্ষের! গত বছরের ডিসেম্বর থেকে ধরলে, চিনে মোট করোনা-পরীক্ষা হয়েছে প্রায় ৯ কোটি নাগরিকের।

পরীক্ষা বাড়ছে প্রায় সব দেশে। পাল্লা দিয়ে সংক্রমণও। ভারতে এক দিনেই আক্রান্ত প্রায় ১৬ হাজার। অন্য দিকে, যে মেক্সিকোয় খুব কম পরীক্ষা হচ্ছে বলে খবর, সেখানেও গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত ছ'হাজার। সংক্রমণের নিরিখে তালিকার শীর্ষে থাকা আমেরিকার পরিস্থিতি গুরুতর। এপ্রিলের মতোই ফের সেখানে গ্রাফ চড়ছে সংক্রমণের। অ্যারিজ়োনা, ক্যালিফর্নিয়া, মিসিসিপি, নেভাডা, টেক্সাসের মতো প্রদেশে রোজ ছাপিয়ে যাচ্ছে সংক্রমণের রেকর্ড।

পরিস্থিতি সামাল দিতে জোড়া পরিকল্পনার কথা বললেন আমেরিকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেল্‌থের সংক্রামক রোগ বিভাগের প্রধান অ্যান্টনি ফাউচি। প্ল্যান এ, ভিড় এড়িয়ে চলুন। আর প্ল্যান বি— যেতেই হলে অবশ্যই মাস্ক পরুন। কিন্তু তাতেই বা কী! প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেই মাস্ক-ছাড়া লাগাতার ভোটের সভা করে চলেছেন। গত সপ্তাহের শেষে ওকলাহোমার পরে এ বার অ্যারিজ়োনায়। যে প্রদেশে মঙ্গলবারই নতুন করে সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি আক্রান্তের খবর মিলেছে, সেখানেই হাজার-হাজার সমর্থককে নিয়ে নভেম্বরের ভোটের প্রচার সারলেন ট্রাম্প।

করোনা-ত্রাসের আবহে এমন সভা যে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে, তা নিয়ে আগেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন ফিনিক্স শহরের ডেমোক্র্যাট মেয়র কেট গালেগো। ট্রাম্পকে অন্তত মাস্ক পরার আর্জিও জানিয়েছিলেন তিনি। ট্রাম্প যথারীতি পরলেন না। করোনা উড়িয়ে বরং ভোটযুদ্ধে নিজের জমি পোক্ত করার চেষ্টা চালিয়ে গেলেন।

চিন এ দিকে বহির্বিশ্বের সঙ্গে কূটনৈতিক যুদ্ধের পাশাপাশি কোভিড-যুদ্ধেও জিততে মরিয়া। করোনার দ্বিতীয় ঝড়ে বেজিংয়ে আক্রান্ত দু'শোরও বেশি। মঙ্গলবার ছিল ১৩টি নতুন সংক্রমণ। আজ তা নেমেছে সাতে। বেজিংয়ের মোট বাসিন্দার ১০ শতাংশেরই পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে। ফুড মার্কেট থেকে শুরু করে শহরের রেস্তরাঁ— সর্বত্র চলছে নজরদারি। দ্বিতীয় দফার সংক্রমণের পিছনে একটি রেস্তরাঁর ডেলিভারি বয়ের নাম উঠে আসার পরে, ইতিমধ্যেই এক লক্ষ ডেলিভারি বয়ের করোনা-পরীক্ষা হয়েছে বেজিংয়ে। যে ফুড মার্কেট থেকে গুচ্ছ সংক্রমণের খবর মিলেছে, সেখানে এই ক'দিনে কারা যাতায়াত করেছেন, বেজিংয়ের দাবি, তাদের কাছে সব তথ্য আছে। বাধ্যতামূলক ভাবে চলছে পরীক্ষাও।

গোটা বিশ্বে যখন ছবিটা উদ্বেগের, ট্রাম্প তবু এতখানি বেপরোয়া কেন— প্রশ্ন উঠছে। অবশ্য মাস্কে অনীহা ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জ়াইর বোলসোনারোরও। সোমবারই তাঁকে প্রকাশ্য সভায় মাস্ক পরতে বলেছেন দেশের এক ফেডারেল বিচারপতি। এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে আজই নিজের অ্যাটর্নি জেনারেলকে মাঠে নামিয়েছেন 'ব্রাজিলীয় ট্রাম্প'।

বিশ্বে করোনা

মৃত	৪,৮২,২৪৩
আক্রান্ত	৯৪,৫০,০৯২
সুস্থ	৫১,০৮,০৬৮

দৈত্য নাকি বামন, মহাকাশে নয়া ধাঁধা

কুন্তক চট্টোপাধ্যায়

বিরাট আকারের একটি ব্ল্যাকহোল! সে যেন গিলে নিচ্ছে নিজের থেকে অনেক ছোট একটি মহাজাগতিক বস্তুকে। মহাকর্ষীয় তরঙ্গের সূত্র ধরে আজ থেকে ৮০ কোটি বছর আগে ঘটে যাওয়া এমনই একটি মহাজাগতিক ঘটনার সন্ধান পেলেন বিজ্ঞানীরা। যে আবিষ্কার বিজ্ঞানী মহলে নতুন উদ্দীপনা তৈরি করেছে, তেমনই জন্ম দিয়েছে এক নতুন ধাঁধারও!

ওই গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ব্ল্যাক হোলটির ভর সূর্যের ২৩ গুণ। সে যাকে গিলে নিয়েছে তার ভর সূর্যের ভরের আড়াই থেকে তিন গুণ বেশি। কাকে গিলল সে ব্ল্যাকহোল? আরেকটি ব্ল্যাকহোলকে নাকি কোনও নিউট্রন স্টার (মৃত তারা বা তারার মৃতদেহ)-কে? উত্তর যাই হোক না-কেন, তা খুলে দিতে পারে বিজ্ঞানের নতুন এক দিগন্ত!

এই আবিষ্কার ও মহাজাগতিক রহস্যের জন্ম নিয়েছে যে গবেষণা তাতে বাঙালির অবদানও কম নেই। গবেষক দলের প্রথম সারিতেই রয়েছেন জার্মানির অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী বঙ্গসন্তান অভিরূপ ঘোষ। গবেষণায় যুক্ত রয়েছেন আইআইটি গাঁধীনগরের আনন্দ সেনগুপ্ত, সৌমেন রায়, বেঙ্গালুরুর ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর থিয়োরেটিক্যাল সায়েন্সেসের অপ্রতিম গঙ্গোপাধ্যায়, লেইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্চিষ্মান ঘোষ, নেদারল্যান্ডসের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর সাবঅ্যাটমিক ফিজ়িক্সের অনুরাধা সমাজদারও।

প্রেসিডেন্সির প্রাক্তনী অভিরূপ জানান, গত বছরের অগস্টে লাইগো-ভার্গো ডিটেক্টরে ধরা পড়েছিল একটি মহাকর্ষীয় তরঙ্গ। তা বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে পৃথিবী থেকে ৮০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে ঘটেছিল ওই ঘটনা। অর্থাৎ আলোর গতিবেগ ও আলোকবর্ষের হিসেব ধরলে ঘটনার সময়কাল ৮০ কোটি বছর আগে। গত বছর ধরা পড়ার সময় ডিটেক্টরে প্রায় ১০ সেকেন্ড স্থায়ী হয়েছিল ওই তরঙ্গ।

কোনও তারার জীবদ্দশা শেষ হওয়ার পরে যে অতি-ঘনত্ববিশিষ্ট পদার্থ পড়ে থাকে তাকেই বলা হয় নিউট্রন স্টার। অভিরূপ জানান, সূর্যের থেকে আড়াই-তিন গুণ বেশি ভরবিশিষ্ট নিউট্রন স্টার এর আগে দেখা যায়নি। তাই ছোট মাপের বস্তুটি নিউট্রন স্টার হলে বলতে হবে, এটাই এ যাবৎকালের উচ্চ-ভরসম্পন্ন নিউট্রন স্টার। আবার যদি সেটা কোনও ব্ল্যাকহোল হলে তা হলে বলতে হবে এত ছোট মাপের ব্ল্যাকহোল আগে দেখা যায়নি।

বিজ্ঞানীদের মতে, ওই মহাকর্ষীয় তরঙ্গ দুটি ব্ল্যাকহোলের সংযুক্তির ফলেও উৎপন্ন হতে পারে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে এটাও বলতে হবে এটা সত্যিই এক বিস্ময়কর ঘটনা যেখানে পরস্পর সংযুক্ত হওয়া দুটি ভিন্ন বস্তু একটি আরেকটির থেকে প্রায় ৯ গুণ ভারী!

মহাকর্ষীয় তরঙ্গের প্রথম ধারণা দিয়েছিলেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। তাঁর সঙ্গে অবশ্য বঙ্গসন্তানদেরও যোগাযোগ সুবিদিত। বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে যৌথ নামাঙ্কিত সমীকরণ কিংবা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ দার্শনিক আলাপচারিতা। এ বার সেই মহাকর্ষীয় তরঙ্গের গবেষণায় নতুন দিক দেখাচ্ছেন অভিরূপ, আনন্দ, অপ্রতিম, অনুরাধা, অর্চিষ্মানেরা।

এক নজরে

নিয়ম শিথিল

হাফ মাস্ক, সার্জিক্যাল ফেস মাস্ক এবং আই প্রোটেক্টর তৈরির বিধি শিথিল করল ব্যুরো অব ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস (বিআইএস)। ফলে কোনও সংস্থায় তৈরি এই পণ্যগুলির মান বিআইএস স্বীকৃত ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করানো যাবে। আগে সংস্থারই ল্যাবরেটরি থাকা বাধ্যতামূলক ছিল।

বাড়তি সময় মঞ্জুর

নথিভুক্ত সংস্থাগুলির চতুর্থ ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক আর্থিক ফল জমার সময়সীমা বাড়িয়ে ৩১ জুলাই করল সেবি। ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভিডিয়ো কনফারেন্সিংয়ে পর্ষদের বৈঠক করা যাবে।

কম শুল্কে আমদানি

পোলট্রি-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের চাহিদা পূরণের জন্য কম শুল্কে (১৫%) ৫ লক্ষ টন ভুট্টা আমদানিতে ছাড়পত্র দিল কেন্দ্র। এই পণ্যে সাধারণত ৬০% আমদানি শুল্ক চাপানো হয়।

লগ্নিতে সায়

মায়ানমারের তেল-গ্যাস প্রকল্পে ওএনজিসি বিদেশের প্রায় ১২.১২ কোটি ডলার বাড়তি লগ্নিতে সায় দিল মন্ত্রিসভার আর্থিক বিষয়ক কমিটি। ওএনজিসির বিদেশি শাখা দু'টি ব্লক উন্নয়নে তা খরচ করবে।

নতুন নিয়োগ

এন পি সিন্‌হা এলআইসির পূর্বাঞ্চলের জ়োনাল ম্যানেজার নিযুক্ত হয়েছেন।

সোনা ও রুপোর দর

বুধবারের দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যাঃ ১০গ্রাম)	৪৯,২৭০
গহনার সোনা (২২ক্যাঃ ১০গ্রাম)	৪৬,৭৪০
হলমার্ক সোনার গহনা (২২ক্যাঃ ১০গ্রাম)	৪৭,৪৪০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৪৯,১৮০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৪৯,২৮০

(দর টাকায়, জিএসটি আলাদা)

	ক্রয় মূল্য	বিক্রয় মূল্য
১ ডলার	৭৪.৮৩	৭৬.৫৫
১ পাউন্ড	৯৩.০৯	৯৬.৩৮
১ ইউরো	৮৪.১১	৮৭.১৯

(স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার দর)

শেয়ার সূচক

সেনসেক্স:	৩৪৮৬৮.৯৮
	(↓৫৬১.৪৫)
বিএসই ১০০:	১০৪২৩.৫০
	(↓১৬২.০৮)
নিফ্‌টি:	১০৩০৫.৩০
	(↓১৬৫.৭০)

অবস্থা আরও খারাপ, আরও ছাঁটাই পূর্বাভাস

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন: অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়ানো নিয়ে সরকারের দাবিতে জল ঢালল আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডার (আইএমএফ)। বুধবার তারা জানাল, ২০২০ সালে ভারতের অর্থনীতি তলিয়ে যাবে ৪.৫%। যা তাদের পূর্বাভাসের নিরিখে এখনও পর্যন্ত সব থেকে খারাপ। একই দিনে মূল্যায়ন সংস্থা ইন্ডিয়া রেটিংসও ২০২০-২১ অর্থবর্ষে দেশের জিডিপি ৫.৩% সঙ্কুচিত হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে। তা যদি সত্যি হয়, এটাই হবে ভারতের ইতিহাসে সর্বাধিক সঙ্কোচন।

গত সপ্তাহেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দাবি করেছিলেন, অর্থনীতিতে প্রাণ ফেরার লক্ষণ স্পষ্ট। বিদ্যুতের চাহিদা, কেনাকাটা সব বাড়ছে। গ্রামীণ অর্থনীতি থেকে শুরু করে অনলাইনে খুচরো বিক্রিবাটা— মুখ তুলছে সমস্ত। একই সুরে মঙ্গলবার অর্থ মন্ত্রক বিবৃতি দিয়ে দাবি করে, কারখানা উৎপাদন ও পরিষেবায় মে মাসে সঙ্কোচন হয়েছে ঠিকই। কিন্তু তা এপ্রিলের থেকে কম। জ্বালানি, বিদ্যুতের ব্যবহার, যাতায়াত, খুচরো আর্থিক লেনদেনের আর্থিক সূচকেও সেই লক্ষণ স্পষ্ট। আজও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে তাকে বৃদ্ধির পথে আরও এক ধাপ বলে বার্তা দেন মোদী।

কিন্তু এতটা আশাবাদী হতে নারাজ আইএমএফ। বরং তাদের মতে, এপ্রিলে যা ভাবা হয়েছিল, করোনার জেরে তার থেকেও বেশি ধাক্কা খেয়েছে অর্থনীতি। পরের বছরে যতটা আশা করা হয়েছিল, বৃদ্ধির চাকায় গতি ফিরবে তার চেয়ে কম হারে। ফলে বিশ্বে ত্রিশের দশকের মহা-মন্দার পরে সব থেকে ভয়াবহ হবে বিশ্ব অর্থনীতির হাল। পৃথিবীর সব প্রান্তের সঙ্গে মুখ থুবড়ে পড়বে ভারতের অর্থনীতিও। গত এপ্রিলে এ বছর ভারতের বৃদ্ধি ১.৯ শতাংশে দাঁড়াবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছিল আইএমএফ। অর্থভান্ডারের মুখ্য অর্থনীতিবিদ গীতা গোপীনাথের মতে, ভারতে প্রত্যাশার তুলনায় বেশি দিন ধরে চলা লকডাউন এবং অর্থনীতি দ্রুত ঘুরে দাঁড়ানোর আশা ক্রমশ ক্ষীণ হওয়াই পূর্বাভাস এক ধাক্কায় এতটা কমিয়ে দেওয়ার অন্যতম কারণ।

আর ইন্ডিয়া রেটিংসের দাবি, আগে থেকেই অর্থনীতি ঝিমোচ্ছিল। তার উপরে করোনা চাহিদা ও জোগানে যতটা দ্রুত এবং গভীর প্রভাব ফেলেছে, তার থেকে চলতি অর্থবর্ষে বেরোনো যাবে না। বিশেষত ধাক্কা খেয়েছে হোটেল, পর্যটন, বিমানের মতো শিল্প। তাদের মতে, অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে যে চাহিদা বাড়ানো জরুরি হলেও, ঘাটতির কথা মাথায় রেখে হাত খুলে খরচের পথ নেই কেন্দ্রের। ভাটা বহাল থাকতে পারে বেসরকারি লগ্নিতেও। ফলে এ বছরটা খারাপই কাটবে। তবে পরের বছর কম ভিতের উপরে দাঁড়িয়ে ও বিশ্ব অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ালে বৃদ্ধি মুখ তুলতে পারে বলে দাবি ইন্ডিয়া রেটিংসের। আইএমএফের-ও মত, আগামী বছর তা হতে পারে ৬%।

সংবাদ সংস্থা

ফের কাঁচি চালাল আইএমএফ

দেশ	পূর্বাভাস
ভারত	-৪.৫
আমেরিকা	-৮
ইউরোপীয় অঞ্চল	-১০.২
চিন	১
বিশ্ব	-৪.৯

** ২০২০ সালে জিডিপির পূর্বাভাস*

*** সব হার শতাংশে*

হুঁশিয়ারি

- আইএমএফের মতে, এপ্রিলে যতটা ভাবা হয়েছিল, করোনার ধাক্কা লেগেছে তার অনেক বেশি।
- এই প্রথম চলতি বছরে বিশ্বের সব প্রান্তের জিডিপি কমে যাবে সরাসরি।
- অর্থনীতিকে ঘুরিয়ে দাঁড় করাতে ও চাকরি বাঁচাতে সব দেশে সরকার ও শীর্ষ ব্যাঙ্কগুলিকে আরও ত্রাণ প্রকল্প আনতে হবে।

সতর্কবার্তা ইন্ডিয়া রেটিংসের-ও

- এই অর্থবর্ষে ভারতের জিডিপি সঙ্কুচিত হতে পারে ৫.৩%। এত খারাপ আগে কখনও হয়নি।
- দেশের ইতিহাসে এ নিয়ে ছ'বার সঙ্কোচনের মুখ দেখবে অর্থনীতি।

"ভারতে প্রত্যাশার তুলনায় দীর্ঘ লকডাউন ও করোনা সংক্রমণ আরও বাড়ার কারণে আর্থিক কর্মকাণ্ডে তেমন গতি না-আসাই পূর্বাভাস ছাঁটাইয়ের কারণ।

গীতা গোপীনাথ, মুখ্য অর্থনীতিবিদ, আইএমএফ

বিনিয়োগ, রিটার্নের সময় বাড়ল

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন: গত অর্থবর্ষের লগ্নির জন্য আয়কর আইনের বিভিন্ন ধারায় করছাড়ের সুবিধার মেয়াদ আরও এক মাস বাড়াল কেন্দ্র। বুধবার নির্দেশিকা জারি করে প্রত্যক্ষ কর পর্ষদ (সিবিডিটি) জানিয়েছে, ওই সময়সীমা বাড়িয়ে ৩১ জুলাই করা হয়েছে। ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে করছাড়ের সুবিধাযুক্ত লগ্নি প্রকল্পে (৮০সি, ৮০ডি, ৮০জি ধারায়) টাকা রাখলে, তা ২০১৯-২০ অর্থবর্ষের আয়কর রিটার্নে উল্লেখ করা যাবে। আগে তা ছিল ৩০ জুন। এর জন্য অধ্যাদেশ জারি করেছিল কেন্দ্র।

লকডাউনের জন্য গত অর্থবর্ষের রিটার্ন জমার শেষ তারিখ আগেই ৩০ নভেম্বর করেছিল কেন্দ্র। এ দিন ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষের আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময়ও আরও এক মাস বেড়েছে। সিবিডিটি জানিয়েছে, ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে তা জমা দিতে হবে। প্যানের সঙ্গে আধারের সংযুক্তিকরণের সময়সীমাও বাড়িয়ে ২০২১ সালের ৩১ মার্চ করেছে কেন্দ্র।

সংবাদ সংস্থা

কমল আদায়

করোনার ধাক্কায় প্রত্যাশিত ভাবেই তলানি ছুঁল কলকাতা সার্কেলে জিএসটি আদায়। জিএসটি কর্তৃপক্ষের যদিও দাবি, জুন থেকে তা বাড়ছে ফের। আগের বছরের এপ্রিল ও মে মাসের থেকে এ বছর ওই দুই মাসে জিএসটি খাতে আদায় কমেছে প্রায় ৫০-৮০ শতাংশ। সিজিএসটি, এসজিএসটি, আইজিএসটি ও সেস খাতে ২০১৯ সালের এপ্রিলে আদায় হয়েছিল ১৮৮৮ কোটি টাকা, মে মাসে ১৬১৮ কোটি। গত দু'মাসে তা যথাক্রমে ৩৪৫ কোটি ও ৭৪৫ কোটি। কলকাতার জিএসটি কর্তৃপক্ষ জানান, লকডাউনে চলায় ওই সময় আর্থিক লেনদেন থমকে থাকাই এর কারণ।

নিজস্ব প্রতিবেদন

রাজধানীতে পেট্রলের দর এ বার ডিজেলের পেছনে

নিজস্ব প্রতিবেদন

টানা ১৮ দিন বাড়ার ফলে দিল্লিতে এক লিটার ডিজেল দামি হল পেট্রলের থেকে। বুধবার সেখানে ডিজেল ছিল ৭৯.৮৮ টাকা। পেট্রল ৭৯.৭৬। ২০১৮ সালে ওড়িশায় একই ঘটনা ঘটেছিল।

জ্বালানির চড়া দর নিয়ে এ দিনও কেন্দ্রকে এক হাত নেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গাঁধী। বলেন, করোনা সংক্রমণ ও জ্বালানির দর— দু'টিকেই 'আনলক' করেছে তারা। এর প্রতিবাদে আগামী সোমবার স্বাস্থ্য বিধি মেনেই দেশের সব জেলার সদর দফতরে দু'ঘণ্টার ধর্নায় বসবেন কংগ্রেস সমর্থকেরা। দাবিপত্র দেবেন রাষ্ট্রপতিকে। ক্ষুব্ধ অল ইন্ডিয়া মোটর ট্রান্সপোর্ট কংগ্রেসের দাবি, ট্রাক পরিবহণের ৬৫% খরচই ডিজেলের। ওই জ্বালানির দাম বাড়ায় আয় কমেছে। তাদের হুঁশিয়ারি, ডিজেলের দর না-কমলে ট্রাক চলবে না।

বিশ্ব বাজারে অশোধিত তেলের দর কমলেও দেশে তেলের দাম টানা বেড়েছে। আশঙ্কা, লকডাউন শিথিল হয়ে পরিবহণ ব্যবস্থা চালু হওয়ায় এতে আমজনতার দুর্ভোগ আরও বাড়বে। দিল্লিতে ডিজেলের দর পেট্রলকে ছাপিয়ে যাওয়ার জন্য অবশ্য রাজ্যের ভ্যাট বৃদ্ধির যুক্তিকেই হাতিয়ার করেছেন ইন্ডিয়ান অয়েলের চেয়ারম্যান সঞ্জীব সিংহ। তবে শুল্ক বৃদ্ধির পাশাপাশি, বিশ্ব বাজারে অশো

২৫.০৬.১৯৬৭
ইডেন গার্ডেন্সে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের মধ্যে প্রদর্শনী ম্যাচ।

আনন্দবাজার পত্রিকা
কলকাতা
XXCE
কলকাতা বৃহস্পতিবার ২৫ জুন ২০২০

■ **সাফল্য:** বৌবাজারের সেই বিপর্যস্ত এলাকায় সম্পূর্ণ হয়েছে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর পূর্বমুখী সুড়ঙ্গ খোঁড়ার কাজ। বুধবার। *ছবি: সুদীপ্ত ভৌমিক*

বৌবাজার পেরোল 'উর্বী', স্বস্তি মেট্রোর

নিজস্ব সংবাদদাতা

ধস কবলিত বৌবাজারের গণ্ডি প্রায় নিঃশব্দে পেরোল টিবিএম 'উর্বী'। পশ্চিমমুখী সুড়ঙ্গে দুর্ঘটনায় আটকে থাকা টানেল বোরিং মেশিন 'চণ্ডী'কে পিছনে ফেলে শিয়ালদহের দিকে এগিয়ে গেল পূর্বমুখী সুড়ঙ্গ। বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিটে পৌঁছতে আরও ৪-৫ দিন সময় লাগবে 'উর্বী'র। তবে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সমস্যা জর্জরিত জায়গাটি পেরিয়ে এসে কিছুটা স্বস্তিতে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো কর্তৃপক্ষ।

দীর্ঘ লকডাউনের পরে গত শুক্রবার থেকে ফের সুড়ঙ্গ তৈরির কাজ শুরু করেছিলেন কর্তৃপক্ষ। করোনা আবহে নানা বাধা কাটিয়ে গত কয়েক দিনে মসৃণ গতিতে কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরে ফের আশায় বুক বাঁধছেন মেট্রোর আধিকারিকেরা। গত বছর ৩১ জুলাই বৌবাজারে ধস নামায় পশ্চিমমুখী সুড়ঙ্গে দুর্ঘটনা ঘটে। তার পরেই সম্পূর্ণ থমকে যায় ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর কাজ। প্রায় সাড়ে ছ'মাস পরে, ১৮ ফেব্রুয়ারি উচ্চ আদালতের নজরদারিতে ফের কাজ শুরু হয় পূর্বমুখী সুড়ঙ্গে। তত দিনে অবশ্য পশ্চিমমুখী সুড়ঙ্গে দুর্ঘটনাগ্রস্ত টিবিএম 'চণ্ডী'কে কাজে লাগানোর আশা ছাড়তে হয়েছে মেট্রো কর্তাদের। বিপর্যয় মোকাবিলা করতে হংকংয়ের বিশেষজ্ঞ জন এন্ডিকটের তদারকিতে কাজ শুরু হয় চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে। কিন্তু মাসখানেকের মধ্যে করোনা সতর্কতায় লকডাউন শুরু হওয়ায় দেশে ফিরে যান এন্ডিকট। দ্বিতীয় দফায় কাজ শুরু হলেও এখনও কলকাতায় ফেরা হয়নি তাঁর। তবে, সারাক্ষণ কম্পিউটারের মাধ্যমে তথ্য এবং ছবিতে সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন তিনি। প্রতি মুহূর্তের কাজের খুঁটিনাটি ঠিক করে দিচ্ছেন তিনিই।

আপাতত অনেক বেশি সতর্ক থেকে মাস কয়েকের মধ্যে পূর্বমুখী সুড়ঙ্গের কাজ শেষ করতে চাইছেন মেট্রো কর্তৃপক্ষ। বৌবাজারের দুর্ঘটনাগ্রস্ত এলাকায় একাধিক বাড়ি ভেঙে পড়েছিল গত জুলাইয়ে। ওই এলাকা থেকে কয়েকশো বাসিন্দাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ভেঙে পড়া বাড়ির ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে ওই অঞ্চলের মাটিকে স্থায়িত্ব দিতে একাধিক পদক্ষেপ করেন মেট্রো কর্তৃপক্ষ। ধস সম্পূর্ণ ঠেকানোর পরে কাজ শুরু করা হলেও একাধিক জীর্ণ বাড়ির গা ঘেঁষে সুড়ঙ্গ তৈরির কাজ করতে গিয়ে বিশেষ সতর্ক থাকতে হচ্ছে কর্তৃপক্ষকে। পূর্বমুখী সুড়ঙ্গের কাজ শেষ হলে শিয়ালদহ থেকে টিবিএম 'উর্বী'কে তুলে ফের বৌবাজার অভিমুখে বসিয়ে পশ্চিমমুখী সুড়ঙ্গের কাজ শেষ করা হবে। সব শেষে দু'টি টিবিএম ফের বৌবাজার থেকেই মাটি খুঁড়ে উপরে তুলে আনা হবে। ওইটুকু অংশের সুড়ঙ্গ উপর থেকেই মাটি কেটে কংক্রিটের সাহায্যে তৈরি করা হবে।

বেতন কাটায় বিক্ষোভের হুমকি বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকদের

আর্যভট্ট খান

লকডাউন পর্বের ফি কমানোর দাবিতে এত দিন বেসরকারি স্কুলের পড়ুয়াদের অভিভাবকেরা পথে নেমে বিক্ষোভ করছিলেন। এ বার লকডাউনের মধ্যে ইচ্ছে মতো তাঁদের বেতন কাটা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভের হুমকি দিলেন বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকেরা।

ওই শিক্ষকদের একটি অংশের অভিযোগ, লকডাউন চলাকালীন খেয়ালখুশি মতো শুধু বেতন কমানোই নয়, কিছু বেসরকারি স্কুল শিক্ষকদের ছাঁটাইও করছে। অভিযোগ, যে সব শিক্ষকদের অনলাইনে ক্লাস নিতে হচ্ছে না বা কম ক্লাস করাতে হচ্ছে, যেমন গান, আবৃত্তি, আঁকা বা খেলা— তাঁদের উপরে কোপ পড়ছে বেশি। এ-ও অভিযোগ, যাঁরা অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছেন, তাঁদের কারও কারও বেতন ৫০-৭০ শতাংশ কেটে নেওয়া হচ্ছে!

কলকাতার একটি বেসরকারি স্কুলের এক শিক্ষক জানাচ্ছেন, লকডাউনের পর থেকে প্রতি মাসেই তাঁর বেতন কমছে। তাঁর কথায়, "লকডাউন শুরু হয়েছে মার্চের শেষে। মার্চ থেকে বেতন কমতে কমতে এখন মূল বেতনের ৩০ শতাংশ পাচ্ছি।" শিক্ষকদের অভিযোগ, অনলাইন ক্লাসে অনেকগুলি সেকশনের পড়ুয়াদের একসঙ্গে পড়ানোর জন্য শিক্ষক কম লাগছে। সেই দিক থেকে বিচার করে স্কুল কর্তৃপক্ষ যাঁরা অনলাইনে পড়ানোর সুযোগ পাচ্ছেন না, তাঁদের বেতন দিচ্ছেন না বা খুব কম দিচ্ছেন।

■ **অবস্থান:** টিউশন ফি ছাড়া অন্য ফি না দেওয়ার দাবিতে কলেজ স্কোয়ারে বেসরকারি স্কুলের পড়ুয়াদের অভিভাবকেরা। বুধবার দুপুরে। *নিজস্ব চিত্র*

শিক্ষকদের একাংশ জানাচ্ছেন, লকডাউন পর্বে উদ্ভূত এই পরিস্থিতি তাঁদের কাছে নতুন। তাঁদের মতে, স্কুলে যখন তাঁরা ক্লাস নেন তখন চোখের সামনে পড়ুয়াদের দেখেই ক্লাস করাতে অভ্যস্ত ছিলেন এত দিন। অনলাইনে ক্লাস নেওয়া মানে শিক্ষকদের পড়ানোর লাইভ ভিডিয়ো পড়ুয়ারা বাড়িতে বসেই দেখতে পাচ্ছে। অনেক সময়েই পড়ানোর সময়ে ভিডিয়োয় দেখা যায়, অভিভাবকেরাও অনলাইন ক্লাসে পড়ুয়ার পাশে বসে রয়েছেন। সে সব ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অস্বস্তি হওয়াও স্বাভাবিক। পাশাপাশি, অনলাইন ক্লাস 'লাইভ' হওয়ায় অনেক বেশি সতর্ক থাকতে হয়। সব মিলিয়ে মানসিক চাপে থাকেন তাঁরা। এই অবস্থায় বেতন কাটার সিদ্ধান্ত অমানবিক বলেই মত তাঁদের।

শিক্ষকদের বেতন কাটার অভিযোগ মেনে নিচ্ছেন কিছু স্কুল কর্তৃপক্ষ। তাঁরা জানাচ্ছেন, তাঁদের এই সিদ্ধান্ত স্কুলকে বাঁচানোর জন্যই নিতে হয়েছে। যেমন, গত কয়েক দিন ধরে অভিযোগ উঠছে, কলকাতা এবং সংলগ্ন এলাকার একটি স্কুলের বিভিন্ন শাখায় শিক্ষকদের বেতন কাটা হচ্ছে। ওই স্কুলের রিষড়া শাখার প্রিন্সিপাল কে নরেশ বলেন, "লকডাউনের মধ্যে খুব কম পড়ুয়ার থেকে টিউশন ফি পাওয়া গিয়েছে। তাই বাধ্য হয়ে শিক্ষকদের বেতন খানিকটা কাটতে হয়েছে। তবে কোনও শিক্ষককে ছাঁটাই করা হয়নি।" যদিও 'ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রাইভেট স্কুলস টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর তরফে কিংশুক দাসের অভিযোগ, "অভিভাবকদের কাছ থেকে বেতন নিয়েও শিক্ষকদের বেতন ঠিক মতো দিচ্ছেন না স্কুল কর্তৃপক্ষ। দু'-এক জন পড়ুয়ার অভিভাবক হয়তো নিরুপায় হয়ে কম বেতন দিয়েছেন। তার জেরে সামগ্রিক ভাবে শিক্ষকদের বেতন কাটা অযৌক্তিক। এমনকি এর প্রতিবাদ করলে কর্তৃপক্ষ স্কুল থেকে বহিষ্কারের হুমকিও দিচ্ছেন। এই পরিস্থিতি চললে শিক্ষকেরা এ বার পথে নেমে আন্দোলন করবেন।"

এ দিকে, টিউশন ফি বাদে অন্য কোনও ফি না দেওয়ার দাবিতে বুধবার কলেজ স্কোয়ারের গেটের সামনে বিক্ষোভ অবস্থান করেন কয়েকটি বেসরকারি স্কুলের পড়ুয়াদের অভিভাবকেরা। 'ইউনাইটেড গার্ডিয়ান্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর তরফে সুপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, "করোনার এই পরিস্থিতির মধ্যেও আমরা বিক্ষোভ দেখাতে বাধ্য হচ্ছি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখে দাবি জানিয়েছি। দাবি না মানলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।"

এক নজরে

সুস্থতার হার বাড়ছে পুলিশে

কলকাতা পুলিশবাহিনীতে করোনা সংক্রমণের হার বাড়ছে ঠিকই। তবে সেই সঙ্গে বাড়ছে সুস্থতার হারও। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বুধবার পর্যন্ত কলকাতা পুলিশের সাড়ে তিনশো জন করোনা আক্রান্ত হলেও ২৮৬ জন ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন। অনেকে কাজেও যোগ দিয়েছেন। এ দিকে, বুধবার কলকাতা পুলিশে নতুন করে চার জন আক্রান্তের খবর মিলেছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বাঁশদ্রোণী থানার এক আধিকারিক। তবে লালবাজার জানাচ্ছে, গত কয়েক মাসে সাউথ ডিভিশনের এক কনস্টেবল ও শিয়ালদহ ট্র্যাফিক গার্ডের এক কনস্টেবল ছাড়া এখনও পর্যন্ত কেউ মারা যাননি। করোনা নিয়ে পুলিশের মনোবল বাড়াতে কমিশনার নিজে তো বটেই, প্রতিটি ডিভিশন থেকেও নিয়মিত মাস্ক ব্যবহার ও দূরত্ব-বিধি বজায় রাখার কথা বলা হচ্ছে।

দুর্ঘটনায় জখম ৬

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি মালবাহী কন্টেনার যাত্রিবাহী বাসে ধাক্কা মারায় গুরুতর আহত হলেন ছ'জন যাত্রী। বুধবার সকালে, কোনা এক্সপ্রেসওয়েতে। পুলিশ জানায়, এক্সপ্রেসওয়ের লালবাড়ির কাছে এয়ারপোর্ট–আমতা রুটের একটি বেসরকারি বাসকে পিছন থেকে ধাক্কা মারে কন্টেনারটি। আহত যাত্রীদের ডোমজুড় গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বাস ও কন্টেনারের চালককে আটক করেছে পুলিশ।

পিষ্ট যুবক

লরির চাকায় পিষে মৃত্যু হল বছর পঁচিশের এক যুবকের। মঙ্গলবার, বেলুড়ের ঘটনা। পুলিশ জানায়, বেলুড়ের রামধন ঘোষ লেনে গ্যাসের গুদামের সামনে ওই ব্যক্তি রাস্তা পার হওয়ার সময়ে আচমকাই চলে আসে লরিটি। ধাক্কা লেগে পড়ে লরির চাকার নীচে ঢুকে যান তিনি। লরিটি আটক করেছে পুলিশ।

এ বার আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ আপনার হাতের মুঠোয়। হোয়াটসঅ্যাপেই সরাসরি জানাতে পারবেন কোনও খবর, বা এলাকার সমস্যা। পাঠাতে পারবেন ছবিও।
যোগাযোগের নম্বর: 80177 61234
এই নম্বরে কোনও ফোন করা যাবে না।

আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জাল বা অনুমোদনহীন লেনদেনের জন্যে ক্লীন বোল্ড হয়ে যাবেন না
অবিলম্বে ব্যাঙ্কে ব্যাপারটা জানান

উমেশ যাদব
ভারতীয় ক্রিকেটার এবং আরবিআই-এর কর্মী

- আপনি ব্যাঙ্কে জানাতে যত দেরি করবেন, ক্ষতির ঝুঁকি তত বাড়বে
- যদি ঐ জাল লেনদেন আপনার অসাবধানতার দরুন ঘটে, তাহলে আপনি ব্যাঙ্কে না জানানো পর্যন্ত ক্ষতি আপনাকেই বহন করতে হবে
- ব্যাঙ্কে ব্যাপারটা জানানোর সময়ে তাদের কাছ থেকে একটা স্বীকৃতিপত্র চেয়ে নিন। আপনার অভিযোগের নিষ্পত্তি 90 দিনের মধ্যে হয়ে যাবে
- সবসময়ে আপনার ব্যাঙ্কের যোগাযোগ-কেন্দ্রিক খুঁটিনাটি হাতের কাছে রাখবেন, যাতে জাল লেনদেনের বিষয়ে জানাতে পারেন

আরবিআই একথা বলে!
জেনে রাখুন, সতর্ক থাকুন!

বিশদ জানতে 14440 নম্বরে মিস্‌ড কল্ করুন,
নয়তো www.rbi.org.in/limitedliability দেখুন
এই বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে কোনো মতামত দিতে চাইলে এখানে লিখে জানান: rbikehtahai@rbi.org.in

জনস্বার্থে প্রচার করছে
ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

এক নজরে

বেতন কাটায় ক্ষোভ রেলকর্মীদের

লকডাউন চলাকালীন কাজে যোগ না-দেওয়ায় ৪৬৮ জন স্থায়ী কর্মীর বেতন কেটে নিয়েছেন রেল কর্তৃপক্ষ, এই অভিযোগে বুধবার হাওড়ার ডিআরএম অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন রেলকর্মীরা। অভিযোগ, রেলের তরফে কোথাও এমন নির্দেশিকা নেই। তা সত্ত্বেও ৪৬৮ জন গ্যাংম্যানের এক মাসের বেতন দেওয়া হচ্ছে না। বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে ৩৩ শতাংশ কর্মী নিয়ে কাজ শুরু করার নিয়ম হয়। সে জন্য একটি রোস্টারও তৈরি করা হয় বলে রেলের দাবি। অথচ তাঁরা এ বিষয়ে জানতেন না। রেলের তরফে জানানো হয়েছে, বিষয়টি নিয়ে ডিআরএম বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলেছেন।

আক্রান্ত দোকানি

এক মুদির দোকানির করোনা-রিপোর্ট পজ়িটিভ আসায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। প্রশাসন সূত্রের খবর, বুধবার সকালে বামনগাছি স্টেশন সংলগ্ন এক মুদির দোকানির করোনা-রিপোর্ট পজ়িটিভ আসে। তাঁকে কদম্বগাছি করোনা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। লকডাউনে ওই দোকানটি খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

রিকশাচালকের মৃত্যু

দাঁড়িয়ে থাকা একটি রিকশায় ধাক্কা মেরে চলে গিয়েছিল একটি গাড়ি। দাঁড়িয়ে থাকা আর একটি গাড়ির উপরে ছিটকে পড়েন রিকশাচালক। তাঁকে প্রথমে বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে অন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে অবস্থার অবনতি হওয়ায় ফের তাঁকে ফেরত আনা হয় মহকুমা হাসপাতালেই। কিন্তু চিকিৎসকেরা জানান, ততক্ষণে মারা গিয়েছেন ওই ব্যক্তি। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে সল্টলেকে এজে ব্লকে। মৃতের নাম সুশান্ত রায়(৪২)। পুলিশ জানায়, আটক করা হয়েছে গাড়ির চালককে। গাড়িটিও চিহ্নিত করা হয়েছে।

নেই আইসিইউ, জয়সওয়ালে থমকে কোভিড চিকিৎসা

নিজস্ব সংবাদদাতা

করোনা রোগীদের চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাব। নেই আইসিইউ, আইটিইউয়ের ব্যবস্থাও। তাই কোভিড হাসপাতাল হলেও এখনই গুরুতর ভাবে অসুস্থ কোভিড রোগীদের ভর্তি করানো যাচ্ছে না উত্তর হাওড়ার টি এল জয়সওয়াল হাসপাতালে। হাওড়া জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর, আইটিইউ বা আইসিইউ না থাকায় এখন শুধু উপসর্গহীন রোগীদের সেখানে রাখা হচ্ছে এবং পরিস্থিতি বুঝলে কোনও কোনও রোগীকে অন্য হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে।

করোনাভাইরাসে আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য বর্তমানে হাওড়া শহরে সত্যবালা আইডি হাসপাতাল-সহ মোট দু'টি হাসপাতাল রয়েছে। কিন্তু হাওড়ায় করোনার প্রকোপ ক্রমাগত বাড়তে থাকায় আরও একটি সরকারি হাসপাতালকে পুরোপুরি ভাবে কোভিড হাসপাতালে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল জেলা স্বাস্থ্য দফতর। স্থির হয়, ২৬০টি শয্যার টি এল জয়সওয়াল হাসপাতালে এ বার থেকে শুধু করোনা রোগীদেরই চিকিৎসা করা হবে। আর ওই হাসপাতালে আসা অন্য রোগীদের পাঠানো হবে হাওড়া জেলা হাসপাতালে। এ জন্য বন্ধ থাকা জেলা হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগও ধাপে ধাপে চালু করা হয়।

জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, টি এল জয়সওয়াল হাসপাতালে এত দিন ডেঙ্গির পাশাপাশি যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসা হত। এ ছাড়া বহির্বিভাগে নিত্যদিন প্রচুর রোগী দেখাতে আসতেন। গত মে মাসে জেলা প্রশাসন ওই হাসপাতালকে কোভিড হাসপাতাল হিসেবে ঘোষণা করে। কিন্তু তার পরেও সেখানে উপযুক্ত আইসিইউ না থাকায় 'লেভেল ফোর' (গুরুতর অসুস্থ) করোনা রোগীদের ভর্তি করানো যাচ্ছে না। জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে, হাসপাতালের আইসিইউয়ের পরিকাঠামোর উন্নতি হলে তবেই লেভেল ফোর রোগীদের সেখানে ভর্তি নেওয়া হবে। জেলা স্বাস্থ্য দফতরের এক পদস্থ কর্তা বলেন, "আইসিইউ, আইটিইউ-সহ হাসপাতালের আরও কিছু পরিকাঠামো তৈরির দায়িত্ব নিয়েছে পূর্ত দফতর। কিন্তু এই কাজে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর এখনও কোনও অর্থ বরাদ্দ করেনি। সেটা করলেই কাজ শুরু হবে।"

জেলা স্বাস্থ্য দফতরের পদস্থ কর্তাদের একাংশের বক্তব্য, ওই হাসপাতালের ভিতরের পরিস্থিতি এবং পরিকাঠামোগত মান অত্যন্ত খারাপ। তাই সেটিকে কোভিড হাসপাতালে রূপান্তরিত করার আগে তার খোলনলচে পুরোপুরি ভাবে বদলে ফেলতে হবে। কিন্তু তার জন্য যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন, তা বর্তমানে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের কাছে নেই। তাই ওই হাসপাতালটিকে কোভিড হাসপাতাল করার পরিকল্পনা থাকলেও তা আদৌ কতটা বাস্তবায়িত করা সম্ভব, তা নিয়েই সন্দিহান অনেকে।

বেহাল: বর্ষা শুরু হওয়া মাত্র রাস্তায় তৈরি হয়েছে খানাখন্দ। বুধবার, উল্টোডাঙা মোড়ে। ছবি: সুদীপ্ত ভৌমিক

সংক্রমিত রাইফেল কারখানার চার কর্মী

নিজস্ব সংবাদদাতা

অস্ত্র কারখানাতেও এ বার হানা দিল করোনাভাইরাস। ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরির চার কর্মী করোনা-আক্রান্ত বলে জানান কারখানা কর্তৃপক্ষ। এ ছাড়া এক কর্মী মঙ্গলবার মারা গিয়েছেন। তাঁর বাড়ি নদিয়ার বাদকুল্লায়। জ্বরের সঙ্গে তাঁর অন্যান্য উপসর্গ ছিল। যদিও তাঁর লালারস পরীক্ষার রিপোর্ট এখনও আসেনি। তবে এই খবরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে কারখানার অন্দরে। কারখানার মোট কর্মী সংখ্যা ২৯০০।

লকডাউন শিথিল হওয়ার পরে কম সংখ্যক কর্মী নিয়ে কারখানা চালু হয়েছিল। তবে জুনের প্রথম সপ্তাহ থেকে ১০০ শতাংশ কর্মী নিয়েই চলছে কারখানা। গত সপ্তাহে এক কর্মী সংক্রমিত হন। বর্তমানে তিনি কিছুটা সুস্থ। তার পরেই একে একে চার জনের জ্বর-কাশি শুরু হয়। তাঁদের মধ্যে দু'জনের লালারস পরীক্ষার রিপোর্ট পজ়িটিভ আসে। উত্তর দমদম পুরসভার প্রশাসক বোর্ডের চেয়ারম্যান মলয় ঘোষ বলেন, "ওঁরা দু'জনেই এই পুর এলাকার বাসিন্দা। তাঁদের বাড়িকে আপাতত গণ্ডিবদ্ধ এলাকা বলে ঘোষণা করা হয়েছে।" কারখানা সূত্রের খবর, ভিন্ জেলার বাসিন্দা বাকি দু'জনের রিপোর্টও পজ়িটিভ এসেছে।

জ্বর এবং অন্যান্য উপসর্গ নিয়ে নদিয়ার বাসিন্দা ওই কর্মীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। মঙ্গলবার রাতে তাঁর মৃত্যু হয়। তবে তাঁর পরীক্ষার রিপোর্ট এখনও আসেনি। রাইফেল কারখানা কর্তৃপক্ষও স্বাস্থ্য দফতরকে এখনও বিশদে কিছু জানাননি। উত্তর ২৪ পরগনার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক তপন সাহা বলেন, "ইছাপুর রাইফেল কারখানার কর্মীর আক্রান্ত হওয়ার খবর পেয়েছি। কিন্তু বিশদে তথ্য পাইনি।"

লকডাউনের আগে অস্ত্রের বরাত দিয়ে রাখা অনেকেই ভিন্ রাজ্য থেকে তা নিতে আসছেন। তাই কী ভাবে কর্মীরা সংক্রমিত হলেন, জানা যাচ্ছে না। কর্তৃপক্ষ জানান, কারখানার সব বিভাগ নিয়মিত জীবাণুমুক্ত করা হচ্ছে।

ক্যানসার নিয়েও করোনা জয় লড়াকু যুবকের

সৌরভ দত্ত

এ যেন দ্বিমুখী আক্রমণ। ক্যানসারের সঙ্গে লড়াইয়ের মধ্যেই শরীরে বাসা বেঁধেছিল নোভেল করোনাভাইরাস। দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যখন আপস করে চলেছে, তখন স্রেফ মনের জোরে করোনাকে হারিয়ে জীবনের জয়গানের মুখ হয়ে উঠলেন ৩৮ বছরের যুবক।

বছর ছয়েক আগের কথা। নদিয়ার বাসিন্দা ওই যুবকের কাঁধের বাঁ দিকে একটি টিউমার দেখা দিয়েছিল। অস্ত্রোপচার করে মাংসপিণ্ডটি পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। পরীক্ষার রিপোর্টে দেখা যায়, ওই যুবক অস্থি ক্যানসারে আক্রান্ত। ক্যানসার শল্য চিকিৎসক গৌতম মুখোপাধ্যায় এবং চিকিৎসক সোমনাথ সরকারের তত্ত্বাবধানে ওই যুবকের চিকিৎসা শুরু হয়। সোমনাথবাবু জানান, ক্যানসার চিকিৎসক এস এইচ আডবাণীর তৈরি করে দেওয়া প্রোটোকল মেনে যুবকের কেমোথেরাপি শুরু হয়েছিল। ওই যুবক জানান, এক বছর পরে নিজের স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু চার বছর পরে পিঠের অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা যায়, ক্যানসার অস্থিমজ্জা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। ফের কেমোথেরাপি শুরু হয় রোগীর।

ক্যানসারের দ্বিতীয় দফার আক্রমণ যখন সবে সামলে উঠেছেন, ফের শারীরিক বিপর্যয়ের মুখে পড়েন ওই যুবক। পঞ্চম পর্বের কেমোথেরাপির অষ্টম দিনে ঘটনাটি ঘটে। আগের মাসের মতো এ বারও কেমোথেরাপির আগে যুবকের করোনা পরীক্ষা করিয়ে নেন বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। আগের রিপোর্টগুলি নেগেটিভ হলেও এ বার রোগীর দেহে করোনাভাইরাসের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। তৎক্ষণাৎ তাঁকে কোভিড ওয়ার্ডে স্থানান্তরিত করা হয়।

ওই যুবক জানান, মৃদু উপসর্গ ছাড়া তেমন কোনও শারীরিক অস্বস্তি ছিল না তাঁর। কিন্তু বেসরকারি হাসপাতালের ওয়ার্ডে বয়স্ক শ্বাসকষ্টের রোগীদের মাঝে প্রথমে খানিক আতঙ্কিত বোধ করছিলেন তিনি। কিন্তু ক্যানসার-যোদ্ধা দ্রুত নিজেকে সেই অবস্থা থেকে বার করে ভাইরাসের সঙ্গে স্নায়ুর লড়াইয়ে মানসিক ভাবে প্রস্তুত হয়ে যান। মানসিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে তাঁর দুই চিকিৎসক খুবই সাহায্য করেছেন বলে জানিয়েছেন যুবক। তাঁর কথায়, "চিকিৎসক এবং পরিজনেরা যে ভাবে আমাকে সাহস জুগিয়েছেন, তা কখনও ভুলব না। ক্যানসার রোগীদের বলব, এটাও আর পাঁচটা রোগের মতো। ভয় না-পেয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা করুন।"

চিকিৎসক সোমনাথবাবু জানান, ওই যুবকের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যে হেতু কম, তাই উদ্বেগের কারণ ছিল। সাত দিন পরে রিপোর্ট নেগেটিভ এলে যুবককে জেনারেল ওয়ার্ডে স্থানান্তরিত করা হয়। তাঁর কথায়, "কঠিন পরিস্থিতিতে মনের জোরে কতখানি কাজ হয়, এই ঘটনা তার প্রমাণ।" চিকিৎসক গৌতমবাবু বলেন, "ওই যুবক এক বার ক্যানসারমুক্ত হওয়ার পরে ফের ক্যানসারের গ্রাসে চলে আসেন। এ ক্ষেত্রে এক জন রোগীর মানসিক অবস্থা কী হয়, তা আমরা জানি। করোনাও প্রবল মানসিক চাপ তৈরি করে। সে দিক থেকে ওই যুবকের লড়াকু মনোভাব সত্যিই প্রশংসনীয়।"

পথের দূরত্ব ভেঙে ক্যানসার চিকিৎসা পঁচাশির বৃদ্ধার

জয়তী রাহা

লকডাউনের মধ্যে কোভিড-আতঙ্ক সত্ত্বেও ক্যানসারের চিকিৎসা এবং প্রয়োজনে অস্ত্রোপচার কতটা জরুরি, বার বার তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন চিকিৎসকেরা। কারণ, এই রোগ নির্ণয়ে দেরি হলে বা চিকিৎসা বন্ধ থাকলে জীবনের ঝুঁকি বেড়ে যায়। তবুও পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার ছবি দেখা গিয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। উল্টো দিকে আবার সংক্রমণের ভয়কে জয় করে বছর পঁচাশির এক রোগিণীর ক্যানসার নির্ণয় এবং অস্ত্রোপচারে সুস্থ হয়ে ওঠার কাহিনি দৃষ্টান্ত তৈরি করল। এ কথা বলছেন চিকিৎসকেরাই।

লকডাউন ঘোষণার সময়ে কৃষ্ণনগরের শিমুলতলার মজুমদার পরিবার ভাবতে পারেনি, কতটা কঠিন সময় আসতে চলেছে তাদের। বড় ছেলে ও বৌমার সঙ্গে সেখানেই থাকেন শান্তিবালা মজুমদার। এপ্রিলের মাঝামাঝি বৌমা দেখেন, শাশুড়ির মুখের ভিতরে, ডান টাকরার কিছুটা অংশ কালো হয়ে আছে এবং রক্ত পড়ছে।

কৃষ্ণনগরেই চিকিৎসা শুরু হয়। দুই দফায় অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েও লাভ হয়নি। পরিবার সূত্রের খবর, কোভিড-আতঙ্কে চিকিৎসকেরা কেউ বৃদ্ধার মুখে হাত দিচ্ছিলেন না। দূর থেকে দেখেই পরীক্ষা করাতে বলা হয়। যানবাহন বন্ধ থাকায় রিপোর্ট পেতে দেরি হচ্ছিল। তাই চিকিৎসককে দিয়ে 'ইমার্জেন্সি' লিখিয়ে নিয়ে ১৩ মে গাড়িতে কলকাতায় চলে আসেন তাঁরা। ক্যানসার চিকিৎসক সোমনাথ সরকারের কাছে শুরু হয় চিকিৎসা। বায়োপসি করিয়ে জানা যায়, ডান টাকরায় (হার্ড প্যালেট) 'অ্যাডেনয়েড সিস্টিক কার্সিনোমা' হয়েছে বৃদ্ধার। পাঁচ সেন্টিমিটারের থেকেও বড় টিউমারটি দ্রুত অস্ত্রোপচার করে বাদ দেওয়া জরুরি।

চিকিৎসকেরা জানান, অপেক্ষা করলে ক্যানসার আশপাশের গ্ল্যান্ড এবং অন্যান্য অঙ্গে ছড়িয়ে পড়তে পারত। তাই রোগিণীকে ভর্তি করানোর পরে কোভিড পরীক্ষার রিপোর্ট দেখে অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ মাসেই ক্যানসার শল্য চিকিৎসক গৌতম মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে চিকিৎসক অভিষেক গুহঠাকুরতা ও সৌমিত দে অস্ত্রোপচার করেন। অ্যানাস্থেটিস্ট ছিলেন তুষারকান্তি ঘোষ।

গৌতমবাবু বলেন, "টোটাল ম্যাক্সিলেক্টমি অস্ত্রোপচার করে বাদ দেওয়া হয় ডান টাকরা। রোগিণী মানসিক ভাবে দৃঢ় হওয়ায় চিকিৎসায় ইতিবাচক ফল মিলছে। আর সপ্তাহ কয়েক পরে তাঁকে দেখে নিয়ে ওই গর্তটি ঢাকতে প্রস্থেসিস করা হবে। তাতে ওঁর খাওয়া ও কথা বলায় সমস্যা মিটবে।"

সোমনাথবাবুর কথায়, "ওঁর টিউমারটি চিকিৎসার পরিভাষায় টি-ফোর (যথেষ্ট বড়) হয়ে গিয়েছিল। সংক্রমণের আতঙ্ক আর রোগিণীর বয়স, এই দুই কারণে সতর্কতা নিয়ে চিকিৎসা চলেছে। তবে পরিবারের ভূমিকা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।"

যদিও শাশুড়ির চিকিৎসায় উল্লেখযোগ্য কিছু করেছেন বলে মনে করেন না বৌমা শুভ্রা বিশ্বাস মজুমদার। কলকাতায় বাবার বাড়িতে শাশুড়ি মাকে নিয়ে থাকছেন তিনি। কৃষ্ণনগরে পরিবারের বাকিরা থাকলেও চিকিৎসা-পর্ব শেষ করেই ফিরবেন সেখানে। শুভ্রা বলছেন, "এখন রাইলস টিউবে খাচ্ছেন। কথা বলতে গেলে যে সমস্যা হচ্ছে, পরবর্তী চিকিৎসায় সে সব ঠিক করা হবে। শাশুড়ি মা মানসিক ভাবে খুব শক্ত। ওই মনোভাবই দ্রুত সেরে উঠতে সাহায্য করছে ওঁকে।"

এ ক্ষেত্রে রোগিণীর পরিবার এবং চিকিৎসকদের ভূমিকা প্রশংসনীয় বলে জানাচ্ছেন ক্যানসার চিকিৎসক সুবীর গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "ঝুঁকি থাকায় এই বয়সে ডাক্তারেরা অস্ত্রোপচার করতে চান না। তার সঙ্গে বর্তমান সমস্যা জুড়ে পরিস্থিতি এখন জটিল। কিন্তু জরুরি চিকিৎসার ক্ষেত্রে অবহেলা করা মস্ত ভুল হবে। পরিবারেরও এতে ভূমিকা থাকে। শান্তিবালাদেবীর পরিবার সেটাই দেখিয়েছে।"

শান্তিবালা মজুমদার

চারটি ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা

শহরে চারটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটল। পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার সকাল সাড়ে ১০টায় কসবার নস্করহাটে একটি তিনতলা বাড়ির দোতলায় অনুরাগ রাউত (১৯) নামে এক যুবককে সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলতে দেখা যায়। পুলিশ এসে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। তদন্তকারীরা জানান, দশম শ্রেণির ছাত্র অনুরাগ দীর্ঘ দিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অন্য দিকে, এ দিন হরিদেবপুর থানা এলাকায় দু'টি ও নারকেলডাঙা থানা এলাকায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার হরিদেবপুরের কবরডাঙায় তৃষা দুয়ারি (৩৫) নামে এক গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘ দিন ধরে স্বামীর সঙ্গে বনিবনা হচ্ছিল না তৃষার। হরিদেবপুরের বরদা সরণি এলাকায় শ্বশুরবাড়িতে কালীপদ বসাক (৩৯) নামে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ মিলেছে। তিনি বহু দিন ধরে মাদকাসক্ত ছিলেন এবং অবসাদে ভুগছিলেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। বুধবার রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ নারকেলডাঙা নর্থ রোডে অন্নপূর্ণা বসাক (৫৬) নামে এক মহিলার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ওই মহিলাও মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। চারটি ঘটনাতেই অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

খুনের পিস্তল কি ছিল স্ত্রীর বন্ধ ফ্ল্যাটেই

নিজস্ব সংবাদদাতা

খুনের অস্ত্র সেভেন এম এম পিস্তলটি চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চ নাগাদ বেআইনি ভাবেই কিনেছিল অমিত আগরওয়াল। ফুলবাগানের আবাসনে ঢুকে শাশুড়িকে খুন করে আত্মঘাতী হওয়ার আগে অমিত সেটি সম্ভবত রেখেছিল শ্বশুরবাড়ি থেকে হাঁটা দূরত্ব ১৫০ই, মানিকতলা মেন রোডের ফ্ল্যাটে। যেটি অমিতের স্ত্রী শিল্পীর নামে কেনা। তবে তার চাবি থাকত অমিতের কাছেই। সে-ই মাঝেমধ্যে ব্যবহার করত ফ্ল্যাটটি। তদন্তে এমনটাই জানা গিয়েছে।

তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, সোমবার বেঙ্গালুরু থেকে কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছে অমিত ছেলেকে বেলঘরিয়ায় দাদার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। বিমানবন্দর থেকেই সে একটি অ্যাপ-ক্যাব বুক করে পৌঁছয় মানিকতলা মেন রোডের ফ্ল্যাটে। বিমানবন্দর থেকে বেরোনো এবং মানিকতলার ফ্ল্যাটে ঢোকার সময়ে অমিতের হাতে একটি ফোল্ডার ছিল। কিন্তু ওই ফ্ল্যাট থেকে বেরোনোর সময়ে তার হাতে ছিল ল্যাপটপের ব্যাগ। শাশুড়িকে খুন করে অমিতের আত্মঘাতী হওয়ার পরে যে ব্যাগটি শ্বশুরবাড়ি থেকে মিলেছে। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, এই পুরো ঘটনাক্রম ধরা পড়েছে কলকাতা বিমানবন্দর এবং মানিকতলা ফ্ল্যাটের সিসি ক্যামেরার ফুটেজে। এক কর্তা জানাচ্ছেন, তাঁদের অনুমান অমিত ওই ফ্ল্যাটে আগেই খুনের অস্ত্র, সেভেন এমএম পিস্তল রেখেছিল। ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্তকারীরা অমিতের মোবাইলের লক খোলার চেষ্টা করেন। দু'বার ভুল পাসওয়ার্ড দিলেও তৃতীয় বার চারটে শূন্য দিতেই সেটি খুলে যায়। সেখান থেকেই অমিত ও তার ছেলের উড়ানের টিকিট-সহ বহু তথ্য মেলে। অমিত স্ত্রীকে করা সব ফোন রেকর্ড করত। সে সবও পেয়েছেন তদন্তকারীরা। মোবাইল ঘেঁটেই বিমানবন্দর থেকে মানিকতলা মেন রোডের ওই ফ্ল্যাট পর্যন্ত আসা ক্যাবটির চালকের খোঁজ মেলে। তাঁর সঙ্গে কথা বলে বিস্তারিত তথ্য মিলেছে। তদন্তকারীরা জানাচ্ছেন, অমিত ওই দিন বিকেল সাড়ে ৫টা নাগাদ তিন বন্ধুকে মেল করে লেখে, 'আশা করি এ বার সব ঠিক হবে। ভাল থেকো।' তার ১৫ মিনিট পরে সন্ধ্যা পৌনে ৬টা নাগাদ সে শ্বশুরবাড়িতে ঢোকে।

বেআইনি অস্ত্রটি অমিত কার থেকে কিনেছিল সেই খোঁজ চলছে। তবে তদন্তকারীদের বক্তব্য, সেটি যখনই কেনা হোক, ৬৭ পাতার সুইসাইড নোট থেকে স্পষ্ট, স্ত্রী শিল্পী ও শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের খুন করার পরিকল্পনা ছিল তার দীর্ঘদিনের। কারণ, বিয়ের পর থেকে বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনার মাধ্যমে শ্বশুরবাড়ির সকলের প্রতি ক্ষোভ ঝরে পড়েছে সেই নোটে। এমনকি, তাঁদের কী করে খুন করা যায় এক লাইনে কিছু ভাবনাও অমিত সেখানে লিখেছিল। একটি নয়, একাধিক পরিকল্পনার কথাই উল্লেখ রয়েছে সেখানে। এমনকি, ভাড়াটে লাগিয়ে খুনের কথাও তার মাথায় এসেছিল। পরে ঠিক করে নিজেই শেষ করবে তার 'মহাভারত'-এর জীবন। 'কৌরবরূপী' শ্বশুরবাড়ির লোকেদের নিজেই শাস্তি দেবে সে।

আক্রান্ত কি না, বলবে এক্স-রে?

নিজস্ব সংবাদদাতা

প্রত্যন্ত এলাকায় করোনা সংক্রমণের গতিবিধি বুঝতে মুশকিল আসান হতে পারে শিবপুরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (আইআইইএসটি)-র গবেষণা। এক্স-রে প্লেট দেখেই যাতে মানবদেহে কোভিডের অস্তিত্ব সম্পর্কে ইঙ্গিত দেওয়া যায়, তেমনই এক প্রযুক্তি তারা তৈরি করেছে বলে দাবি ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। এই প্রযুক্তি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য স্বাস্থ্য দফতরের সঙ্গে গবেষণা করছে প্রতিষ্ঠানের ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন্স বিভাগ।

গবেষণা প্রকল্পটির প্রিন্সিপ্যাল ইনভেস্টিগেটর হলেন আইআইইএসটি-র অধ্যাপক অঙ্কিতা প্রামাণিক। স্বাস্থ্য দফতরের তরফে যুক্ত আছেন বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালের চিকিৎসক কৌশিক চৌধুরী, যোগীরাজ রায় এবং কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের মেডিসিন বিভাগের চিকিৎসক অরুণাংশু তালুকদার। অঙ্কিতাদেবী জানান, আরটি-পিসিআর পদ্ধতিতে করোনাভাইরাসের উপস্থিতি নির্ণয় সময়সাপেক্ষ। এ ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে নতুন প্রযুক্তি। তিনি বলেন, "এটি এক ধরনের অ্যাপ। রোগী করোনায় আক্রান্ত কি না, এক্স-রে প্লেট দেখে বলে দেবে সেই অ্যাপই।"

কৌশিকবাবু বলেন, "কোভিড-নিউমোনিয়া, কোভিড আছে কিন্তু নিউমোনিয়া নেই এবং সাধারণ এক্স-রের ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তির ফল প্রাথমিক ভাবে দেখা হয়েছে।" অরুণাংশুবাবুর কথায়, "এক্স-রে করার যন্ত্র থেকে কোভিডের অস্তিত্ব জানা যাবে, এটা ভাল ব্যাপার। তবে প্রচুর এক্স-রে প্লেট পরীক্ষার পরেই কিছু বলা সম্ভব।"

বন্দির করোনা, খাবার দেওয়ার বিধি বদল জেলে

প্রদীপ্তকান্তি ঘোষ

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ছড়াচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। লৌহ কপাটের অন্দরও নিরাপদ নয়। ১৯ দিন আগে জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের এক বন্দি করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। এ বার সেই তালিকায় নাম উঠল বারুইপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের এক বন্দির। তার পরেই বন্দিদের পরিজনদের তরফে খাবার দেওয়ার নিয়মে কিছু বদল করতে চলেছে কারা দফতর।

সপ্তাহখানেক আগে বারুইপুরের ওই বিচারাধীন বন্দির করোনার উপসর্গ দেখা দেয়। মধ্যবয়সি ওই ব্যক্তিকে বারুইপুরের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তাঁর নমুনা পরীক্ষার পরে জানা যায়, বিধাননগর পুর এলাকার ওই বাসিন্দা করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। দিন কয়েক আগে ওই বন্দিকে শহরের এক কোভিড হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে বলে খবর। একটি খুনের মামলায় জেলে রয়েছেন ওই ব্যক্তি। ওই সংশোধনাগারের আরও কয়েক জন বন্দির করোনার উপসর্গ দেখা দিলেও তাঁদের রিপোর্ট নেগেটিভ বলে কারা দফতর সূত্রে দাবি।

বারুইপুরের ঘটনা সামনে আসতেই পরিজনদের কাছ থেকে বন্দিরা যে সব খাবার নেন, তার নিয়মে বদল করেছে কারা দফতর। প্যাকেটবন্দি খাবারে জোর দেওয়া হয়েছে। প্যাকেট বা মোড়ক ছাড়া কোনও খাবার দেওয়া যাবে না। কারা দফতরের মতে, প্যাকেট থাকলে জীবাণু নাশ করা সুবিধাজনক। তাতে সংক্রমণের আশঙ্কা কমবে।

করোনা পরিস্থিতিতে পরিজনদের সাক্ষাতে রাশ টানার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কারা দফতর। ওই সিদ্ধান্তের পরে ক্ষোভ প্রকাশ করতে শুরু করেন বন্দিরা। তার বহিঃপ্রকাশে দমদম কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে। তার পরে ওই সিদ্ধান্ত বদল করা হয়। তাই ঝুঁকি থাকলেও সাক্ষাৎকারে এখনই রাশ টানতে চায় না কারা দফতর।

জলপাইগুড়ির ঘটনায় কারা দফতরের বক্তব্য ছিল, সংক্রমণ সম্ভবত হাসপাতাল থেকে হয়েছে। কারণ, ওই বন্দি আক্রান্ত হওয়ার অনেক আগে থেকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তবে বারুইপুরের আক্রান্ত বন্দি দীর্ঘদিন কারাগারেই রয়েছেন। ফলে তাঁর সংক্রমণের উৎস চিন্তা বাড়াচ্ছে কারা দফতরের। সেই কারণেই খাবার দেওয়ার নিয়মে বদল করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। বারুইপুরে করোনা সংক্রমণ নিয়ে তথ্য গোপন করা হচ্ছে বলে অভিযোগ মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর-এর। সংগঠনের নেতা রঞ্জিত শূরের বক্তব্য, "গোপন করলে বন্দি, জেলকর্মী কিংবা পরিজনেরা সতর্ক হবেন না। তাই বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন ছিল।" সব অভিযোগ উড়িয়ে কারা দফতরের দাবি, করোনা মোকাবিলার সমস্ত পদক্ষেপই প্রয়োজন অনুযায়ী করা হচ্ছে।

বিদ্যুৎ-বিভ্রাটে ব্যাহত পানীয় জল সরবরাহ

নিজস্ব সংবাদদাতা

বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের ফলে বুধবার সকালে পাটুলি, রামগড় এবং বাঘা যতীন এলাকার একাংশে ব্যাহত হল পানীয় জল সরবরাহ। তবে পুর কর্তৃপক্ষের দাবি, বিকেলেই সরবরাহ স্বাভাবিক হয়ে যায়। পুরসভা সূত্রের খবর, মঙ্গলবার রাতে পাটুলিতে সিইএসসি-র কেবলে গোলমাল হওয়ায় বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটে। ফলে রাতে পাটুলির ওভারহেড জলাধারে জল তোলা সম্ভব হয়নি। ওই এলাকাটি ১১০ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত। ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটর অরূপ চক্রবর্তী বলেন, "বিদ্যুৎ বিপর্যয়ে বুধবার সকালে পানীয় জল সরবরাহ করা যায়নি। তবে মঙ্গলবার রাত থেকেই সিইএসসি এবং পুরসভার কর্মীরা কাজ শুরু করায় এ দিন ভোরে বিদ্যুৎ আসে। তার কিছু ক্ষণ পর থেকেই ওভারহেড জলাধারে জল তোলার কাজ শুরু হয়। বিকেলে সরবরাহ স্বাভাবিক ছিল।" সঙ্কট মেটাতে ওই এলাকায় এ দিন পুরসভা থেকে জলের ট্যাঙ্কার পাঠানো হয়।

গ্রেফতার ৩

এক ব্যবসায়ীর অভিযোগের ভিত্তিতে তিন যুবক ও এক কিশোর

এক নজরে

হয়রানি এড়াতে বিকল্প ব্যবস্থা

পুর বোর্ডের মেয়াদ শেষ হয়ে বসেছে প্রশাসকমণ্ডলী। স্থানীয় কাউন্সিলরেরা সকলেই এখন প্রাক্তন। এই অবস্থায় যাতে কোনও শংসাপত্র পেতে বাসিন্দাদের ভোগান্তি না-হয়, তার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা চালু করেছে কামারহাটি পুরসভা। প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারপার্সন গোপাল সাহা জানান, সাত জনের কমিটিতে তিনি ও প্রাক্তন ভাইস-চেয়ারম্যান ছাড়াও সদস্য হিসেবে রয়েছেন পাঁচ প্রাক্তন চেয়ারম্যান পারিষদ। চেয়ারপার্সন ছাড়া বাকি ছয় সদস্যের মধ্যে ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী ৩৫টি ওয়ার্ড ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। বাসিন্দারা সংশ্লিষ্ট সদস্যের মাধ্যমেই সহায়তা পাবেন। করোনা মোকাবিলার কাজের জন্য অন্য প্রাক্তন কাউন্সিলরদের প্রশাসকমণ্ডলীর সঙ্গে সমন্বয় রেখে চলতে বলা হয়েছে।

ছিনতাইয়ের কিনারা

প্রায় আট মাস আগে ঘটে যাওয়া ছিনতাইয়ের কিনারা করল রিজেন্ট পার্ক থানার পুলিশ। গ্রেফতার হয়েছে অভিযুক্ত। গত বছরে ২৪ অক্টোবর বাইকে চেপে এসে পূর্ব পুটিয়ারির বাসিন্দা অঞ্জনা দে-র হার ছিনতাই করে পালায় এক যুবক। হেলমেট পরে থাকায় চালকের মুখ দেখতে না-পেলেও অঞ্জনাদেবী পুলিশকে বাইকের রং জানিয়েছিলেন। তদন্তে নেমে পুলিশ চালকের খোঁজ শুরু করে। গত ১৯ জুন দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুরের রাধাকান্তপুর গ্রাম থেকে ধরা হয় বিকাশ হালদার (২৫) নামে এক যুবককে। জেরায় সে জানায়, সুভাষগ্রামে একটি ভাড়া বাড়িতে সে হারটি রেখেছে। সেই মতো ওই বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে হার উদ্ধার হয়। আটক করা হয়েছে ঘটনায় ব্যবহৃত নীল মোটরবাইকটিও।

শুরু মেরামতি

আমপানে গাছ পড়ে ভেঙে গিয়েছিল রবীন্দ্র সরোবরের পাঁচিল। ফলে অরক্ষিত হয়ে পড়েছিল সরোবর চত্বর। ভেঙে যাওয়া সেই পাঁচিল মেরামতির কাজ শুরু করল কেএমডিএ। সংস্থা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, নতুন করে পাঁচিল তৈরির জন্য পরিমাপের কাজ ছাড়াও দরপত্র ডাকার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

দরপত্র আহ্বান

উল্টোডাঙা উড়ালপুলের মেরামতির কাজের জন্য শীঘ্রই দরপত্র আহ্বান করবে কেএমডিএ। উড়ালপুলের স্তম্ভগুলি আরও মজবুত করতেই এই উদ্যোগ। এ ছাড়া বিজন সেতু-সহ শহরের যে ছ'টি উড়ালপুলের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়েছে, তার রিপোর্টও দ্রুত জমা পড়বে বলে জানিয়েছেন সংস্থার আধিকারিকেরা। তার পরেই শুরু হবে ওই উড়ালপুলগুলি সংস্কার।

ধর্ষণে গ্রেফতার

এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে তার এক আত্মীয়কে গ্রেফতার করল পুলিশ। বুধবার, বারাসত থানার সত্যনারায়ণ পল্লির ঘটনা। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে অভিযুক্তকে ধরে বেধড়ক মারধর করেন। পরে পুলিশ গিয়ে তাকে গ্রেফতার করে। ধৃতের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু হয়েছে।

অগ্নি-সুরক্ষায়

নবদিগন্ত শিল্পনগরীর টাউন হলের অগ্নি-সুরক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের পরিকল্পনা করেছে কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (কেএমডিএ)। তার জন্য প্রায় এক কোটি টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে। অগ্নি-সুরক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে বলে সংস্থা সূত্রের খবর। দরপত্রও ইতিমধ্যে ডাকা হয়ে গিয়েছে।

সুন্দরবনের পাশে

শুরুটা হয়েছিল পাঁচ অধ্যাপিকাকে নিয়ে। এখন যোগ দিয়েছেন দেশে-বিদেশে কর্মরত বন্ধু ও ছাত্রছাত্রীরা। আমপান-বিধ্বস্ত সুন্দরবনের পাশে দাঁড়িয়েছেন ওঁরা। মে মাসের শেষে হিঙ্গলগঞ্জের বাসিন্দাদের কাছে ত্রাণ পাঠান বেথুন কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান সুমিতা মুখোপাধ্যায়। এর পরে এগিয়ে আসেন আরও চার অধ্যাপিকা— লেডি ব্রেবোর্নের অপর্ণা সেন, সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবর্ণা মণ্ডল, টাকি গভর্নমেন্ট কলেজের শিল্পী আচার্য ও দেবযানী সেনগুপ্ত। তৈরি হয়েছে একটি সংগঠন। সুন্দরবনে গৃহহীনদের জন্য তারা শুরু করেছে একাধিক কমিউনিটি কিচেন।

রেড রোডে পুলিশকে 'মার', অভিযুক্ত তরুণী

নিজস্ব সংবাদদাতা

লকডাউনের সরকারি নিয়ম, রাত ন'টা থেকে জারি থাকবে কার্ফু। সেই নিয়ম কার্যত হেলায় উড়িয়ে মঙ্গলবার রাতে রেড রোডে পুলিশকে নিগ্রহ করার অভিযোগ উঠল বছর ২৮-এর এক তরুণীর বিরুদ্ধে। প্রাথমিক ভাবে পুলিশের অনুমান, ওই তরুণী মত্ত অবস্থায় ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, উদ্ধার করতে যাওয়া পুলিশকর্মীকে গালিগালাজ করা ছাড়াও তিনি এক ট্র্যাফিক পুলিশকর্মীকে চড় মারেন। ঘটনার এক দিন পরেও গ্রেফতার করা হয়নি অভিযুক্তকে। এমনকি, তাঁর বিরুদ্ধে মামলাও দায়ের করেনি পুলিশ।

এই ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধেও কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, কার্যত বিবস্ত্র অবস্থায় থাকা ওই তরুণীকে ময়দান থানা উদ্ধার করতে গিয়েছিল মহিলা পুলিশকর্মী ছাড়াই। শেষে ঘণ্টাখানেক পরে কলকাতা পুলিশের 'শক্তি' বাহিনীর মহিলা কর্মীরা গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করেন।

ঘটনার সূত্রপাত মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ। প্রায় বিবস্ত্র অবস্থায় এক তরুণীকে রেড রোড ধরে হাঁটতে দেখে চমকে যান কয়েক জন পথচারী। তাঁদেরই এক জন কর্তব্যরত ট্র্যাফিক পুলিশকর্মীকে বিষয়টি জানান। তিনি খবর দেন ময়দান থানায়। ওই পুলিশকর্মী বুধবার বলেন, "কাছে যেতেই আমাকে ধাক্কা মারেন ওই তরুণী। তিনি নেশাগ্রস্ত ছিলেন। প্রথমে ভেবেছিলাম, তরুণী হয়তো নিগ্রহের শিকার হয়েছেন। পরে পুরো ঘটনা জানতে পারি।"

ময়দান থানার একটি গাড়ি গিয়েও তরুণীকে উদ্ধার করতে পারেনি। এর পরে সেখানে আসে পুলিশের আরও গাড়ি। পৌঁছন ময়দান থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক। আসে 'শক্তি' বাহিনীও। পুলিশের দাবি, এক জায়গায় বসার বদলে পাশ দিয়ে যাওয়া গাড়ির দিকে বারবার ছুটে যাচ্ছিলেন তরুণী। তখনই গালিগালাজের পাশাপাশি তিনি এক পুলিশকর্মীকে চড় মারেন বলে অভিযোগ। অনেক কষ্টে তাঁকে উদ্ধার করা হয়।

পরে ওই তরুণী পুলিশকে জানিয়েছেন, ভবানীপুরের পদ্মপুকুর এলাকায় তাঁর বাড়ি। সন্ধ্যায় পাড়ারই এক যুবকের সঙ্গে ময়দান চত্বরে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে দু'জনে মদ্যপান করেন। তরুণীর দাবি, তিনি নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়লে তাঁকে ফেলে চলে যান ওই যুবক। কিন্তু তাঁর পোশাক কোথায় গেল, কেনই বা ওই যুবক তাঁকে ফেলে চলে গেলেন— সেই সব প্রশ্নের সদুত্তর তিনি দিতে পারেননি। রাতেই তাঁকে বাড়ি ফিরিয়ে দেয় পুলিশ।

বুধবার ভবানীপুরে গিয়ে জানা গেল, পদ্মপুকুরের পাশেই একটি পুরনো বাড়িতে মা, দাদা ও ভাইয়ের সঙ্গে থাকেন ওই তরুণী। ২০১০ সালে বাবার মৃত্যুর পরে দাদার রোজগারেই সংসার চলে তাঁদের। দেখা গেল, তরুণীর বাড়ির পাশেই ফুটপাতের একাংশ জুড়ে তৈরি হয়েছে ক্লাব। সেখানকার সদস্যেরা তরুণীর বাড়িতে কাউকে ঢুকতে দেননি। পাড়ার যে যুবকের সঙ্গে ওই তরুণী গিয়েছিলেন, দরজা খুলতে চায়নি তাঁর পরিবারও। তবে স্থানীয় সূত্রের খবর, ঘটনার পর থেকে নিখোঁজ ওই যুবক।

গোটা ঘটনা প্রসঙ্গে কলকাতা পুলিশের ডিসি (দক্ষিণ) মিরাজ খালিদ শুধু বলেছেন, "ঘটনাস্থলে মহিলা পুলিশ ছিল। তেমন কিছু হয়নি।"

■ ময়দানে সেই রাতে ওই ঘটনার সময়ে। *নিজস্ব চিত্র*

■ **নারাজ:** ডিজেলের দাম বাড়ায় পথে নামছে না বহু ট্যাক্সি। বুধবার, বেলেঘাটায়। *ছবি: দেবস্মিতা ভট্টাচার্য*

জেলে দেখা না হওয়ায় ক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা

ত্রাণ নিয়ে দেগঙ্গার বিডিও অফিসে গত সোমবারের বিক্ষোভের ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে ১৪ জনকে। তাঁদের মধ্যে আট জন এখন রয়েছেন দমদম কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে। বাকি ছ'জনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ হয়েছে। ওই আট জনের মধ্যে দুই মহিলা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলে অভিযোগ তাঁদের পরিজনেদের। তাঁদের আরও অভিযোগ, বুধবার দমদম জেলে দু'জনের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তাঁদের তা করতে দেওয়া হয়নি। উল্টে জেল কর্তৃপক্ষ জানান, ওই দুই মহিলা জেল হাসপাতালে থাকায় দেখা করা যাবে না।

যদিও দুই মহিলার অসুস্থতার অভিযোগ অস্বীকার করেছে কারা দফতর। তাদের মতে, বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে নতুন কোনও বন্দি সংশোধনাগারে এলে তাঁকে ১৪ দিন কোয়রান্টিনে রাখা হচ্ছে। এমন বন্দিদের আলাদা রাখাটা সুনিশ্চিত করতে প্রতিটি জেলের কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছে কারা দফতর। সেই মতো দমদম জেল হাসপাতালের লাগোয়া অংশে নতুন বন্দিদের আলাদা রাখার জায়গা তৈরি হয়েছে। বিক্ষোভের ঘটনায় গ্রেফতার হওয়া আট জন রয়েছেন সেখানেই। কোয়রান্টিনের মেয়াদ ফুরনো পর্যন্ত তাঁদের সেখান থেকে বার করা হবে না। ফলে ১৪ দিন পরেই সংশ্লিষ্ট বন্দির সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেতে পারেন তাঁদের পরিজনেরা।

সাইকেলের জন্য স্টিকার

নিজস্ব সংবাদদাতা

কোভিড পরিস্থিতিতে রাস্তায় সাইকেল আরোহীর সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। তাই দুর্ঘটনা এড়াতে প্রতিটি সাইকেলে বিশেষ ধরনের স্টিকার লাগিয়ে দিতে উদ্যোগী হল হাওড়া ট্র্যাফিক পুলিশ। রাস্তায় আলো না-থাকলেও মোটরবাইক বা গাড়ির চালকেরা যাতে সাইকেলের অবস্থান বুঝতে পারেন, সেই কারণেই এই উদ্যোগ।

ওই স্টিকারগুলিতে আলো পড়লেই জ্বলজ্বল করবে। ফলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা অনেকটাই কমবে। আমপানের পরে হাওড়ার বহু রাস্তায় এখনও আলো আসেনি।

বুধবার হাওড়া সিটি পুলিশের এক পদস্থ কর্তা জানান, লকডাউনের পরে রাস্তায় সাইকেলের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে। শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে এবং যতটা সম্ভব মানুষের সংস্পর্শ এড়িয়ে কর্মস্থলে যাওয়া-আসা করতে অনেকেই এখন সাইকেল ব্যবহার করেছেন। অনেক সময়েই রাতের অন্ধকারে উল্টো দিক থেকে আসা গাড়িচালক সাইকেল-আরোহীদের দেখতে পান না। তখনই দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানিয়েছে, এ দিন বিদ্যাসাগর সেতু ট্র্যাফিক গার্ডের তরফে প্রায় ৭০টি সাইকেলে এই স্টিকার লাগানো হয়। সাইকেল আরোহীদের হাতে এ দিন মাস্কও তুলে দেওয়া হয় পুলিশের পক্ষ থেকে। এই স্টিকার আরও সাইকেলে লাগানো হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

রাতেও সাফাইকাজ হবে সেক্টর ফাইভে

নিজস্ব সংবাদদাতা

করোনা পরিস্থিতিতে সল্টলেকের সেক্টর ফাইভ এলাকা আরও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং জীবাণুমুক্ত রাখতে চাইছে প্রশাসন। কিন্তু দিনের বেলা ওই এলাকায় যান চলাচল এবং গাড়ি পার্কিংয়ের কারণে রাস্তা বা বুলেভার্ড সাফাইয়ের কাজ করতে সমস্যা হয়। তাই এ বার দিনের পাশাপাশি রাতেও ওই এলাকার রাস্তা ও বুলেভার্ড পরিষ্কার করার কাজ করা হবে। সেক্টর ফাইভের প্রশাসনিক সংস্থা 'নবদিগন্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনশিপ অথরিটি'র পরিচালন পর্ষদের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নবদিগন্ত সূত্রের খবর, করোনা পরিস্থিতিতে শেষ রাতে এই সাফাইয়ের কাজের জন্য টেন্ডারও ডাকা হয়েছে।

নবদিগন্তের আধিকারিকদের একাংশ জানিয়েছেন, পাঁচ নম্বর সেক্টরে দিনভর যানবাহন বা গাড়ি পার্কিংয়ের চাপ বেশি থাকে। ফলে সে সময়ে গালিপিট সাফাই থেকে শুরু করে রাস্তা ঝাঁট দেওয়া, বুলেভার্ডে জল দেওয়া— সবই করতে সমস্যা হয়। কিন্তু করোনা পরিস্থিতিতে এলাকা জীবাণুমুক্ত করার লক্ষ্যে রাতের বেলায় আরও এক বার সাফাইয়ের কাজ করা হবে। সে সময়ে রাস্তা ফাঁকা থাকায় জল দিয়ে বুলেভার্ড-ফুটপাত সাফাই এবং জীবাণুনাশক স্প্রে ঠিক ভাবে করা যাবে।

ওই এলাকায় কর্মরত বিভিন্ন তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার কর্মীদের অনেকেই জানাচ্ছেন, বহু মানুষ প্রতিদিন ওই শিল্পতালুকে যাতায়াত করেন। এ ছাড়াও রাস্তার পাশে রয়েছে বহু দোকানপাট। তাই এলাকার পরিচ্ছন্নতায় গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

নবদিগন্তের চেয়ারম্যান দেবাশিস সেন বলেছেন, "করোনা পরিস্থিতির মধ্যে শিল্পতালুক এলাকা আরও পরিচ্ছন্ন রাখতেই এমন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।"

BHARATI EDUCATION CENTRE
Regd. No - 91319/6459/G
দশম /দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছেন? MHRD থেকে স্বীকৃত
শিক্ষাগত যোগ্যতা কি আপনার চাকরীর পদোন্নতি বাধা সৃষ্টি করেছে?
নোটস্ ও কোচিং সহ ভর্তি চলছে
NIOS
(মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক) বাংলা/ইংরাজী মাধ্যম
Ph: 9831371548

nqa. ISO 9001 Registered
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর দ্য এমপাওয়ারমেন্ট অফ পার্সনস উইথ ইন্টেলেকচুয়াল ডিজেবিলিটিজ (দিব্যাঙ্গন)
ডিপার্টমেন্ট অফ এমপাওয়ারমেন্ট অফ পার্সনস উইথ ডিজেবিলিটিজ (দিব্যাঙ্গন)
(সামাজিক ন্যায় ও অধিকারদান মন্ত্রক, ভারত সরকার)
(একটি আইএসও ৯০০১:২০১৫ প্রতিষ্ঠান)
মনোবিকাশনগর, সেকেন্দ্রাবাদ-৫০০ ০০৯, তেলেঙ্গানা
ফোন: ০৪০-২৭৭৫১৭৪১-৭৪৫, ফ্যাক্স: ০৪০-২৭৭৫০১৯৮ ওয়েবসাইট: www.niepid.nic.in

ভর্তির বিজ্ঞপ্তি ২০২০-২১ তারিখ: ১৬.০৬.২০২০

দ্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর দ্য এমপাওয়ারমেন্ট অফ পার্সনস উইথ ইন্টেলেকচুয়াল ডিজেবিলিটিজ (দিব্যাঙ্গন) ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায় ও অধিকারদান মন্ত্রক অধীনে একটি স্বশাসিত সংস্থা হিসেবে ১৯৮৪ বর্ষে স্থাপিত একটি রেজিস্টার্ড সোসাইটি। এই প্রতিষ্ঠান দেশে মেন্টাল রিটার্ডেশনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পরিষেবার তিন ধরনের কাজকর্মে রত একটি শীর্ষ সংস্থা। বিগত ৩৬ বছর যাবৎ এই প্রতিষ্ঠান মেন্টাল রিটার্ডেশনসম্পন্ন ব্যক্তিদের অধিকারদানের জন্য সামর্থ্য গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে।

২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের জন্য নিম্নোক্ত কোর্সে ভর্তির জন্য ডিরেক্টর, এনআইইপিআইডি দরখাস্ত আহ্বান করছেন:

◆ এআইইপিআইডি, হেডকোয়ার্টারস, সেকেন্দ্রাবাদ-এ	কোর্স ভর্তির জন্য শর্তাবলি	দরখাস্তের মূল্য বাবদ যাহার অনুকূলে ডিডি হইতে হইবে	ফাইন সহ/ফাইন ব্যতীত দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখ
১) এম. ফিল রিহ্যাবিলিটেশন সাইকোলজি (২ বছর)	এন্ট্রান্সের তারিখ: অগাস্ট ২০২০-এর ৩য় সপ্তাহ (সম্ভাব্য)	ডিরেক্টর, এনআইইপিআইডি	ফাইন ব্যতীত ২৫.০৭.২০২০
২) এম.এড. স্পেশাল এডুকেশন (এমআর) (২ বছর)			
৩) বি.এড. স্পেশাল এডুকেশন (এমআর) (২ বছর)			২০০/- টাকা ফাইন সহ ০৭.০৮.২০২০
৪) পিজি ডিপ্লোমা ইন আর্লি ইন্টারভেনশন (পিজিডিইআই) (১ বছর)			
এনআইইপিআইডি রিজিয়োনাল সেন্টারে কোর্স, এনআইওএইচ ক্যাম্পাস, বি.টি. রোড, বনহুগলি, কলকাতা-৭০০ ০৯০ ফোন নং ০৩৩-২৫৩১১৩৫৭/২৫৩১৪২২২ ◆	এন্ট্রান্সের তারিখ: ২৩.০৮.২০২০ (সম্ভাব্য) সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৪.০৮.২০২০	এনআইইপিআইডি রিজিয়োনাল সেন্টার কলকাতায় প্রদেয়	ফাইন ব্যতীত ১০.০৮.২০২০
বি.এড. স্পেশাল এডুকেশন (এমআর) (২ বছর)			২০০/- টাকা ফাইন সহ ১৭.০৮.২০২০
এনআইইপিআইডি রিজিয়োনাল সেন্টারে কোর্স, বি-১০২, বসুন্ধরা সিএইচএস, ২য় তল, প্লট নং ১৩ ও ১৪, সেক্টর-৮, খারঘর, নবি মুম্বই-৪১০ ২১০ ফোন নং ০২২-২৭৭৪৩৯৮৩/২৭৭৪৪৬৮৮৯ ◆	এন্ট্রান্সের তারিখ: ২৯.০৮.২০২০	অফিসার ইনচার্জ এনআইইপিআইডি রিজিয়োনাল সেন্টার, নবি মুম্বই-তে প্রদেয়	ফাইন ব্যতীত ৩০.০৭.২০২০
বি.এড. স্পেশাল এডুকেশন (এমআর) (২ বছর)			২০০/- টাকা ফাইন সহ ১৭.০৮.২০২০
এনআইইপিআইডি রিজিয়োনাল সেন্টারে কোর্স, সি-৪৪/এ, সেক্টর-৪০, গৌতম বুদ্ধ নগর – নয়ডা – ২০১ ৩০১ – উঃপ্রঃ ফোন নং ০১২০-২৫০০২৩০/২৪০/২৬০ ◆			
বি.এড. স্পেশাল এডুকেশন (এমআর) (২ বছর)	বিশদ বিবরণের জন্য দেখুন ওয়েবসাইট: www.ipu.ac.in		

১) **রুল অনুসারে তঃজাঃ/ তঃউঃ/ ওবিসি/ ইবিসি-এর জন্য সংরক্ষণ:** ওবিসি/ ইবিসি ক্যাটেগরির জন্য সুপারনিউমেরারি আসনের নিমিত্ত আরসিআই, নয়াদিল্লি-এর সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আসন সংখ্যা বাড়তে পারে।
২) **হস্টেলের সুবিধা** সেকেন্দরাবাদ ও কলকাতা এবং নবি মুম্বই-তে পাওয়া যাবে।
৩) **উত্তর পূর্ব রাজ্যের ছাত্রছাত্রী** ও বিদেশি ছাত্রছাত্রীদের প্রোযোজ্যমতো কোর্সের জন্য সুপারনিউমেরারি আসন মূলে বিবেচনা করা হবে।
৪) ভারত সরকারের স্কলারশিপ/ রাজ্য সরকারের স্কলারশিপ-এর নিমিত্ত দরখাস্ত বিবেচনার জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারের কাছে পাঠানো হবে।
৫) ফাইনাল পরীক্ষা দিতে চলেছেন এইরূপ প্রার্থীরাও কোর্সে ভর্তির উদ্দেশ্যে দরখাস্ত করতে পারেন। অবশ্য, প্রার্থীদের কাউন্সেলিং-এর সময় সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফল ঘোষণার শংসাপত্র দাখিল করতে হবে অন্যথায় তারা প্রবেশিকা পরীক্ষায় যোগ্যতা অর্জন করলেও তাদের ভর্তির জন্য বিবেচনা করা হবে না।
৬) কোর্সে ভর্তি ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত প্রবেশিকা পরীক্ষার ভিত্তিতে হবে এবং এই ইনস্টিটিউট কর্তৃক ইস্যু করা নোটিফিকেশন অনুসারে প্রার্থীদের দরখাস্ত করতে হবে।
নোটিফিকেশন ও প্রসপেক্টাস-তথা-দরখাস্ত ফর্ম সেইসঙ্গে দরখাস্তের মূল্য, আসন সামর্থ্য, ভর্তির ফি, ডাউনলোড করা যাবে এনআইইপিআইডি ওয়েবসাইট: www.niepid.nic.in থেকে। কোনও খোঁজখবরের জন্য এই ইমেল-তে লিখুন: nimhacademics@gmail.com অথবা যোগাযোগ করুন এইখানে ফোন নং ০৪০-২৭৭৫১৭৪১-৭৪৫, মোঃ নং ৯৯৪৯৪৮৯৫২৭, ৯৪৯১০৫৫৭৬০

ডেঃ ডিরেক্টর (অ্যাডমিন.)

আনন্দবাজার পত্রিকা
আনন্দ প্লাস
XXCE
কলকাতা বৃহস্পতিবার ২৫ জুন ২০২০

আরও...

ভূমির সাহায্য

■ খালি পায়ে মাইলের পর মাইল হেঁটে চলা পরিযায়ী শ্রমিকদের সাহায্যে এ বার এগিয়ে এলেন ভূমি পেডনেকর। একটি জুতোর ব্র্যান্ড ও একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রায় এক হাজার শ্রমিকের জুতোর সংস্থান করলেন ভূমি। গাজ়িয়াবাদ, গোবিন্দপুরম, বিজয়নগরের বিভিন্ন বয়সের শ্রমিকদের সাহায্য করেছেন ভূমি। স্বরা ভাস্করও এর আগে জুতো দিয়ে সাহায্য করেছিলেন শ্রমিকদের।

সোনির মত

■ স্বজনপোষণের অভিযোগের বিরুদ্ধে মুখ খুললেন সোনি রাজ়দান। তাঁর মেয়ে আলিয়া ভট্ট যখন নিশানায় রয়েছেন, তখন সোনির মত গুরুত্ব রাখে। তাঁর কথায়, "তারকার ছেলেমেয়েদের অসম্ভব চাপ নিতে হয়। যাঁরা নেপোটিজ়ম নিয়ে আওয়াজ তুলছেন, তাঁদের ছেলেমেয়ে যদি ইন্ডাস্ট্রিতে আসতে চায়, তবে কি বাধা দেবেন? ধরে নিলাম, তাঁরা নিজেদের জোরেই জায়গা করেছেন। কিন্তু সন্তানকে কি বাধা দেবেন?"

উৎপাতে অতিষ্ঠ

করিনা

আলিয়া

গত দশ দিন ধরে ক্রমাগত ট্রোলড হচ্ছেন কর্ণ জোহর, করিনা কপুর খান, আলিয়া ভট্ট, সোনাক্ষী সিংহ, সোনম কপূরেরা। সুশান্ত সিংহ রাজপুতের মৃত্যুর পরে স্বজনপোষণের যে অভিযোগ উঠেছে, তাতে স্টার কিডরা নিশানা হচ্ছেন। আর কর্ণকে তো সেই কবে থেকে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে 'নেপোটিজ়মের ফ্ল্যাগ বেয়ারার' বলে। এই পরিস্থিতিতে সোনাক্ষীর মতো অনেকে টুইটার ছেড়েছেন। ট্রোলদের হাত থেকে রেহাই মিলছে না ইনস্টাগ্রামেও। সেখানে তারকাদের কমেন্ট বক্স, মেসেজ বক্স ভরে যাচ্ছে নেতিবাচক মন্তব্যে। অনেক ক্ষেত্রেই তা গালিগালাজের পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। যে কারণে করিনা, আলিয়ারা তাঁদের কমেন্ট বক্সে লিমিটেড অ্যাকসেস করে দিয়েছেন। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সংখ্যক মেসেজই সেখানে আসতে পারবে। এঁদের পোস্টে কমেন্ট করতে গেলে দেখাবে, 'কমেন্টস অন দিস পোস্ট হ্যাভ বিন লিমিটেড।' এই ধরনের ফিল্টার থাকার ফলে যে কেউ আর তাঁদের প্রোফাইলে কমেন্ট করতে পারবে না। ট্রোলিংয়ের হাত থেকে বাঁচতে এই পথই নিয়েছেন সোনম, কর্ণ, সোনাক্ষীর মতো তারকারা। সোশ্যাল মিডিয়া থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন একতা কপুরও। সুশান্তকে প্রথম সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। তিনিও কমেন্ট বক্স ফিল্টার করেছেন।

তবে সব তারকা যে এই পন্থা নিয়েছেন, এমন নয়। সুশান্তের মৃত্যুর পরে সলমন খানও ট্রোলড হয়েছেন। কিন্তু তিনি অ্যাকসেস লিমিটেড করেননি। এ ক্ষেত্রে সলমন মুখ না খুলে তাঁর ভক্তদের সংযত আচরণ করতে বলেছেন। দীপিকা পাড়ুকোন, রণবীর সিংহ, অনুষ্কা শর্মা, হৃতিক রোশন, শ্রদ্ধা কপুরের অ্যাকাউন্ট আগের মতোই রয়েছে। মূলত সুশান্তের মৃত্যুর নেপথ্য কারণ হিসেবে যাঁরা নেটিজ়েনের রোষের মুখে পড়েছেন, তাঁরাই সোশ্যাল মিডিয়া থেকে এই মুহূর্তে দূরত্ব বজায় রাখছেন। অন্য দিকে ইনস্টাগ্রাম থেকে 'রিমেম্বারিং' করে দেওয়া সুশান্তের অ্যাকাউন্টের ভক্তসংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়ছে। ১২.৪ মিলিয়ন থেকে সুশান্তের ইনস্টা-ফলোয়ারের সংখ্যা বেড়ে ১৩.৮-এ দাঁড়িয়েছে!

মেগা প্রজেক্ট

সিদ্ধার্থ

বইয়ের পাতা থেকে ওয়েব সিরিজ়ে 'দি অ্যানার্কি'কে নিয়ে আসতে চলেছেন প্রযোজক সিদ্ধার্থ রায় কপুর। এ বার তাঁর সংস্থা রয় কপুর ফিল্মসে কনসালট্যান্ট হিসেবে বইটির লেখক ও ইতিহাসবিদ উইলিয়াম ডালরিম্পলকে আনতে চলেছেন সিদ্ধার্থ, যিনি এই সিরিজ় নির্মাণে পরামর্শদাতা হিসেবে যুক্ত থাকবেন।

মুঘল শাসনকালের শেষের দিকে কী করে মাত্র তিরিশ জন কর্মী নিয়ে শুরু করা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ধীরে ধীরে এ দেশের শাসনব্যবস্থা করায়ত্ত করে ফেলেছিল, তারই আখ্যান তুলে ধরা হয়েছে 'দি অ্যানার্কি'তে। এই সিরিজ়ের স্ক্রিপ্ট লেখার জন্য আন্তর্জাতিক স্ক্রিনরাইটারদের টিম তৈরি করতে চলেছেন সিদ্ধার্থ।

আপস করাই কি বাঁচার পথ?

বাংলা ওয়েব কনটেন্টে যৌন দৃশ্য না থাকলে আমল দেওয়া হচ্ছে না নতুন পরিচালকদের। সত্যিটা কী?

'হ্যালো' সিরিজ়ের দৃশ্য

গত দু'-তিন বছরেই সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির সমান্তরাল একটি ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে জমি শক্ত করেছে স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মগুলি। সর্বভারতীয় স্তরে দেখলে, নেটফ্লিক্স, অ্যামাজ়ন, অল্ট বালাজি, জ়ি ফাইভ-এর কনটেন্টে একটি বিষয় চোখে পড়ার মতো, যৌনতার অবাধ প্রদর্শন। নেটফ্লিক্সের প্রথম অরিজিন্যাল দেশজ সিরিজ় 'সেক্রেড গেমস'-এ দেখানো হয়েছিল 'ফ্রন্টাল নুডিটি', যা মেনস্ট্রিম ঘরানায় একটি নজির তৈরি করে। ২০২০তে দাঁড়িয়েও যৌনতা নিয়ে ছুঁতমার্গ দেশের প্রতিটি স্তরের মজ্জায় গভীর ভাবে প্রোথিত। তার মূল কারণ, জেন্ডার, নারীশরীর নিয়ে অশিক্ষা ও ভ্রান্ত ধারণা। যার ফলে এই দেশে যৌন অপরাধের হারও তুলনায় বেশি।

তবে ব্যবসায়িক দিক থেকে দেখলে, যে কোনও ফরম্যাটেই যৌনতা বিক্রি করা যায় খুব সহজে। সাধারণ মানুষের অদম্য কৌতূহল এবং যৌনতা নিয়ে লুকোছাপা থাকার কারণেই স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মগুলিতে 'সেক্স সেলস'। কিন্তু যে নতুন পরিচালক এই ধরনের কনটেন্ট বানাতে রাজি নন, তাঁর কি আপস করা ছাড়া বাঁচার কোনও পথ নেই?

সম্প্রতি এক ছোট মাপের প্রযোজকের হাতে হয়রানির শিকার হয়েছেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট পরিচালক ইন্দ্রায়ুধ সরকার। নিজের অভিজ্ঞতা তিনি ফেসবুকে লিখেছেন। আনন্দ প্লাসের তরফে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, "কারও নাম করে বলতে পারব না। তা হলে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ পাব না। আমাদের মতো নতুন পরিচালকদের বড় প্রযোজনা সংস্থারা পাত্তা দেবে না। তাই ছোট ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রযোজক আমাদের ভরসা। এমনই এক প্রযোজকের কাছে গিয়েছিলাম কনটেন্ট নিয়ে। স্পষ্ট ভাবে বলা হয়, যৌন দৃশ্য না থাকলে তা গৃহীত হবে না।" বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে এমন অনেক ছোট ছোট প্রযোজনা সংস্থা রয়েছে, যারা যৌনতাকে প্রাধান্য দিয়ে কনটেন্ট বানাচ্ছে, অ্যাপ বানাচ্ছে। উদ্দেশ্য, দ্রুত ভিউয়ারশিপ বাড়ানো ও টাকা রোজগার। কার্যক্ষেত্রে তা ফলপ্রসূও। কিন্তু বড় প্রযোজনা সংস্থা কি এর চেয়ে আলাদা স্ট্র্যাটেজি নিয়েছে? সেখানকার কনটেন্ট কতটা নতুন?

ভিউয়ারশিপ বাড়ানো আর সহজে টাকা রোজগার এই ট্রেন্ডের মূল উদ্দেশ্য

'দপুর ঠাকুরপো'য় মোনালিসা

বাংলায় এসভিএফ প্রযোজনা সংস্থার অ্যাপ হইচই এবং সুরিন্দর ফিল্মস-এর আড্ডাটাইমস দর্শকের মধ্যে বেশি জনপ্রিয়। দু'টি প্ল্যাটফর্মের সিরিজ়েই যৌনতার আধিক্য নজর কাড়ে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে যে নিছক উত্তেজনা তৈরি করার খাতিরেই, তা-ও বুঝতে অসুবিধে হয় না। কারণ ব্যাখ্যা করলেন পরিচালক সৌরভ চক্রবর্তী, "নেটফ্লিক্স, অল্ট বালাজি,'হইচই' প্রত্যেকেই নিজের মতো করে বাজার ধরার জন্য প্রথম দিকে যৌনতার দিকে ঝুঁকেছিল। কারণ এটা নির্ভরযোগ্য পথ। 'সেক্রেড গেমস' সিজ়ন ওয়ান-এ যতটা সেক্স ছিল, সিজ়ন টু-এ কিন্তু তত নেই। অল্ট বালাজিও এখন অন্য স্বাদের সিরিজ় আনছে। ওয়েবে সেন্সরের কাঁচিও নেই। তাই সে দিক থেকেও বাধা নেই। তবে প্রতিটি প্ল্যাটফর্মই এখন আর গোড়ার মতো সেক্স-নির্ভর নেই। আমি 'হইচই'তে 'জাপানি টয়' বানিয়েছি। আবার 'শব্দজব্দ' করলাম, যেখানে কোনও যৌনতা নেই।"

'জাপানি টয়'-এর চিত্রনাট্যকার অয়ন চক্রবর্তী সম্প্রতি 'জাজমেন্ট ডে' নামে একটি ওয়েব সিরিজ় বানিয়েছেন। 'হইচই'-এর হিট সিরিজ় 'দুপুর ঠাকুরপো' সিজ়ন থ্রি-এর অন্যতম পরিচালক তিনি। তাঁর কথায়, "প্রযোজক নয়, কনটেন্ট ঠিক করে দেয় সংশ্লিষ্ট ওয়েব প্ল্যাটফর্ম। জোর করে যৌনতা দেখানোর কথা কেউ বলেননি।" একই বক্তব্য পরিচালক সায়ন্তন ঘোষালের। তাঁর নতুন সিরিজ় 'লালবাজার'-এ যৌনতা এসেছে ক্রাইম সিনে। "গল্প অনুযায়ী যৌনতা দেখানো হয়," বললেন তিনি।

আসল কথা, ছোট প্রযোজনা সংস্থা যে কথা রাখঢাক না রেখেই বলে, বড় প্রযোজনা সংস্থা তা কখনও সরাসরি বলবে না। বললেও, থাকবে চার দেওয়ালের মধ্যেই। তবে ওয়েবের দর্শকের বুঝতে অসুবিধে হয় না, কোনটা গল্পের খাতিরে আর কোনটা নিছক দেখানোর জন্য দেখানো...

এখনও অবধি সেন্সরের কাঁচি না থাকায় নির্মাতাদের এ ধরনের কনটেন্ট তৈরি করতে বেগ পেতে হচ্ছে না। তবে ভিউয়ারশিপের ম্যাজিক সংখ্যাই বলে দিচ্ছে, 'জো বিকতা হ্যায়, ওহি দিখাতে হ্যায়...

মধুমন্তী পৈত চৌধুরী

আছে মায়া, জাল বিস্তার নেই

লোককথা, নারীবাদ, কুসংস্কার, অলৌকিক শক্তি... এই সব কিছুর মিশেলে তৈরি হয়েছে 'বুলবুল'। আর ছবির চালচিত্র হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে বাংলার জমিদারবাড়ির অন্ধকার অন্দরমহল। এ ছবি ঠিক অস্থিসর্বস্ব ভূতের নয়, বরং সমাজের মননে রয়ে যাওয়া ভূতকেই ধরতে চেয়েছেন পরিচালক। কিন্তু সেই ভূতের নাগাল পাওয়া কি অতই সহজ?

গল্পের শুরু বুলবুলের বিয়ে দিয়ে। বছর ছয়েকের মেয়ের বিয়ে হয় তার থেকে প্রায় তিন-চার গুণ বেশি বয়সের জমিদারের সঙ্গে। কিন্তু পানপাতার আড়াল থেকে সে যত বার চোখ মেলে দেখেছে, চোখে পড়েছে নীতবর সত্য। সে জমিদারের ছোট ভাই, বুলবুলের চেয়ে একটু বড়। জমিদারবাড়ির বউ ছোট্ট বুলবুল ভয় পায় অত বড় বাড়ির অন্ধকারে। সখ্য গড়ে ওঠে ছোট দেওরের সঙ্গে। সে-ই তখন তার খেলার সাথী, গল্প করার সঙ্গী। পাশাপাশি বড় হয় দু'জনে, সম্পর্কও মজবুত হয়। কিন্তু স্বামীর ঘরও যে করতে হবে মুখ বুজে। ছোট দেওরের বিলেতে পড়তে যাওয়ার কথায় তার মন ভেঙে যায়। অন্য দিকে রয়েছে স্বামীর আর এক যমজ ভাই মহেন্দ্র, যে কি না মানসিক বিকারগ্রস্ত। সে-ও ছাড়ে না বুলবুলের উপরে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে।

লোককথা ও ঔপনিবেশিক বাংলাকে নির্ভর করে নারীবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন পরিচালক। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিভূ হিসেবে মানসিক বিকারগ্রস্ত এক চরিত্র বেছে নিয়ে সেই প্রতিষ্ঠার ভিত দুর্বল করে দিয়েছেন খানিক। অন্য দিকে একাধিক বিষয় দেখাতে গিয়ে গল্পের জাল বুনতেও ব্যর্থ। মাঝেমাঝেই ঘটনা পরম্পরায় ছেদ পড়ে। একাধিক পুরনো ছবি থেকে পরিচালক যে রেফারেন্স নিয়েছেন, তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে প্রত্যেক দৃশ্যে। কিন্তু সেই দৃশ্যের সমষ্টি একটি ছবি হয়ে উঠতে পারেনি, রেফারেন্স হিসেবেই গ্রথিত রয়েছে ছবির মাঝে-মাঝে। 'চারুলতা', 'তিন কন্যা' 'সাহেব বিবি গোলাম', 'চোখের বালি', ছবির একাধিক দৃশ্য হুবহু উপস্থিত এ ছবিতে। এমনকি উপমা হিসেবে বিনোদিনী ও মহেন্দ্র নামও দেওয়া হয়েছে ছবির দুই চরিত্রকে।

তবে উনবিংশ শতকের বঙ্গভূমিকে বেশ ভালই ধরা হয়েছে লেন্সে। সেখানে যেমন আছে অলস দুপুরের গল্পগাছা, তেমনই আছে লুকিয়ে রাখা কাম-ক্রোধ-লোভ-মদ-মোহ-মাৎসর্য। এক একটা উপলব্ধি, অনুভূতিও পরিচালক ধরেছেন সুন্দর। ছোট দেওরের সঙ্গে সময় কাটানোর জন্য আকুল বুলবুলকে প্রেমবঞ্চিত বিনোদিনীর পিছু ডাক, বছর ছয়েকের কনেকে গাছ থেকে নামিয়ে কোলে করে ছাদনাতলায় নিয়ে যাওয়া, গয়নার জৌলুসহীন বৈধব্যে রুপোর পানের বাটা আগলে রাখা... ক্ষয়ে যাওয়া জমিদারির গায়ে ফুটে থাকা রত্নের মতো এমনও মুহূর্ত আছে ছবি জুড়ে। ক্রিমসন রেড টোন ও আলোআঁধারিও এক অদ্ভুত মায়াজাল বিস্তার করেছে।

আর আছে ছোটবেলায় বড়দের মুখে শোনা ডাইনির গল্পের মায়াজাল। সন্ধের পরে এলোচুলে যে গাছে বসে পা দোলায়, সে-ও আছে সমাজের পুরুষতন্ত্রের গোড়ায় আঘাত হানার জন্য। বাস্তবের মাটিতে রূপকথার জাল বিছিয়ে দর্শককে ভালই ধরে রেখেছিলেন পরিচালক। কিন্তু শেষে গাছে গাছে দৌড়ে বেড়ানো অলৌকিক শক্তির আশ্রয় না নিলেই পারতেন। আর যে সময়কাল ধরা হয়েছে, সেখানে অর্ধনগ্ন জমিদার-গিন্নির ঘরে অত কমবয়সি পুরুষ চিকিৎসকেরও কি প্রবেশের অনুমতি ছিল? পরিচারিকা বা বাড়ির অন্য মহিলাদের অনুপস্থিতিতে! তথ্যগত ত্রুটিও ইতিউতি নজরে পড়ে। একাধিক বিষয় নিয়ে জাগলিং করতে গিয়ে পরিচালকের হাতও কেঁপেছে

তবে এ ছবির অভিনেতারাই আসল জিয়নকাঠি, যাঁরা শেষপর্যন্ত তাঁদের দিকে ধরে রেখেছেন দর্শককে। মুখ্য চরিত্রে তৃপ্তি দিমরি কখনও নিষ্পাপ, কখনও কলঙ্কিনী, কখনও অভাগী, কখনও শক্তিরূপেণ সংস্থিতা। শুধুমাত্র তাঁর চোখের মেকআপ ও চাহনিতে তিনি একের পর এক শেডস তৈরি করে গিয়েছেন। আগাগোড়া নজর কেড়েছেন পাওলি দামও। তাঁর ওঠা, বসা, চালচলনে সেই অলস সময় ধরা পড়েছে। পরমব্রতও তাঁর চরিত্রে যথাযথ। বরং সুযোগ থাকলেও স্পটলাইট কাড়তে পারেননি রাহুল বসু এবং অবিনাশ তিওয়ারি। আর একটা বিষয়ও উল্লেখযোগ্য। সেটা হল দুই বয়সের বুলবুলের চরিত্রে যাঁরা দু'জন অভিনয় করেছেন, তাঁদের চেহারার সাদৃশ্য। তার জন্য বাহবা প্রাপ্য কাস্টিং ডিরেক্টরের।

সযত্নলালিত নয়, বরং পতিত ভূমিই শরতে ভরে ওঠে কাশফুলে। যেন শুভশক্তির সূচনার দ্যোতক! ছবির শেষে পরিত্যক্ত জমিদার বাড়ির আঙিনায় ফুটে থাকা কাশফুল যেন সেই আভাসই দিয়ে যায়। অশুভকে হারিয়ে শুভশক্তির জয়। তার দিকে চেয়েই তো বসে আছে আজকের পৃথিবী।

নবনীতা দত্ত

বুলবুল
(ওয়েব মুভি)
পরিচালনা: অন্বিতা দত্ত
অভিনয়: রাহুল, তৃপ্তি, পাওলি, পরমব্রত
৫.৫/১০

পিরিয়ডই পছন্দ

অজয়

পরপর পিরিয়ড ড্রামায় দেখা যাচ্ছে অজয় দেবগণকে। এ বছরের শুরুতে মুক্তি পেয়েছিল 'তানাজি: দি আনসাং ওয়ারিয়র'। লকডাউনের ঠিক আগেই দক্ষিণী পরিচালক এস এস রাজামৌলির 'আরআরআর'-এর শুট করেছেন অভিনেতা। এটিও স্বাধীনতা যুদ্ধের উপরে তৈরি একটি ছবি, যেখানে অজয়ের চরিত্রটির সম্প্রতি খোলসা হয়েছে। ছবির প্রধান দুই চরিত্রে রয়েছেন জুনিয়র এনটিআর এবং রাম চরণ। তাঁরা দু'জনে স্বাধীনতা সংগ্রামী কোমারাম ভীম এবং আল্লুরি সীতারামা রাজুর চরিত্র করছেন। এঁদের গুরুর ভূমিকায় নাকি অজয় রয়েছেন। হায়দরাবাদের ফিল্ম সিটিতে ১০ দিনের শিডিউল ছিল অজয়ের। সেখানেই ১৯০০ সালের সেট তৈরি করা হয়েছে। অজয় একজন জাতীয়তাবাদীর ভূমিকায় অভিনয় করছেন।

এর আগে রাজামৌলির 'মক্ষী'তে ভয়েসওভার দেন অজয়। 'আরআরআর'-এর চরিত্রটা নাকি পরিচালকের ট্রিবিউট অক্ষয়কে। আগামী বছর এপ্রিলে ছবিটি রিলিজ় করার কথা। এই মুহূর্তে অজয়ের হাতে যে ছবিগুলো রয়েছে, সবই পিরিয়ডধর্মী। স্পোর্টস ড্রামা 'ময়দান', ওয়র মুভি 'ভুজ: দ্য প্রাইড অফ ইন্ডিয়া'— দুটোই নির্দিষ্ট সময়কালকে তুলে ধরবে। নীরজ পাণ্ডের পরিচালনায় 'চাণক্য' করার কথা। পিরিয়ড ফিল্ম বক্স অফিসে ভাল ব্যবসা করে। যেমন অভিনেতার 'তানাজি' করেছিল। গল্পের ধাঁচ, সেট, মেকআপ সব মিলিয়ে আলাদা অভিজ্ঞতা। অজয় পিরিয়ড ফিল্মে বেশি আস্থা রাখছেন মনে করা হচ্ছে।

শিক্ষাগুরু আমির

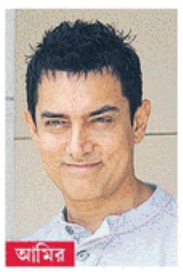
আমির

আয়ুষ্মান খুরানা আর আমির খানের মধ্যে কোথায় মিল আছে বলুন তো? দু'জনেই ছবি বাছাইয়ে সতর্ক এবং এক্সপেরিমেন্টকে গুরুত্ব দেন। তার সঙ্গে দু'জনের ছবিতেই বার্তা থাকে। আমির হয়তো বছরে একটা ছবি করেন, সেখানে আয়ুষ্মান পরপর কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু কেরিয়ারের শুরুতে আমিরের কথা শুনে কিছু বিষয় মাথার মধ্যে গেঁথে নিয়েছিলেন আয়ুষ্মান। সাফল্যের চূড়োয় পৌঁছেও তা তিনি মনে রেখেছেন। অভিনেতার হিট ছবি 'শুভ মঙ্গল সাবধান' ছিল দক্ষিণী 'কল্যাণা সামায়াল সাধম'-এর রিমেক।

আয়ুষ্মান

আয়ুষ্মান মূল ছবিটি দেখেননি এবং দেখতেও চান না। তাঁর কথায়, "আমি চিত্রনাট্যর উপরে ভরসা রাখি। কেউ যদি আমার কাছে রিমেকের প্রস্তাব নিয়ে আসেন, তা হলে মূল ছবিটি না দেখে স্ক্রিপ্ট চাই। আবেগ, চরিত্রের অনুভূতি এগুলো ট্রান্সলেট করা যায় না। আর ওই ছবির অভিনেতার কাছ থেকে প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকেই।"

আয়ুষ্মান জানাচ্ছেন, এটি তিনি আমিরের কাছ থেকে শিখেছেন। টেলিভিশন শোয়ের সঞ্চালক হিসেবে 'গজিনি'র সময়ে আমিরের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন আয়ুষ্মান। তখন আমির জানিয়েছিলেন, তিনি দক্ষিণী ছবিটি দেখেননি। চিত্রনাট্য পড়ে নিজের মতো করে চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছিলেন। সেই শিক্ষা এখনও মনে রেখে দিয়েছেন আয়ুষ্মান।

মহাজোট মহারথীর

অস্কারজয়ী পরিচালক ব্যারি জেনকিন্স হাত মেলাতে চলেছেন লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিওর সঙ্গে, নেটফ্লিক্স ডকুমেন্টারি 'ভিরুঙ্গা'র ফিল্ম অ্যাডাপ্টেশনের জন্য। কঙ্গোর ভিরুঙ্গা ন্যাশনাল পার্কে বিশ্বের শেষ মাউন্টেন গোরিলাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই নিয়ে তৈরি এই ডকুমেন্টারি ২০১৪ সালে মুক্তি পেয়েছিল নেটফ্লিক্সে, যা তার পরের বছর অস্কার মনোনয়নে জায়গাও করে নিয়েছিল। বিলুপ্তপ্রায় গোরিলাদের বাঁচিয়ে রাখার এই লড়াই এ বার বড় পর্দায় তুলে ধরতে চলেছেন পরিচালক ব্যারি জেনকিন্স। ডকুমেন্টারির পরিচালক অরল্যান্ডো ভন আইনসিডেল এ ছবির এগজ়িকিউটিভ প্রোডিউসর হিসেবে থাকবেন। ছবির অন্যতম প্রযোজক লিওনার্দো নিজেই, যিনি অভিনয়ের পাশাপাশি একজন সক্রিয় পরিবেশকর্মী হিসেবেও পরিচিত। লিওর হাতে রয়েছে পরপর ছবি। নতুন ছবির স্ক্রিপ্ট লেখার কাজ শিগগিরই শুরু করবেন ব্যারি। তিনি 'মুনলাইট'-এর জন্য সেরা অ্যাডাপ্টেড স্ক্রিনপ্লে বিভাগে অস্কার জিতেছিলেন ২০১৭ সালে। এই মুহূর্তে অ্যামাজ়নের একটি সিরিজ়ের প্রজেক্টে কাজ করলেও নতুন ছবির জন্য নেটফ্লিক্সের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন ব্যারি।

লিওনার্দো

ব্যারি

ব্রুস

ব্রুসের অ্যাকশন

ব্রুস উইলিসকে দেখা যাবে অ্যাকশন থ্রিলার 'রিঅ্যাক্টর'-এ। জ্যারেড কন এ ছবির পরিচালনার পাশাপাশি স্ক্রিপ্টও লিখেছেন। ৬৫ বছরের ব্রুস এ ছবিতে এক গ্যাং লিডারের চরিত্রে, যার দল বদলা নেওয়ার জন্য একটি নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টের দখল নেয়। শেষে সেই দলেরই এক প্রাক্তন সেনার হাতে পরাস্ত হতে হয় ব্রুস ও তার টিমকে। 'রিঅ্যাক্টর'-এ ব্রুসের চরিত্রটি খানিক নেগেটিভ ভাবেই লিখেছেন নির্মাতারা। এ বছরের কান চলচ্চিত্র উৎসবের ভার্চুয়াল মার্কেটে ছবিটি ইন্ট্রোডিউস করার দায়িত্ব নিয়েছে সেলস অ্যান্ড ফিনান্স সংস্থা দি এক্সচেঞ্জ।

যোগ্য জবাব

সুপারস্টার রজনীকান্তকেও কেরিয়ারের শুরুতে মুখোমুখি হতে হয়েছিল প্রত্যাখ্যানের। বলিউডে চলা সাম্প্রতিক বিতর্কের প্রেক্ষিতে ভাইরাল হওয়া তাঁর একটি ভিডিয়োতে রজনী বলেছেন, সত্তরের দশকে কী ভাবে এক প্রযোজক তাঁকে তাঁর প্রাপ্য না দিয়ে হেনস্থা করেছিলেন। ছবির অ্যাডভান্স না দেওয়ায় হেঁটে বাড়ি ফিরতে হয়েছিল তাঁকে। পরে যখন তিনি সুপারস্টার রজনীকান্ত, তখন সেই প্রযোজকের কাছে তখন সদ্য কেনা ফিয়াট গাড়িতে চড়ে গিয়েছিলেন তিনি, ভাগ করে নিয়েছেন সেই স্মৃতিই।

SBI স্টেস্ড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উদয়রাম গেট নং: ১, বর্ধমান-৭১৩১০৪
ই-মেল: sbi.14817@sbi.co.in

সংশোধনী

২০.০৬.২০২০ তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকায় পৃষ্ঠা নং ৬-তে প্রকাশিত ১৩.০৭.২০১৩ তারিখের ই-অকশন সেল নোটিস অধীন আমাদের বিজ্ঞাপনে ক্রম নং ১৯-তে ঋণগ্রহীতার নাম: মেঃ ফিন্দা বাসনী অয়েলস প্রাঃ লিঃ সূত্রে সংরক্ষিত মূল্য টাঃ ১০৪.৫৭ লক্ষ এবং বায়না জমা টাঃ ১০.৫৮ লক্ষ-এর পরিবর্তে সংরক্ষিত মূল্য টাঃ ৪০৪.৮৭ লক্ষ এবং বায়না জমা টাঃ ৪০.৪৮ লক্ষ পড়িতে হইবে। পূর্বের বিজ্ঞাপনের অন্য সমস্ত শর্ত অপরিবর্তিত থাকিবে। অসুবিধার জন্য দুঃখপ্রকাশ করা হইতেছে।

WEST BENGAL MEDICAL SERVICES CORPORATION LIMITED
(Wholly owned by the Government of West Bengal)
Swasthya Sathi, Swasthya Bhawan Complex,
GN-29, Sector V, Salt Lake, Kolkata 700091

Memo No: HFW-41014(99)/32/2020-WBMSCL/Dept. of H&FW/1963 Date: 24.06.2020

E-NOTICE INVITING TENDER
WBMSCL/NIT-87/2020, Dated- 22/06/2020

West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting bids for, **Design, Supply, Installation, Commissioning, Operation & Maintenance of Medical Gas Pipeline System (MGPS) at Matrisadan Sadar Hospital, Murshidabad of West Bengal.**

Last date of submission of bid (online): 16.07.2020 up to 02:00 P.M.

The tender document can be downloaded from **www.wbtenders.gov.in** from 23.06.2020. Details of the tender will also be available at **www.wbmsc.gov.in.** Clarification requests, if any, may be sent **info@wbmsc.gov.in.**

Sd/-
General Manager
WBMSCL

আজ | ইপিএলে চেলসি বনাম ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। **রাত ১২.৪৫**। স্টার স্পোর্টস ওয়ান চ্যানেলে।

মেসিকে জন্মদিনের উপহার রাকিতিচের

লা লিগার দ্বৈরথে লিয়োনেল মেসির জন্মদিনে গোল করে জয় উপহার দিলেন ইভান রাকিতিচ। ১৪

এক নজরে

আবারও পরীক্ষা, হাফিজ নেগেটিভ

মঙ্গলবার পাক ক্রিকেট বোর্ড জানিয়েছিল মহম্মদ হাফিজের শরীরে করোনাভাইরাস পজিটিভ ধরা পড়েছে। বুধবার টুইট করে পাক অলরাউন্ডার জানালেন, দ্বিতীয় পরীক্ষায় সেই ফল এসেছে নেগেটিভ। সেই রিপোর্ট পোস্ট করে হাফিজ টুইট করেছেন, "ব্যক্তিগত ভাবে করোনা পরীক্ষা করিয়ে ছিলাম। আমার এবং পরিবারের সকলের ফল নেগেটিভ এসেছে। সেই খবরে ফিরেছে স্বস্তি।"

সফর বাতিল

করোনা সংক্রমণের কারণে বাংলাদেশ দলের শ্রীলঙ্কা সফর বাতিল হয়ে গেল। বুধবার বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের তরফে তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগামী মাসে শ্রীলঙ্কা সফরে মুশফিকুরদের তিন টেস্টের সিরিজ খেলার কথা ছিল। প্রসঙ্গত মঙ্গলবার কেন উইলিয়ামসনদের নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডও করোনা সংক্রমণের কারণে বাংলাদেশ সফর আপাতত স্থগিত রাখার কথা জানিয়েছিল।

জোফ্রার পরীক্ষা

প্রথমবারের পরীক্ষায় ফল এসেছিল নেগেটিভ। তার পরেও ঝুঁকি নিতে চাইছে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড। ফাস্ট বোলার জোফ্রা আর্চারের দ্বিতীয়বার করোনার পরীক্ষা হবে। তাই তিনি দলের সঙ্গে যোগ দিতে পারছেন না। এ দিকে ইংল্যান্ড তারকা জানিয়েছেন, চোট সারিয়ে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। আর্চার বলেছেন, "এখন কিন্তু আমার কোনওধরনের যন্ত্রণা নেই।"

হতাশ শাকিব

জুয়াড়ির তাঁর কাছে ম্যাচ ছাড়ার প্রস্তাব নিয়ে বোর্ডকে অবহিত না করে তিনি মস্ত বড় ভুল করেছেন। একটি ওয়েবসাইটে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তা মেনে নিয়েছেন বাংলাদেশের অলরাউন্ডার শাকিব আল হাসান। তিনি বলেছেন, "আমিহাল্কাভাবে বিষয়টাকে নিয়ে এক বছরের জন্য নির্বাসিত হয়ে গেলাম। এখন আক্ষেপ হচ্ছে।"

■ **মেজাজ:** স্ত্রীর সঙ্গে ছবি পোস্ট করে রোহিত লিখলেন, "আমার সেরা শক্তি।"

আতঙ্কে নেমাররা

ছোট ছোট দলে ভাগ করে অনুশীলনে নামার কথা ছিল নেমার দা সিলভা স্যান্টোস জুনিয়রদের। তার আগেই প্যারিস সঁ জারমাঁ ক্লাব জানিয়ে দিল, তিন ফুটবলারের শরীরে করোনাভাইরাত পজিটিভ ধরা পড়েছে। তাঁদের নামপ্রকাশ করা হয়নি তবে ওই তিন ফুটবলারকে দলের বাকিদের থেকে আলাদা রাখা হয়েছে। তা ছাড়াও তুলুজ ক্লাবের তরফেও জানানো হয়েছে, তাদেরও চার ফুটবলারের শরীরে গত সপ্তাহে করোনাভাইরাস পজিটিভ ধরা পড়েছে।

টেনিস প্রো সিরিজ

আর্থিক সঙ্কট কাটাতে আগামী শনিবার থেকে সিডনিতে শুরু হচ্ছে টেনিস প্রো লিগ। বুধবার তা জানিয়েছেন টেনিস অস্ট্রেলিয়ার সিইও ক্রেগ টিলে। তিনি জানিয়েছেন, ফাঁকা স্টেডিয়ামে এই প্রো সিরিজ হবে। সরকারি নির্দেশ মেনে খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত সমস্ত শর্তপূরণ করতে হবে। প্রতিযোগিতার মোট পুরস্কার মূল্য ৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা।

সিমন্সের পরামর্শ

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন টেস্ট সিরিজে সাফল্য পেতে হলে বড় রান করতে হবে ব্যাটসম্যানদের। জানালেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের কোচ ফিল সিমন্স। তিনি বলেছেন, "ক্রিকেটারদের লড়াকু মানসিকতায় কোনও ঘাটতি নেই। শুধু বড় রান করতে হবে। তা হলেই ইংল্যান্ডকে হারানোর আত্মবিশ্বাস দলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। ক্রেগ ব্রাথওয়েট, শেই হোপদের সেই বিষয়টা সম্পর্কে খুবই সতর্ক থাকতে হবে।"

হনুমার অনুশীলন

লকডাউনের জন্য দীর্ঘদিন গৃহবন্দি থাকার পরে অনুশীলনে নেমে পড়লেন হনুমা বিহারী। হায়দরাবাদে নিজের বাড়ির সামনে একটি নেট তৈরি করে কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে তিনি প্রস্তুতি শুরু করেছেন। হনুমা বলেছেন, "শারীরিক এবং মানসিক ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলতে অনুশীলনই সেরা উপায়। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই ব্যাটিং শুরু করেছি।"

বিশ্বজয়ের ৩৭তম বার্ষিকীতে লর্ডসের প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিচারণ

ভিভ আউট! টাইগার বলল, ম্যাচটা ঘুরছে

ইতিহাসের সাক্ষী

বীরেন্দ্র (বিনু) নাথ

দিনটার কথা মনে পড়লে এখনও শিহরিত হই। ২৫ জুন, ১৯৮৩!

কে ভাবতে পেরেছিল, সারা জীবনের সংগ্রহশালায় রেখে দেওয়ার মতো একটা দিন দেখতে বেরোচ্ছি। কলকাতাতে বাড়ি থাকলেও পঞ্চান্ন বছর ধরে আমি ইংল্যান্ডের বাসিন্দা। লর্ডস থেকে আমার বাড়ি খুব দূরেও নয়। গাড়িতে মেরেকেটে দশ মিনিটের পথ। আমি এমসিসি-র সদস্যও। সেই সময়ে এমসিসি সদস্যপদের অধিকারী খুব বেশি ভারতীয় ছিল না।

'মর্নিং শোজ দ্য ডে' কথাটা সে দিন আর লর্ডসে বসে সত্যি বলে মনে হচ্ছিল না। বিশেষ করে যখন মাত্র ১৮৩ রানেই শেষ হয়ে গেলাম আমরা, সকলে ধরেই নিয়েছিলাম আর কোনও আশা নেই। আর কী দুর্ধর্ষ টিম ওয়েস্ট ইন্ডিজের! রিচার্ডস, লয়েড, গ্রিনিজ, হেনস, গোমস, ব্যাকাস, দুজোঁ। বল হাতে রবার্টস, মার্শাল, হোল্ডিং, গার্নার।

মনে আছে এমসিসি প্যাভিলিয়নে সে দিন আমার সঙ্গী ছিল টাইগার পটৌডি। ওর স্ত্রী শর্মিলা আমার খুব ভাল বন্ধু। শর্মিলার মাধ্যমেই টাইগারকে চিনতাম। তার পরে আমরা দু'জনে ভাল বন্ধু হয়ে যাই। লর্ডসে সে দিন যখন ভিভ রিচার্ডস খুব পেটাতে শুরু করল ভারতের বোলারদের, আমরা ভিতরের পানশালায় চলে গেলাম। কপিল দেব যখন প্রায় ৩০ গজ পিছনে দৌড়ে বিখ্যাত সেই ক্যাচটা নিয়ে ভিভকে ফিরিয়ে দিল, তখনও আমরা পানশালায়। ধরেই নিয়েছি, খেলার দফারফা যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে।

ভিভের আউটটাই ছিল টার্নিং পয়েন্ট ছিল। এর পর টাইগারই বলল, "চলো আমরা গিয়ে খেলা দেখি। মনে হচ্ছে ম্যাচে আকর্ষণীয় কিছু ঘটছে।" টাইগারের ক্রিকেট মস্তিষ্ক নিয়ে তো কারও কোনও প্রশ্ন থাকতে পারে না। ওঁর কথায় তাই ফের খেলা দেখতে এলাম এবং সারা জীবনের সেরা ইতিহাসের সাক্ষী থাকলাম। যত দূর মনে পড়ছে, ক্লাইভ লয়েডের হ্যামস্ট্রিংয়ে সামান্য চোট ছিল। তা না হলে পুরো শক্তির ওয়েস্ট ইন্ডিজকেই হারিয়েছিল কপিল দেবের ভারত। ক্রিকেটের ইতিহাসে সেরা অঘটন হিসেবেই যা থেকে গিয়েছে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৮৩ টার্গেট নিয়ে আত্মতুষ্টিতে ভুগেছিল। ওদের ব্যাটিংয়ে অকারণ ঔদ্ধত্য ছিল। বেপরোয়া মনোভাব নিয়ে চলতে গিয়ে ওরা ভুলে গিয়েছিল, এই ছোট টার্গেটগুলো খুব বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। বিশেষ করে ইংল্যান্ডের পরিবেশে। যেখানে হঠাৎ পাল্টে যেতে পারে আবহাওয়া। সে দিনও ওয়েস্ট ইন্ডিজ ব্যাট করার সময়ে বল ভাল সুইং করতে শুরু করে। আবহাওয়া পাল্টে গিয়েছিল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিখ্যাত ব্যাটিং লাইন-আপ মনে রাখল না যে, ভারতের হাতে দারুণ সব সুইং-নির্ভর মিডিয়াম পেসার রয়েছে। যেমন বলবিন্দর সিংহ সাঁধু, রজার বিনি, মদন লাল। এঁরা ইংল্যান্ডের আবহাওয়ায় খুবই কার্যকরী বোলার ছিল। সাঁধুর বিখ্যাত ইনডিপারে গ্রিনিজের 'জাজমেন্ট' দিয়ে বোল্ড হওয়া কে ভুলবে! এবং, মোহিন্দর অমরনাথ। সেমিফাইনালের পরে ফাইনালেও ম্যান অফ দ্য ম্যাচ। আলতো মিডিয়াম পেসেও আবহাওয়াকে কাজে লাগিয়ে কী নিয়ন্ত্রিত সুইং বোলিং!

আমার যদিও মনে হয়, এই ভারতীয় দলের মধ্যে বিশ্বকাপ জয়ের বিশ্বাসটা তৈরি করে সকলকে পাল্টে দেওয়া ব্যক্তির নাম কপিল দেব। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে টানব্রিজ ওয়েলসে কপিলের ১৭৫ নট আউট না ঘটলে ভারতের পক্ষে লর্ডসের ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছনোই সম্ভব হত না। তরুণ অধিনায়কের হার-না-মানা মনোভাব সংক্রমিত হয়েছিল দলের মধ্যে। সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডকে হারানোর সময়েও তাই ওদের মধ্যে খুব উদ্বেগ বা স্নায়ুর চাপ দেখা যায়নি। আমি বিশ্বকাপ জয় ছাড়াও লর্ডসে কপিলের আরও একটা কীর্তির সাক্ষী। এডি হেমিংসকে সেই পর-পর চার বলে চার ছক্কা মেরে ২৪ রান তুলে অভিনব ফলো-অন বাঁচানো!

কপিলের ভারত বিশ্বকাপ জয়ের পরে লর্ডসের যা চেহারা হয়েছিল, তা আর কখনও দেখিনি। হাজার, হাজার লোক নেমে পড়ে মাঠে। বাইরে আরও অনেক ভারতীয় জড়ো হয়েছিল। বাঁধনহারা উৎসব শুরু হয়ে যায়। ভারতীয় দল অবশ্য লর্ডসে নয়, হোটেলে ফিরে গিয়ে বিজয়োৎসব করেছিল। আর সেই উৎসব শেষ হয় পরের দিন ভোর তিনটের সময়। ওদের হোটেলের বাইরেও প্রচুর ভিড় ছিল। ১৯৮৩ সালের ২৫ জুন, লর্ডস ব্যালকনিতে যখন কপিল দেব প্রুডেনশিয়াল বিশ্বকাপ হাতে নিচ্ছে, আমি ঠিক ওর পিছনেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। এখনও ভারতীয় ক্রিকেটের সেরা রূপকথার সেই ছবিতে দেখা যাবে, কপিল ট্রফি নিচ্ছে আর আমি এমসিসি টাই পরে উচ্ছ্বসিত ভাবে ওঁর পিছনে দাঁড়িয়ে হাততালি দিচ্ছি। তখন আমার বয়স ৩৭ বছর। সেই দিনটারও আজ ৩৭ বছর উদযাপন!

ফাইনালের পরের দিন কপিলকে আমি ডিনারে নিয়ে গিয়েছিলাম। এখনকার টি-টোয়েন্টি আর আইপিএলের যুগে রাতারাতি ক্রিকেটারদের তারকা হয়ে ওঠা দেখি আর সে দিনটার কথা মনে পড়লে ভাবি, যুগ কতই না পাল্টে যেতে পারে! আমার সঙ্গে সদ্য বিশ্বকাপজয়ী এক ভারত অধিনায়ক। প্রথম বার দেশকে বিশ্বকাপ উপহার দেওয়া অধিনায়ক। কিন্তু অহঙ্কারী, উদ্ধত কপিল নয়, হাসিখুশি, তৃপ্ত কপিলকে দেখেছিলাম। সেই লাজুক, মাটিতে পা রেখে চলা এক মানুষ। লন্ডনের গ্রিক রেস্তরাঁ অ্যাঞ্জেলোসে গিয়েছিলাম আমরা। গ্রিক বলেই হয়তো কেউ খুব একটা নজর করল না সদ্য বিশ্বকাপ জেতা অধিনায়ক বসে আছে।

এখন এই টি-টোয়েন্টির রমরমা আর আইপিএলের যুগে আমরা যেন ভুলে না যাই, হরিয়ানা হারিকেনের হাত ধরে ভারতে ক্রিকেট নিয়ে ভাবনাটাই পাল্টে দিয়ে গিয়েছিল তিরাশির ২৫ জুনের সেই রাত!

(লেখক কলকাতার হলেও পঞ্চান্ন বছরের উপর লন্ডননিবাসী। তিরাশিতে কপিল দেবের দলের বিশ্বকাপ জয়ের দিন লর্ডসে হাজির ছিলেন এমসিসি সদস্য হিসেবে।)

■ **ঐতিহাসিক:** ২৫ জুন ১৯৮৩। লর্ডসে বিশ্বকাপ নিচ্ছেন কপিল দেব। পিছনে লেখক বিনু নাথ (লাল বৃত্তে চিহ্নিত)। *ফাইল চিত্র*

আইসিসি বৈঠকে আজই দাবি উঠবে বিশ্বকাপ সিদ্ধান্তের

সুমিত ঘোষ

জুলাইয়ের আগে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে সিদ্ধান্ত না নেওয়ার মনোভাবে অনড় থাকলেও ক্রমশ চাপ বাড়ছে আইসিসি-র উপরে। ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আজ, বৃহস্পতিবার ফের টেলিকনফারেন্সে বোর্ড মিটিং করতে চলেছে। সরকারি ভাবে সেই বৈঠকে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠেয় কুড়ি ওভারের বিশ্বকাপ নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা নয়। বিদায়ী চেয়ারম্যান শশাঙ্ক মনোহরের উত্তরসূরি কী ভাবে বেছে নেওয়া হবে, সেই মনোনয়ন প্রক্রিয়া নিয়েই বৈঠক।

এত দিন সদস্যরা গোপন ব্যালটে ভোট দিয়ে আইসিসি প্রধান বেছে এসেছেন। এ বার করোনাভাইরাস অতিমারির জেরে লকডাউন চলছে। কেউ সশরীরে হাজির হয়ে ভোট দিতে পারবেন না। তা হলে কী ভাবে গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব? সে সবের সন্ধান পেতে এই সভার ডাক।

কিন্তু প্রাক-বৈঠক আলোচনায় অনেক দেশই বলতে শুরু করেছে, আর কেন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে অপেক্ষা করছি? অস্ট্রেলিয়া আয়োজক দেশ। তারা পর্যন্ত বলে দিয়েছে, অক্টোবর-নভেম্বরে তাদের দেশে বিশ্বকাপ করার ভাবনা 'অবাস্তব'। অস্ট্রেলীয় সরকার এখনও সীমান্ত খোলার কথা জানায়নি। বাকি সব দেশে লকডাউন চলছে। উড়ান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা শিথিল হয়নি। আর কত দিন অপেক্ষা করা হবে?

এর মধ্যেই ক্রীড়াবিশ্বে নতুন করে করোনার স্রোত আছড়ে পড়েছে। নোভাক জোকোভিচের আয়োজিত প্রীতি টেনিস প্রতিযোগিতা এখন হটস্পটে পরিণত। স্বয়ং জোকোভিচ এবং তাঁর স্ত্রী সংক্রমিত। আরও অন্তত ছ'জনের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। পাকিস্তান ক্রিকেট দলে ন'দশ জনের করোনা ধরা পড়েছে। তাই নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে, এই আতঙ্কের মধ্যে বিশ্বকাপের মতো মহাযজ্ঞ কী ভাবে আয়োজন হবে?

অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট অধিনায়ক টিম পেন পর্যন্ত মঙ্গলবার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, বিরাট কোহালিদের বিরুদ্ধে বক্সিং ডে টেস্ট মেলবোর্নে হবে কি না, তা নিয়ে। মেলবোর্নে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে বলে খবর। বক্সিং ডে টেস্ট সেই ডিসেম্বরের শেষে। অত দূরের টেস্ট ম্যাচ নিয়েই যদি সংশয় তৈরি হয়, তা হলে অক্টোবরে বিশ্বকাপ হবে কী ভাবে? অস্ট্রেলিয়ায় খোঁজ নিয়ে জানা গেল, তাদের দেশের বোর্ডও ধরে রেখেছে, বিশ্বকাপ এ বছরে হচ্ছে না। শুধুই সরকারি সিলমোহর পড়া বাকি। সেই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কি বৃহস্পতিবারের আইসিসি বৈঠকেই হয়ে যেতে পারে? নিশ্চিত করে বলা না-গেলেও সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। বিশ্বকাপের জন্য ১৬টি দেশের অন্তত ২৫ জন সদস্যকে নিয়ে মোট ৪০০ জনকে একত্রিত করার ঝুঁকি কোনও দেশই এই মুহূর্তে নিতে চাইবে না। বিশেষ করে জোকোভিচের প্রীতি টেনিস আয়োজন করার সিদ্ধান্ত যে রকম বুমেরাং হল, তার পরে আরওই উদ্বেগের স্রোত বইছে ক্রীড়াবিশ্বে।

তিন থেকে চারটি দেশের বোর্ড কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা গিয়েছে, গরিষ্ঠ অংশ চাইছে, আর বিলম্ব না করে বিশ্বকাপ নিয়ে এসপার-ওসপার সিদ্ধান্ত বৃহস্পতিবারেই হয়ে যাক। "অলিম্পিক্স পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফুটবলে ইউরো, কোপা আমেরিকা পিছিয়ে গিয়েছে। তা হলে ক্রিকেট বিশ্বকাপ নিয়ে দেরি করা কেন?" প্রশ্ন তুলছেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি দেশের প্রভাবশালী কর্তা। অন্য একটি দেশের কর্তার গলাতেও একই সুর— "অস্ট্রেলিয়াই বলছে, বিশ্বকাপের ভাবনা অবাস্তব। আর কেন অপেক্ষা?" ভারতীয় বোর্ডের কেউ মুখ না খুললেও মনে হয় না, সিদ্ধান্ত হয়ে গেলে কেউ অপ্রসন্ন হবেন!

বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, আইসিসি-র সঙ্গে চুক্তি থাকা এবং বিশ্বকাপের টিভি স্বত্ব কেনা ভারতীয় সংস্থাও এ রকম পরিস্থিতিতে বিশ্বকাপ করে ক্ষতির বোঝা বইতে চায় না। নানা মহলের চাপের মুখে আইসিসি বৃহস্পতিবার কী সিদ্ধান্ত নেয়, তা দেখার। কথা ছিল, ২০২০-তে অস্ট্রেলিয়ায় এবং ২০২১-এ ভারতে হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। যদি সত্যিই এ বছর না হয়, তা হলে ২০২১ ও ২০২২-এ দু'টি বিশ্বকাপ হতে পারে। তখন কোন সালের বিশ্বকাপ কারা পাবে? তা হয়তো পরবর্তী কৌতূহলের বিষয়!

ফিরব আরও খিদে নিয়ে, বলে দিলেন পুজারা

নিজস্ব প্রতিবেদন

২৪ জুন: তিনি যখন বাইশ গজে নামেন, তাঁর খেলায় ধরা পড়ে এক কঠিন মানসিকতার ছাপ। বোঝা যায়, প্রতিটা রান করার জন্য ছেলেটা কতটা বদ্ধপরিকর। সেই মানসিক কাঠিন্য এবং দৃঢ়তাই তাঁকে এই দীর্ঘ লকডাউনে লড়াইয়ের রসদ জুগিয়ে এসেছে। এমনটাই মনে করছেন চেতেশ্বর পুজারা।

লকডাউন কিছুটা শিথিল হওয়ার পরে দু'দিন হল ব্যাট হাতে আবার নেট প্র্যাক্টিসে নেমে পড়েছেন পুজারা। যদিও কোভিড-১৯ অতিমারি কমার কোনও লক্ষণ এখনও দেখা যায়নি, কিন্তু ভারতীয় টেস্ট ব্যাটিংয়ের এই স্তম্ভ মনে করেন, ঠিক সময়ই তিনি আবার নেট প্র্যাক্টিস শুরু করেছেন। সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে পুজারা বলেন, "কোনও একটা সময়ে তো ব্যাটটা হাতে তুলে নিতেই হত। মাঠে গিয়ে অনুশীলন করলে সূর্যের আলোর সঙ্গে আবার খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়, বাইরের পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়াটা শুরু হয়। আমাদের তো অনেক দিনই ঘরে আটকে থাকতে হল।"

মাস তিনেক আগে সৌরাষ্ট্রকে রঞ্জি ট্রফি চ্যাম্পিয়ন হতে সাহায্য করেছেন পুজারা। তার পর থেকে চলছে গৃহবন্দি হয়ে থাকার পালা। পুজারা বলেছেন, "এখন ব্যাটে বল লাগার অনুভূতিটা ধীরে ধীরে ফিরে পাওয়াটা জরুরি। এমনিতে হাতে অনেক সময় আছে। আমি তো আগামী দু'-তিন মাসে কোনও সিরিজ শুরু হতে দেখছি না। তাই এখন ধীরে চলো নীতিই ঠিক আছে।" আইপিএলে তিনি নেই। দেশের হয়ে সীমিত ওভারের ক্রিকেটেও সুযোগ পান না পুজারা। তাঁকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরতে হলে সম্ভবত অপেক্ষা করতে হবে নভেম্বরের অস্ট্রেলিয়া সফর পর্যন্ত। যে সফরের দিকে তাকিয়ে আছে ক্রিকেট দুনিয়া। অস্ট্রেলীয় বোলারদের নজরেও আছেন পুজারা। যে কথা স্বীকারই করেছেন অস্ট্রেলিয়ার অফস্পিনার নেথান লায়ন বা তাঁর অধিনায়ক টিম পেন।

পুজারা মনে করেন, তাঁর মানসিকতাই লকডাউনের কঠিন সময় পার করতে তাঁকে সাহায্য করেছে। পুজারার মতে, "আপনি যদি মানসিক ভাবে খুব শক্তপোক্ত হন, তা হলে এ রকম লম্বা বিশ্রামের সময়েও ঠিক থাকতে পারবেন। আমার ক্ষেত্রে বলব, টেস্ট ম্যাচ তো আর সব সময় হয় না। তাই আমাকে ঘরোয়া ক্রিকেটই খেলতে হয়। আমার পক্ষে ক্রিকেট থেকে এই ধরনের বিশ্রামটা বড় ব্যাপার নয়। এইটুকু বলব, আমি তরতাজা অবস্থাতেই মাঠে ফিরব। খেলার খিদেটাও বেড়ে যাবে। মানসিক চ্যালেঞ্জটা আমার কাছে বড় ব্যাপার নয়।"

সৌরাষ্ট্রের কয়েক জন ক্রিকেটারের সঙ্গে নিজের অ্যাকাডেমিতে অনুশীলন শুরু করেছেন পুজারা। এই মুহূর্তে তিনি ২০-২৫ মিনিট করে সপ্তাহে তিন দিন ব্যাটিং অনুশীলন করছেন। ধীরে, ধীরে নেট প্র্যাক্টিসের সময় বাড়িয়ে দেবেন। পুজারা বলেছেন, "মাঠে নেমে অনুশীলন করতে পারার অনুভূতিটাই আলাদা। দলের সঙ্গে ট্রেনিং করার মতো ব্যাপারটা নয় ঠিকই, কিন্তু ফিরে আসার রাস্তায় তো নেমেছি।"

■ **মহড়া:** লকডাউনের জন্য দীর্ঘদিন মাঠে নামতে পারেননি। সুযোগ পেয়েই ফের অনুশীলনে ডুবে পূজারা। *টুইটার*

ভারত দ্বৈরথই নতুন অ্যাশেজ, মত লায়নের

নিজস্ব প্রতিবেদন

২৪ জুন: ২০০১ সালে ইডেন টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে পরাস্ত করার পর থেকেই দু'দলের দ্বৈরথ আলাদা মর্যাদা পেয়েছে ক্রিকেটবিশ্বে। ২০১৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ভারত ২-১ টেস্ট জিতে ফেরার পরে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাত্রা হয়তো আরও বেড়েছে। তাই ভারত-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট দ্বৈরথকে অ্যাশেজের সঙ্গে তুলনা করতে দ্বিধাবোধ করেননি তারকা অফস্পিনার নেথান লায়ন। ডিসেম্বরে চার টেস্টের সিরিজ খেলতে অস্ট্রেলিয়া উড়ে যাচ্ছে ভারত। সেই সিরিজে নিজেকে উজাড় করে দিতে তৈরি অস্ট্রেলীয় অফস্পিনার।

বুধবার এক সংবাদমাধ্যমকে লায়ন বলেন, "দু'বছর আগে আমাদের হারিয়ে গিয়েছে ভারত। ডিসেম্বরে ওদের বিরুদ্ধে নিজের সেরাটা উজাড় করে দিতে আমি মরিয়া। এই দ্বৈরথ অনেকটা অ্যাশেজের মতো হয়ে উঠছে। গত বার আমাদের হারানোর পর থেকে আরও যেন কঠিন লড়াই হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছি।"

ভারতের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত ১৮টি টেস্ট খেলেছেন লায়ন। পেয়েছেন ৮৫টি উইকেট। বিশ্বের যে কোনও প্রান্তে, যে কোনও উইকেটে বল ঘোরানোর ক্ষমতা রয়েছে তাঁর। কিন্তু তিনি মানছেন, ভারতকে হারানো একেবারেই সহজ নয়। লায়নের কথায়, "ভারতীয় দলে একাধিক সুপারস্টার রয়েছে। যে কোনও একজনের বিরুদ্ধে পরিকল্পনা তৈরি করে বাকিদের হাল্কা ভাবে নেওয়া যাবে না। আমি মনে করি, ভারতের বিরুদ্ধে অনেক বড় পরীক্ষা দিতে হবে। তার জন্য তৈরি থাকতে হবে প্রত্যেককে।"

গত দশ বছরে এই প্রথম, প্রাক-মরসুম ট্রেনিং বন্ধ ছিল লায়নের। অস্ট্রেলিয়ায় করোনা পরিস্থিতি শিথিল হওয়ায় মাঠে ফিরেছেন তিনি। শুরু করে দিয়েছেন ট্রেনিংও। তাঁর কথায়, "জুনিয়রদের সঙ্গেই আপাতত অনুশীলন করছি। ওদের সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিচ্ছি। যদিও প্রত্যেক দিন নেটে বল করা হচ্ছে না। চেষ্টা করছি সপ্তাহের বেশ কয়েকটি দিন প্রস্তুতি নেওয়ার।"

শাহরুখ বলেন, টিম এখন তোমার

নিজস্ব প্রতিবেদন

২৪ জুন: ২০১১ সালে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিবর্তে কলকাতা নাইট রাইডার্স দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন গৌতম গম্ভীর। এবং নেতৃত্ব তুলে দেওয়ার পরেই দলের মালিক শাহরুখ খান জানিয়ে দিয়েছিলেন, দলকে নিজের মতো করে নতুন ভাবে গড়ে তোলার স্বাধীনতা দেওয়া হবে তাঁকে। একটি চ্যানেলে ক্রিকেট সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে সেই অজানা কাহিনি শুনিয়েছেন নাইটদের প্রাক্তন অধিনায়ক গৌতম গম্ভীর। কী বলেছিলেন শাহরুখ? প্রাক্তন ভারতীয় ওপেনার বলেছেন, "চতুর্থ আইপিএলের আগে শাহরুখ আমাকে বলে, এটা তোমার দল। একে গড়ে তুলবে না ভেঙে ফেলবে, তা নিয়ে আমি হস্তক্ষেপ করতে যাব না।" পাল্টা জবাব দিতে ছাড়েননি প্রাক্তন কেকেআর অধিনায়কও। গম্ভীরের কথায়, "আমিও ওকে কথা দিয়ে বলেছিলাম, আমি চলে যাওয়ার পরে এই দলের অবস্থা কী হবে, তা বলতে পারব না। তবে এটুকু ভরসা দিতেই পারি, আগামী তিন থেকে ছয় বছরের মধ্যে এই দলটা খুব ভাল জায়গায় পৌঁছে যাবে।" প্রসঙ্গত গম্ভীর অধিনায়কত্ব নেওয়ার পরে নাইট শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন ইউসুফ পাঠান, জাক কালিস, সূর্যকুমার যাদব, সুনীল নারাইনের মতো ক্রিকেটারেরা।

■ **ফাঁস:** কেকেআরের অজানা কথা শোনালেন প্রাক্তন অধিনায়ক গম্ভীর।

সেরার-তর্ক: ভোটে এগিয়ে সচিন, সাহসে গাওস্কর

ইন্দ্রজিৎ সেনগুপ্ত

গত পঞ্চাশ বছরে ভারতের সেরা ব্যাটসম্যান কে? প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটারদের কাছে জানতে চাওয়া হয় কাকে তাঁরা সেরা তিনের তালিকায় রাখছেন?

প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক দিলীপ বেঙ্গসরকর এগিয়ে রাখলেন সচিন তেন্ডুলকরকে। প্রাক্তন মিডিয়াম পেসার বেঙ্কটেশ প্রসাদের তালিকার শীর্ষে জায়গা করে নিলেন সুনীল গাওস্কর। প্রাক্তন অফস্পিনার এরাপল্লি প্রসন্ন মনে করেন সচিন, গাওস্করকে ছাপিয়ে শীর্ষে চলে যাচ্ছেন বিরাট কোহালি।

বুধবার এক বিদেশি সংবাদমাধ্যমের বিচারে রাহুল দ্রাবিড়কে ভারতের সেরা টেস্ট ব্যাটসম্যান হিসেবে বেছে নেওয়া হয়। কিন্তু সব ধরনের ক্রিকেট মিলিয়ে প্রাক্তনদের রায়ে সচিন বা গাওস্কর এগিয়ে। বেঙ্গসরকরের তালিকায় 'ফার্স্ট বয়' সচিনই। তিনি অধিনায়ক থাকাকালীন ভারতীয় দলের নেটে সচিনকে ব্যাট করতে নামিয়ে দিয়েছিলেন বেঙ্গসরকর। মাত্র ১৫ বছর বয়সেই কপিলের গতি ও সুইং সাবলীল ভাবে খেলে দিয়েছিলেন সচিন। পরের দিন মুম্বইয়ের রঞ্জি ট্রফির দল নির্বাচনে সচিনকে নেওয়ার অনুরোধ করেন বেঙ্গসরকর।

বুধবার আনন্দবাজারকে বেঙ্গসরকর বলেন, "আমার তালিকায় শীর্ষে সচিন। দ্বিতীয় স্থানে বিরাট, তিন নম্বরে গাওস্কর।" কেন? বেঙ্গসরকরের ব্যাখ্যা, "সচিন এক জন ম্যাচউইনার। তিনটি ফর্ম্যাটেই সেটা প্রমাণ করেছে ও। টেকনিকের দিক থেকে অনেকেই দ্রাবিড়কে এগিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু শুধু টেকনিক দিয়ে ক্রিকেট হয় না। ম্যাচউইনার হতে হয়। জিতিয়েছে বেশি সচিন। তাই ও শীর্ষে। ম্যাচ জেতানোর কারণেই দুই নম্বরে থাকবে বিরাট।"

প্রাক্তন মিডিয়াম পেসার বেঙ্কটেশ প্রসাদ দু'জনকেই নেটে বল করেছেন। কিন্তু তাঁর তালিকার শীর্ষস্থানে নেই সচিন অথবা দ্রাবিড়। প্রসাদের ব্যাখ্যা, "সচিনকে নেটে কয়েক বার পরাস্ত করা গেলেও দ্রাবিড়কে সে ভাবে করা যেত না। তবে দু'জন একেবারেই অন্য ঘরানার ক্রিকেটার। সচিন আগ্রাসী। দ্রাবিড় লড়াকু। ওদের মধ্যে কোনও এক জনকে বেছে নেওয়া সম্ভব নয়। তবে আমার তালিকায় শীর্ষে থাকবেন গাওস্কর।" প্রসাদের যুক্তি, "মাইকেল হোল্ডিং, ম্যালকম মার্শাল, অ্যান্ডি রবার্টসদের বিরুদ্ধে হেলমেট ছাড়া সাবলীল ব্যাট করে গিয়েছেন গাওস্কর। এই সাহস অন্য কেউ দেখিয়েছে কি? ওঁকেই তাই অনেক এগিয়ে রাখব।"

কিংবদন্তি স্পিনার এরাপল্লি প্রসন্নের প্রথম পছন্দ বিরাট কোহালি। তাঁর ব্যাখ্যা, "তিনটি ফর্ম্যা

ফডেনদের ঝড় থামানোর কঠিন পরীক্ষা চেলসির

নিজস্ব প্রতিবেদন

২৪ জুন: ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে বৃহস্পতিবার পেপ গুয়ার্দিওলার সুন্দর ফুটবল বনাম ফ্র্যাঙ্ক ল্যাম্পার্ডের হার-না-মানা মানসিকতার লড়াই নিয়ে ফুটবলপ্রেমীদের আগ্রহ তুঙ্গে। অথচ ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ম্যানেজারের পাখির চোখ এফএ কাপ কোয়ার্টার ফাইনালে নিউক্যাসল ইউনাইটেড ম্যাচ!

চেলসির বিরুদ্ধে ম্যাচের চব্বিশ ঘণ্টা আগে ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে সাংবাদিক বৈঠকে গুয়ার্দিওলা বলে দিলেন, "চেলসির বিরুদ্ধে লড়াইটা সম্মানের ঠিকই। কিন্তু নিউক্যাসল ম্যাচটাই আমাদের কাছে ফাইনাল।"

করোনা-উত্তর পর্বে ফুটবলবিশ্বে নীল ঝড় তুললেও ম্যান সিটির ইপিএল জয়ের কোনও আশা নেই। তাই রবিবারের এফএ কাপকে পাখির চোখ করছেন লিয়োনেল মেসিদের প্রাক্তন গুরু। ফিল ফডেন, রিয়াদ মাহরেজ়দের দাপটে আর্সেনালের বিরুদ্ধে ৩-০ জয়। তার পরে বার্নলিকে ৫-০ চূর্ণ করেছে ম্যান সিটি। অর্থাৎ, দু'ম্যাচে আট গোল করে চেলসির বিরুদ্ধে নামছে ম্যান সিটি। কিন্তু ম্যাচের চব্বিশ ঘণ্টা আগেই বড় ধাক্কা সিটি শিবিরে। বার্নলির বিরুদ্ধে হাঁটুতে চোট পেয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন সের্খিয়ো আগুয়েরো। উদ্বিগ্ন গুয়ার্দিওলা ম্যাচের পরেই বলেছিলেন, আর্জেন্টিনীয় স্ট্রাইকারের মরসুমই হয়তো শেষ হয়ে গেল। তাঁর আশঙ্কাই সত্যি হল, ম্যান সিটির তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়, বৃহস্পতিবার বার্সেলোনায় অস্ত্রোপচার হবে আগুয়েরোর। অর্থাৎ, চেলসির বিরুদ্ধে যখন ফডেনরা খেলবেন, হাসপাতালের বিছানায় তখন শুয়ে থাকবেন আগুয়েরো। বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে গুয়ার্দিওলা বলেছেন, "বার্সেলোনায় অস্ত্রোপচার হবে আগুয়েরোর। সুস্থ হয়ে ও দলে যোগ দেবে এবং খেলবে।" বার্সেলোনায় হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থাকার ছবি বুধবার টুইট করে আগুয়েরো লিখেছেন, "সব কিছুই মসৃণভাবে এগোচ্ছে। আমি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠব। ডাক্তার কুগাত ও তাঁর সহকারীদের কাছে কৃতজ্ঞ। পাশে থাকার জন্য সকলকে ধন্যবাদ।"

চেলসির বিরুদ্ধে আগুয়েরোর পরিবর্তে কি গ্যাব্রিয়েল জেসুস খেলবেন? ম্যান সিটি ম্যানেজারের কথায়, "গ্যাব্রিয়েল দারুণ ফুটবলার। ওর যোগ্যতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। কিন্তু কে খেলবে তা ম্যাচের দিন সকালেই চূড়ান্ত করব।" তিনি আরও বলেছেন, "আমি চিন্তিত টানা ম্যাচ খেলতে হচ্ছে বলে। তিন দিন অন্তর আমাদের খেলতে হচ্ছে। রাহিম স্টার্লিং, ইলকাই গুন্দোয়ান ও বের্নার্দো সিলভার মধ্যেও কেউ খেলতে পারে।"

তিনি যোগ করেছেন, "জিতলেও আমি মনে করি, দলটা এখনও পুরো ফিট নয়।" তবে ম্যান সিটি ম্যানেজার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন চেলসি ও ল্যাম্পার্ডের। তিনি বলেছেন, "ল্যাম্পার্ড অসাধারণ ফুটবলার ছিল। ম্যানেজার হিসেবেও তাই। এই মরসুমে ওর কোচিংয়ে দুর্দান্ত খেলছে চেলসি। আমি ওদের খেলা খুবই উপভোগ করি। ইউরোপের অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত দল চেলসি।" তিনি যোগ করেছেন, "প্রত্যেকটা বিভাগেই অসাধারণ ফুটবলার রয়েছে চেলসির।" চেলসিরও ইপিএল জয়ের কোনও আশা নেই। লিগ টেবলের শীর্ষে লিভারপুল। ৩০ ম্যাচে ৬৩ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে ম্যান সিটি। এক ম্যাচ বেশি খেলে ৫৫ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে লেস্টার সিটি। চতুর্থ স্থানে থাকা চেলসির পয়েন্ট ৩০ ম্যাচে ৫১। তবে আগামী মরসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলা নিশ্চিত করতে ম্যান সিটিকে হারাতে মরিয়া চেলসি।

মেসি ৩৩: জন্মদিনে জয় উপহার

■ **চক্রব্যূহ:** অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের রক্ষণ ভেঙে এগোনোর লড়াইয়ে লিয়োনেল মেসি। মঙ্গলবার ক্যাম্প ন্যুতে। রয়টার্স

মার্শিয়ালের হ্যাটট্রিকে দুরন্ত জয় ম্যান ইউয়ের

ইপিএল

টটেনহ্যাম ২ ■ ওয়েস্টহ্যাম ০

ম্যান ইউনাইটেড ৩ ■ শেফিল্ড ০

নিজস্ব প্রতিবেদন

২৪ জুন: অপ্রতিরোধ্য অ্যান্টনি মার্শিয়াল। গত বছরের ৩০ সেপ্টেম্বর ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের প্রথম একাদশে শেষ বার ছিলেন পল পোগবা। বুধবার তাঁর প্রত্যাবর্তনের ম্যাচে হ্যাটট্রিক করে নায়ক মার্শিয়াল। সাত বছর আগে শেষ বার রবিন ফান পার্সি ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ম্যান ইউয়ের হয়ে হ্যাটট্রিক করেছিলেন। বুধবার দর্শকশূন্য ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে শেফিল্ড ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে পূর্বসুরির কীর্তি স্পর্শ করলেন তিনি।

শেফিল্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচে পোগবাকে নিয়েই আগ্রহ বেশি ছিল ফুটবলপ্রেমীদের। কিন্তু ম্যাচের সাত মিনিটেই গোল করে মার্শিয়াল বুঝিয়ে দেন, পোগবা নন, দিনটা তাঁরই। দ্বিতীয় গোল তিনি করেন প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার ঠিক আগে। হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন ৭৪ মিনিটে। ইপিএল জয়ের সম্ভাবনা না থাকলেও শেফিল্ডের বিরুদ্ধে জয় যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ম্যান ইউ শিবিরে। শেফিল্ডকে হারিয়ে ৩১ ম্যাচে ৪৯ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে থাকা চেলসির ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করে দিল ম্যান ইউ। এক ম্যাচ কম খেলে ৫১ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে এই মুহূর্তে চেলসি। বৃহস্পতিবার যদি ম্যান সিটির বিরুদ্ধে জিততে না পারে তা হলে ফ্র্যাঙ্ক ল্যাম্পার্ডের দলকে টপকে চতুর্থ স্থানে উঠে আসার সুযোগ রয়েছে ম্যান ইউয়ের সামনে। যা নিশ্চিত করবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলা।

এ দিকে, ঘরের মাঠে ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডকে হারাল টটেনহ্যাম হটস্পার। ৬৪ মিনিটের ওয়েস্ট হ্যামের তোমাস সউসেকের আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় টটেনহ্যাম। ৮২ মিনিটে জয়সূচক গোল করেন ইংল্যান্ডের অধিনায়ক হ্যারি কেন। ৩১ ম্যাচে ৪৫ পয়েন্ট নিয়ে আর ইপিএল টেবিলে তারা সাত নম্বরে উঠে এলেন হ্যারি কেনরা।

রাকিতিচের গোলে রক্ষা বার্সেলোনার

লা লিগা

বার্সেলোনা ১ ■ বিলবাও ০

নিজস্ব প্রতিবেদন

২৪ জুন: লিয়োনেল মেসির ৩৩তম জন্মদিনে আবার লা লিগা টেবলের শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধার করল বার্সেলোনা। অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের বিরুদ্ধে ক্যাম্প ন্যু-তে মঙ্গলবার রাতে আর্জেন্টিনীয় কিংবদন্তি অবশ্য নিজের ৭০০তম গোল পাননি। পর পর দু'ম্যাচ তাঁকে খালি হাতে ফিরতে হল। নিজে না পারলেও ইভান রাকিতিচ মেসির পাস থেকেই গোল করেন। মরসুমে ১৫বার তাঁর পাস থেকে গোল পেল বার্সেলোনা। ঘরের মাঠে বিলবাওকে হারিয়ে লুইস সুয়ারেসদের পয়েন্ট এই মুহূর্তে ৩১ ম্যাচে ৬৮। এক ম্যাচ কম খেলে রিয়াল মাদ্রিদের পয়েন্ট ৬৫। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মায়োরকাকে হারালেই করিম বেঞ্জেমারা আবার শীর্ষে চলে আসবেন। রিয়াল আর পয়েন্ট নষ্ট না করলে মেসিদের পক্ষে এ বারও খেতাব জেতা কঠিন। যদিও বার্সা ম্যানেজার কিকে সেতিয়েন এখনও বলে যাচ্ছেন, রিয়ালও নাকি অবধারিত ভাবে পয়েন্ট নষ্ট করবে।

খেতাব জয়ের ব্যাপারে প্রবল আশাবাদী হলেও সেতিয়েন কিন্তু দলের খেলায় রীতিমতো হতাশ। মেসিদের ম্যানেজারের মতে, করোনা-অতিমারির বন্ধ থাকা লা লিগা আবার শুরু হওয়ার পরে বার্সার খেলায় পরিচিত 'আগুনটাই দেখা যাচ্ছে না'। "সবাই দেখছে বিপক্ষ দলগুলো আমাদের বিরুদ্ধে দশ জন মিলে রক্ষণ করছে। গোল করার মতো জায়গাই পাওয়া যাচ্ছে না। এ'রকম অবস্থায় একটা দলকে অনেক বেশি তৎপরতা দেখাতে হয়। সঙ্গে নির্ভুলও হতে হবে। এই জায়গাটাতেই আমরা মার খাচ্ছি।" পাশাপাশি ফুটবল বিশ্লেষকেরাও বলে দিচ্ছেন, বার্সা এই মুহূর্তে তাদের সেরা ছন্দের ধারেকাছে নেই। তার পরেও বিলবাও ম্যাচে ৭১ মিনিটে মেসির পাস থেকে রাকিতিচের গোলে বার্সার শেষরক্ষা হয়েছে কোনও রকমে!

■ **সফল:** বিলবাওয়ের বিরুদ্ধে গোল করার পরে ইভান রাকিতিচ। এএফপি

রাকিতিচ ১৫ মাস পরে ক্লাবের হয়ে গোল পেলেন। শেষ গোল তিনি করেছিলেন ২০১৯-এর ২ মার্চ এল ক্লাসিকোয় রিয়াল মাদ্রিদের বিরুদ্ধে। হালফিলে তাঁর খেলায় আগের সেই গতি দেখা যাচ্ছিল না। এমনও শোনা যাচ্ছিল যে তাঁকে বিক্রি করে দেওয়ার কথা ভাবছে বার্সা। পরিবর্ত হিসেবে ৬৫ মিনিটে তিনি নামেন। আর একেবারে গোলের সামনে অরক্ষিত অবস্থায় মেসির পাস পান। বহুদিন পরে গোল পেয়ে রাকিতিচ দারুণ খুশি। বললেন, "তিন পয়েন্টের দরকার ছিল। খেতাব জয়ের আশা বাঁচিয়ে রাখার জন্য জিততেই হত। ভাল লাগছে আমার গোল থেকেই পুরো পয়েন্ট আসায়।" যোগ করেন, "আমি খুশি ১৫ মাস পরে ক্লাবের হয়ে গোল করেও। তবে কেন এতদিন গোল পাইনি ভেবে খুব অদ্ভুত লাগছে।" পুরো পয়েন্ট তোলার পাশাপাশি বার্সা সমর্থকেরা বেশি খুশি হতেন মেসি তাঁর ৭০০তম গোলটি পেলে। একটি পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেক ক্যালেন্ডার বর্ষে তিনি কমপক্ষে ৭০ শতাংশ গোল করেছেন। যা অবিশ্বাস্য নজির।

কুসংস্কার মুছে দিয়ে রুপোজয় সুশীলের

নিজস্ব সংবাদদাতা

২০১২ লন্ডন অলিম্পিক্সে তিনিই ছিলেন পতাকাবাহক। কারণ চার বছর আগের বেজিং অলিম্পিক্সে ভারতকে গর্বিত করে কুস্তিতে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন সুশীল কুমার। কিন্তু লন্ডন অলিম্পিক্সের আগে সুশীলকে পতাকাবাহক হতে বারণ করা হয়েছিল! কারণ, কুসংস্কার।

সুশীলের জীবনের সেই অজানা কাহিনিই সামনে উঠে এল এক অনলাইন অনুষ্ঠানে। মঙ্গলবার ছিল অলিম্পিক্স দিবস। সেই উপলক্ষে বাংলার অলিম্পিয়ান শুটার জয়দীপ কর্মকার একটি অনলাইন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। যেখানে হাজির ছিলেন আরও ছ'জন অলিম্পিয়ান— রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায় (তিরন্দাজি), সঞ্জীব রাজপুত (শুটার), অভনীত সিধু (শুটার), গগন নারঙ্গ (শুটার), শিবা কেশবন (শীতকালীন অলিম্পিক্সে ছ'বারের অংশগ্রহণকারী) এবং সুশীল কুমার। জয়দীপের সঞ্চালনায় এক এক জন অলিম্পিয়ান তুলে ধরেন তাঁদের অলিম্পিক্স অভিযানের নানা অজানা কাহিনি। যেখানে সুশীল তাঁর জীবনের এই কাহিনিটি শুনিয়েছেন। সুশীল বলেছেন, "আমি বেজিং অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জ জেতার পরে লন্ডন অলিম্পিক্সের জন্য পতাকাবাহক নির্বাচিত হই। তখন আমার ঘনিষ্ঠ একজন বলে, 'পতাকাবাহক হতে যেয়ো না। কারণ, পতাকাবাহকরা পদক জেতে না।' কিন্তু আমি ওর কথা শুনিনি।"

তার পরে কী হয়েছিল, সবার জানা। পরপর দু'বার অলিম্পিক্সে পদক জিতে ইতিহাস গড়েন সুশীল। আর ফিরে এসে সেই ব্যক্তির সামনে রুপোর পদক নিয়ে গিয়ে বলেন, "আমি আজ থেকে কুসংস্কারটা ভেঙে দিলাম। দেখিয়ে দিলাম, পতাকাবাহক হলেও পদক জেতা যায়।" এমনই সব কাহিনির কোলাজ ফুটে উঠেছে ওই অনুষ্ঠানে। জয়দীপ বলছিলেন, "হিসেব করে দেখলাম, এই অনুষ্ঠানের অংশগ্রহণকারীরা সব মিলিয়ে মোট ১৮বার অলিম্পিক্সে নেমে তিনটি পদক পেয়েছে।"

সংক্রমণ বিতর্কে দিমিত্রভকে তোপ নোভাকের বাবার

নিজস্ব প্রতিবেদন

২৪ জুন: নোভাক জোকোভিচের আয়োজিত প্রীতি টেনিস প্রতিযোগিতা থেকে করোনাভাইরাস মারাত্মক ভাবে ছড়িয়ে পড়া নিয়ে এ বার কাজিয়া শুরু হয়ে গেল। এক দিকে অ্যান্ডি মারে, নিক কিরিয়সের মতো টেনিস তারকারা জোকোভিচকে তুলোধনা করছেন। অন্য দিকে, আসরে নেমে পড়েছেন জোকোভিচের বাবা। ছেলের পক্ষ নিয়ে তিনি এ দিন চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন যে, গ্রিগর দিমিত্রভের জন্যই এ ভাবে করোনা ছড়িয়ে পড়েছে।

"কেন এমন ঘটল?" পাল্টা প্রশ্ন তুলে জোকোভিচের বাবা সর্জানের তোপ, "কারণ, একটা লোক করোনা নিয়ে খেলতে এসেছিল। কোথা থেকে রোগ নিয়ে এসেছিল কে জানে।" দিমিত্রভ সেরা তরুণ প্রতিভাদের এক জন এবং মারিয়া শারাপোভার প্রাক্তন প্রেমিক। ক্রোয়েশিয়ার একটি টিভি চ্যানেলকে দেওয়া জোকারের বাবার মন্তব্যে বিতর্ক আরও বেড়েছে। অনেকেই পাল্টা বলতে শুরু করেছেন, এমন প্রমাণ নেই যে, দিমিত্রভ করোনা নিয়ে খেলতে এসেছিলেন। তা হলে তাঁর দিকে আঙুল তোলা কেন? সিনিয়র জোকোভিচ কিন্তু থামছেন না। বলেছেন, "ও এখানে পরীক্ষা করাতে চায়নি। একটা লোকের জন্য ক্রোয়েশিয়া এবং সার্বিয়া দু'টো জায়গাতেই এমন ক্ষতি হয়ে গেল।"

জোকোভিচ যে প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন, তা এখন করোনার হটস্পটে পরিণত হয়েছে। দিমিত্রভেরই প্রথম করোনা ধরা পড়ে। তার পরে 'পজিটিভ' হন আরও দুই টেনিস খেলোয়াড় বোর্না সোরিচ এবং ভিক্টর ট্রয়স্কি। দু'জন ট্রেনারও আক্রান্ত হন। এর পর মঙ্গলবারই স্বয়ং জোকোভিচ ফাঁস করেন, তিনি এবং স্ত্রী ইয়েলেনারও করোনা ধরা পড়েছে। সার্বিয়ার বেলগ্রেড এবং ক্রোয়েশিয়ার জাদার দু'জায়গাতেই ম্যাচ হয়েছিল। দু'জায়গাতেই খেলেছিলেন দিমিত্রভ। করোনায় মারাত্মক ভাবে আক্রান্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে তিনি বেলগ্রেডে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, কি না তা নিয়ে খোঁজ শুরু হয়েছে।

কিন্তু জোকোভিচের দায় কম হচ্ছে না। কোনও শারীরিক দূরত্ব মানা দূরের কথা, এমনকি পার্টিও চলেছে পুরোদমে। মজা করে আবার তাঁরা বাস্কেটবলও খেলেছিলেন। সেখানে অংশ নেওয়া এনবিএ খেলোয়াড় নিকোলা জোকিচের আবার করোনা ধরা পড়েছে। একটি ছবি এ দিন ছড়িয়ে পড়ে। দেখা যাচ্ছে জোকিচ ঘনিষ্ঠ ভাবে হাত মেলাচ্ছেন জোকোভিচের সঙ্গে। এর মধ্যেই জোকোভিচের মা জানিয়েছেন, তাঁর পুত্র এবং পুত্রবধূ ঠিকই আছেন কিন্তু বিতর্কের কথা ভেবেই তাঁরা বেশি বিদ্ধ হচ্ছেন!

■ **শ্রদ্ধার্ঘ্য:** কুমোরটুলিতে চুনী গোস্বামীর মূর্তি তৈরি চলছে। ছবি: সুদীপ্ত ভৌমিক

আবাসিক স্কুল তৈরির ভাবনা ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব সংবাদদাতা

শতবর্ষে বাণিজ্যকরণের পথে ইস্টবেঙ্গল। বিদেশি ক্লাবগুলোর অনুকরণে আর্থিক ভাবে শক্তিশালী হওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে আবাসন প্রকল্প, স্কুল, রেস্তরাঁ তৈরির প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল লাল-হলুদ শিবিরে।

লগ্নিকারী সংস্থার সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের বিচ্ছেদের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে। নতুন স্পনসর কে হবে তা এখনও চূড়ান্ত নয়। এই পরিস্থিতিতে ক্লাবের আর্থিক উপার্জন কী ভাবে বাড়ানো যায় তা নিয়ে আলোচনা করতে বুধবার বিকেলে ক্লাব তাঁবুতে বৈঠকে বসেছিলেন কার্যকরী কমিটির সদস্যেরা। ইস্টবেঙ্গলের এক শীর্ষ কর্তা বললেন, "বিদেশি ক্লাবগুলোর মতো আমরাও বাণিজ্যকরণ করতে পারি কি না তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ক্লাবের আর্থিক উন্নতির জন্য কী পদক্ষেপ করা উচিত, সেই পরামর্শ চাওয়া হয়েছে সকলের কাছে।" আর্থিক ভাবে সাবলম্বী হওয়ার রূপরেখা কী? লাল-হলুদ শিবিরের কর্তা বললেন, "রাজারহাটে জমি কিনে সেখানে আবাসন গড়তে পারি। এ ছাড়া স্কুল ও রেস্তরাঁ তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে।" কী ভাবে গড়া হবে আবাসন ও স্কুল? ইস্টবেঙ্গল কর্তার ব্যাখ্যা, "আবাসন প্রস্তুতকারী কোনও সংস্থার সঙ্গে আমরা গাঁটছড়া বাঁধতে পারি। একই ভাবে স্কুল-রেস্তরাঁ তৈরির ভাবনা রয়েছে।" কবে থেকে শুরু হবে নতুন এই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন? ইস্টবেঙ্গল কর্তার কথায়, "এখনও প্রচুর পর্যালোচনা বাকি। আরও কয়েক বার নিজেদের মধ্যে আলোচনায় বসতে হবে। সকলের পরামর্শ শুনতে হবে। ছয় থেকে আট মাস হয়তো সময় লাগবে সব কিছু চূড়ান্ত রূপ নিতে।" বুধবারের বৈঠকে অধিকাংশ সদস্য থাকলেও ছিলেন না সচিব। তবে তিনি আজ, বৃহস্পতিবার ক্লাবে থাকবেন স্যানিটাইজ়ার ও মুখাবরণে উদ্বোধনে।

এ দিকে, বেতন বকেয়া রাখার অভিযোগে ইস্টবেঙ্গলের লগ্নিকারী সংস্থার বিরুদ্ধে ফিফার দ্বারস্থ হওয়ার হুমকি দিলেন ফিজিক্যাল ট্রেনার কার্লোস নোদার।

dr 24 7 | 15 Day Comprehensive Home Care Services
COVID Care Package Rs. 9000/-
Corona Positive?
Advanced COVID Care Package Rs. 15,000/-
For mild COVID-19 Positive / Suspected Cases
Call or Whatsapp us @ 9748206871
www.dr247.in

হাত বাড়ালেই সুবিধা !
Suvida Oral Contraceptive Pill
Contact your nearest Chemist / Retail Shop
For Trade Enquiry/Dealership (Pharma/FMCG)
Call/SMS/Whatsapp at +91 8017444555

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী টিকিট বিক্রি হল সুত্রঘাটে

এবার এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার এলো সুত্রঘাটে বিক্রি হওয়া ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির একটি টিকিটে। **83H 54833** নম্বরের সেই টিকিট বিক্রি করেছিলেন বেণী মাধব গন, যাঁর ক্রেতা **22.06.2020** তারিখের ড্র-তে জিতে গেলেন প্রথম পুরস্কার। ওই পুরস্কারের ইনসেন্টিভ হিসেবে পুরো এক লাখ টাকা পেয়ে গেলেন টিকিট বিক্রেতা বেণী মাধবও। ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির টিকিট বিক্রি করেই যে সচ্ছল ভাবে জীবন কাটানো যায়, সে কথাই বলছিলেন বেণী মাধব। পুরস্কারের খবরে উচ্ছ্বসিত ওই টিকিট বিক্রেতা বললেন, "অনেক বছর ধরেই লটারির টিকিটের ব্যবসা করছি আমি। কিন্তু এই দিনটা চিরকাল মনে থাকবে। ক্রেতারা খুশি থাকলে সেটাই কিন্তু সব চেয়ে বড় পাওনা। লটারির টিকিট বিক্রি করে সসম্মানে জীবন কাটাচ্ছি আমি। তা ছাড়া, এবার তো এক লাখ টাকার ইনসেন্টিভও পেয়ে গেলাম। শুধু আমি নই, আমার মতো আরও অনেক যুবকই ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির টিকিটের ব্যবসাকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। যা তাঁদের জীবনটাই পাল্টে দিয়েছে। প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখা যায় বলে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ওপরে মানুষের অগাধ ভরসা। সেই কারণেই ভাগ্য বদলাতে এই লটারিকেই বেছে নিচ্ছেন তাঁরা।"

An important announcement for hospital/government authorities, corporates/commercial heads and households to replace the
HARMFUL CARCINOGENIC SODIUM HYPOCHLORITE (bleach)
With KleanKovid™
Peracetic Acid
- Approved by regulatory and environmental authorities of USA, EU, Canada, Australia as the **safest** and **most efficient disinfectant**
- The **only** approved **food sanitizer**, safest and ideal for sanitization tunnel use
- **No health hazards** unlike sodium hypochlorite(chlorine based)
- Kills **99.999%** micro organisms in less than **5 minutes**, much more than sodium hypochlorite kill in hours
- After sanitizing/disinfecting, breaks down into **CO2**, **Oxygen** and **Water**, thus causing **no discomfort to humans**
- Highest oxidizing potential (**1.81 eV**) essential for killing any **virus**

For more technical and trade information please whatsapp/sms/call at 9836889499/9088750141 Or email us at wbcil@wbcil.com
West Bengal Chemical Industries Limited
Need Based Innovation